উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

‘পিঠে ছুরি মেরেছেন ট্রাম্প’, ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৩°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

গ্রিনল্যান্ডে প্রতিবাদের ঝড় ৭

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের ৫

শিলিগুড়ি ৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 241

বাগডোগরার বিমানে বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার সকাল ৭টা ৪৬ মিনিট নাগাদ ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর ৬৬৫০ উড়ান রওনা দিয়েছিল বাগডোগরার উদ্দেশে। কিন্তু, মাঝ আকাশে আচমকা বিপদের আশঙ্কা তৈরি হতেই জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।

ওই উড়ানে বোমা রয়েছে বলে সন্দেহ করলেও, যাত্রীদের কিছু জানানো হয়নি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির অজুহাতে লখনউ বিমানবন্দরে তাঁদের নামিয়ে পুরো বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও শেষপর্যন্ত কিছুই মেলেনি। বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে যাত্রীদের নিয়ে লখনউ ছাড়ে ইন্ডিগো ৬৬৫০। বাগডোগরায় নামে ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ।

- ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়ে ইন্ডিগোর বিমান
- এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’
- তিনি চালককে জানান, যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে
- লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানোর পর তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিমের বক্তব্য, ‘দিল্লি-বাগডোগরা ইন্ডিগোর বিমানে বোমা রয়েছে বলে একটি বার্তা পেয়েই লখনউতে জরুরি অবতরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে, কোনও বোমা পাওয়া যায়নি। বিমানটি লখনউ থেকে বাগডোগরায় এসে ফের এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।’

কীভাবে বোমাতঙ্ক ছড়াল? যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি ওড়ার খানিকক্ষণ বাদে এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, একটি টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি চালককে জানান। যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে। এটিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কাছাকাছি কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে হবে। সেইমতো লখনউ বিমানবন্দরে নামে ইন্ডিগোর বিমানটি।

খবর পাওয়ামাত্র বাগডোগরাতেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ২৩ ও ২৬ জানুয়ারির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রত্যেকটি

এরপর দশের পাতায়

মিলে সুর... বিস্টকে নিয়ে গর্ব অনীতের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক লড়াই নয়, পরিবর্তে বন্ধুত্বের বার্তা যুযুধান দুই নেতার। কালিম্পং এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল রবিবার। সাংসদ রাজু বিস্টকে পাশে বসিয়ে রাজনৈতিক ভেদাভেদ সরিয়ে পাহাড়ের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা।

অনীত বলেছেন, ‘গোর্খা জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের এখান থেকে একজন গোর্খা সাংসদ রয়েছেন, যা নিয়েও আমাদের গর্ব করা উচিত।’ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, ‘বিজেপি পাহাড়ের উন্নয়নে সবরকমভাবে সচেষ্ট। পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।’ এদিন দুজনকে বেশ খোশমেজাজে গল্প করতেও দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে দিনভর চর্চা চলেছে পাহাড়ে। হঠাৎ কেন বৈরিতা ভুলে পরস্পরের প্রশংসায় দুজন, তা নিয়েই এখন পাহাড়ে রহস্য।

কালিম্পংয়ে একটি অনুষ্ঠানে অনীত থাপা ও রাজু বিস্ট। রবিবার।

খাস ইন্ডিয়ান বেনেফিশিয়াল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে রবিবার কালিম্পং মেলা ময়দানে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু, জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ গোর্খাদের একতার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘গোর্খা জাতি বহুভাষিক, বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্মীয় উপজাতি এবং সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। ঠিক যেন একটি ফুল বাগানের মতো। গোর্খারা যত ঐক্যবদ্ধ হবে, ততই এই জাতির উন্নতি হবে।’

পাহাড়ের রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে এই দুই নেতা সরাসরি বিতর্কে জড়িয়েছেন। জিটিএ অবিলম্বে খারিজ করার দাবি, জিটিএ-তে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে বলে রাজু বারবার অভিযোগ তুলেছেন। তা নিয়ে পালটা কটাক্ষ করেছেন অনীত থাপাও। কিন্তু এদিন উলটো ছবি দেখা গেল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনীত প্রথমেই রাজু বিস্টকে ভাই বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা গোর্খা জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা নিয়ে সবসময় চিন্তা করছি। গোর্খাদের টিকিয়ে রাখার জন্য গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের কথা বলছি। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, আমাদের একজন গোর্খা সাংসদ রয়েছেন। এটা নিয়েও আমাদের গর্ব করা উচিত।’

অনীতের এই মন্তব্যে অনুষ্ঠানস্থল করতালিতে গর্জে ওঠে। বিতর্ক হতে পারে টের পেয়ে সতর্ক অনীত বলেছেন, ‘রাজনৈতিক ভেদাভেদ রয়েছে, থাকবেও। আমি রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ করছি। সাংসদ রাজু বিস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রয়েছেন। সবাই মিলেমিশে পাহাড়ের উন্নয়নে কাজ করলে এখানকার অনেক সমস্যাই দূর হয়ে যাবে।’ তাঁর মতে, ‘রাজু বিস্ট

এরপর দশের পাতায়

উপাসনাস্থল তৈরি নিয়ে বিবাদ

দু’পক্ষের ইটবৃষ্টি, জখম ৮

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : উপাসনাস্থল তৈরি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় মাটিগাড়ার খোলাই বখতরির তুলসীনগর এলাকা উত্তপ্ত হল। রবিবার বেলা আড়াইটা নাগাদ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে বিবাদ শুরু হয়। পরে লাঠিসোঁটা নিয়ে দু’পক্ষের লোকজন একে অপরের ওপর চড়াও হন। পরস্পরকে লক্ষ্য করে ভাঙা ইটের টুকরো বিপজ্জনকভাবে ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। সংঘর্ষে দু’পক্ষ মিলিয়ে তিন মহিলা সহ আটজন গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই সময় মাটিগাড়া থানা থেকে বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এলাকায় পুলিশ পিকেট ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। এরপর কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি শান্ত হলেও সময় গড়াতেই আবার উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। রাত ১০টা নাগাদ দু’পক্ষ আবার পরস্পরের ওপর চড়াও হয়। এলাকায় পুলিশ পিকেট ও র‍্যাফ মোতায়েন থাকলেও সংঘর্ষকারীরা তাদের সামনেই একে অপরের ওপর হামলা চালাতে থাকে। ফের পুলিশের বড়সড়ো বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। লাঠিচার্জ করা হয় বলে খবর। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতি অবশ্য নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক মদতেরও অভিযোগ উঠে এসেছে। বিজেপির দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের তির। বিধানসভা ভোটের আগে ধর্মীয় উসকানি দিয়ে বিজেপি ভোট বৈতরণি পার করতে চাইছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। অন্যদিকে, তৃণমূলের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে বিজেপি উড়িয়ে দিয়েছে। বাসিন্দারা অবশ্য এদিনের সংঘর্ষের ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র মানতে চাননি। এদিন রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘খোলাই বখতরির পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’

এরপর দশের পাতায়

- উপাসনাস্থল তৈরি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মাটিগাড়ার খোলাই বখতরির তুলসীনগর উত্তপ্ত
- লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা, ইটবৃষ্টিতে গুরুতর জখম আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে
- দুপুরের পর রাতেও সংঘর্ষ, এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, রাজনৈতিক চাপানউতোর

বিরাটের লড়াই ব্যর্থ। কিউয়িদের কাছে সিরিজ হারল ভারত। সেঞ্চুরির পর কোহলি। রবিবার ইন্দোরে।

বাইক রাখা নিয়ে বনকর্মীদের মারধর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : গলিতে বাইক রাখা নিয়ে ঝামেলার জের মারধরের ঘটনায় গড়াল। অভিযোগ, এই ঘটনায় বনকর্মীদের মারধর করা হয়। তাঁদের মধ্যে মহিলা কর্মীরাও রয়েছেন। দপ্তরের এক মহিলা অফিসারকে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় প্রকাশ্যে গালাগালি করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকার দুই বাসিন্দার বিরুদ্ধে রবিবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পেশিশক্তির ভয় দেখিয়ে অভিযুক্তরা সমানে আস্ফালন করে চলেছেন বলেও অভিযোগ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। মেয়র গৌতম দেব এই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা। ঘটনার বিষয়ে কিছু জানা না থাকলেও তিনি সবকিছু খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

শুক্রবার দুপুরের ঘটনা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস ডিভিশনের অফিস সংলগ্ন গলিতে বাইক রাখাকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগকারী বনকর্মী চিন্ময় সেনগুপ্তের বক্তব্য, ‘কিছু জরুরি কাগজপত্র নিয়ে বিকেলে বাইক পার্ক করছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

মোদির ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

শিল্প বার্তা নেই, শুধু অনুপ্রবেশের চড়া সুর

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে অনুপ্রবেশ ঠেকানো ছিল ‘মোদির গ্যারান্টি।’ মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতেও ‘মোদির গ্যারান্টি’ ছিল। ‘টাটার মাঠে’ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিন্তু কোনও সিঙ্গুর-বার্তা পাওয়া গেল না। বিজেপি নেতারা কিন্তু ক’দিন ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সিঙ্গুরকে। রাজ্যবাসীও মনে করেছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে পালটা দিতে সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে আসবেন নরেন্দ্র মোদি।

বাস্তবে টাটার মাঠ পড়েই থাকল। আশ্বাস মিলল না দেশের প্রধানমন্ত্রী এলেও। অথচ সেই আশ্বাস আদায় করার জন্য মোদির উপস্থিতিতে রবিবার সিঙ্গুরের জনসভা মঞ্চে কম চেষ্টা ছিল না বিজেপি নেতাদের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দেওয়ার পর সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, তিনি ব্যাড এমকে ছেড়ে গুড এম-এর কাছে যাচ্ছেন। সেই গুড এম হল সেদিনের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও তাঁর ভাষণে বলেন, ‘উন্নয়নের জন্য শিল্প দরকার। ভারী শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থানের খরা কাটবে না।’ কিন্তু কোথায় কী! মোদি চলে গেলেন সেই অনুপ্রবেশ ও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির চর্বিতচর্বণে। নতুন কথা বলতে বাঙালি অস্মিতা উসকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে কৃতিত্ব দাবি এবং বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রচার।

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরে রবিবার।

সভাস্থল সিঙ্গুর হলেও গতে বাঁধা ভাষণের বাইরে গেলেন না প্রধানমন্ত্রী। শুধু সিঙ্গুর নয়, রাজ্যবাসীর জন্য কোনও শিল্পবার্তা ছিল না মোদির ভাষণে। শুধু সাফাই দিলেন, আইনের শাসন না থাকায় রাজ্যে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর কথায়, ‘বাংলায় বিজেপি সরকার এলে সিন্ডিকেট ট্যাক্স ও মাফিয়ারাজ নির্মূল করবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। আইনের শাসন ফিরলে রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ আসবে।’

তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলেই কর্পোরেট জমি হাঙরদের হার মানতে হয়েছে। সিঙ্গুরে বিনিয়োগ আসেনি বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। উলটে বাঙালির বুদ্ধিমত্তাকে মোদি অপমান করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই সিঙ্গুরে ১১.৩৫ একর জমিতে স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ারহাউসের জন্য ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন, পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ফালাকাটা

সুভাষ বর্মন ও ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘কী করতে এলাম রে ভাই, কিছুই তো নেই’- ক্যামেরা বাগিয়ে আক্ষেপ যায় না তরুণের। সঙ্গী বন্ধুকে বলছিলেন, ‘ছবি তোলার মতোও কিছু নেই।’ অথচ একসময় বেড়ানোর পাশাপাশি ছবি তোলার জন্য ভিড় হত জায়গাটায়। ছুটির দিন ভিড়ে পা ফেলার জো থাকত না কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে।

একেবারে কেউ যান না বললে ভুল হবে। শীতের সকালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পিকনিক এখনও হয়। কিন্তু না প্রকৃতির আকর্ষণ আছে, না পশুপাখি কিংবা বন্যপ্রাণীর। ফালাকাটারই দুই তরুণ বাইকে এতটা দূর এসে বলাবলি করছিলেন, ‘বেকার এলাম।’ পরিত্যক্ত পর্যটক আবাসগুলির ছবি তুলতে তুলতে একজন অপরজনকে বলছিলেন, ‘তৃণমূল আমলে কুঞ্জনগরের হতশ্রী দশা- ক্যাপশন লিখে ছবিগুলি ফেসবুকে পোস্ট করব।’

- ২০১১-তে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটায় ঘাসফুল ফোটে
- বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে থাকে ২০১৬ সালেও
- ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয় শাসকদলের
- পরের বছর ফালাকাটা পুর নির্বাচনে আবার তৃণমূলের ফল হয় ১৮-০

পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু বাধা দূরের কথা, প্রতিবাদই বা করবেন কীভাবে! শুধু তো এই দুই তরুণ নয়, কুঞ্জনগরে এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, কেউ এলে বেহাল দশারই ছবি তোলেন। বন দপ্তরের জলদাপাড়া বিভাগের এলাকায় কুঞ্জনগরে প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল প্রয়াত সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন।

কুঞ্জনগরের পরিচিতি তখন রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃণমূল আমলে এই কেন্দ্রের রাখা পশুপাখি নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। স্থানীয় এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘এখন কুঞ্জনগর আছে বটে, কিন্তু প্রাণটা আর নেই। কী দেখতে লোকে এখন আসবেন কুঞ্জনগরে?’

প্রকৃতি পর্যটনের এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতিতে একসময় জোয়ার এসেছিল। প্রচুর স্বনিযুক্তির সংস্থান হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের ‘সেফ প্যাসেজ’

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আইনের চোখে সবাই সমান- এই বাক্যটি আদতে যে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই শোভনীয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ প্রশান্ত বর্মন। ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও তাঁর আস্তানায় দিব্যি রয়েছেন। জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বলা ভালো করেনি। গোয়েন্দাগিরিতে দেশের নামকরা আইপিএস রাজীব কুমারের মতো দুঁদে পুলিশকর্তা যে রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া একজন আমলাকে ধরতে পারছে না, সেকথা মহাকালের নামে শপথ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

শনিবার জলপাইগুড়িতে ঢাকঢোল পিটিয়ে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে। ন্যায়বিচারের আলোয় নতুন দিশা দেখানোর কথা হয়েছে। মঞ্চ থেকে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই মঞ্চের সামনে বসে থাকা রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা বলতে পারছেন না প্রশান্ত কোথায়, এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন প্রায় এক মাস ধরে অফিসে আসছেন না তিনি, ছুটি নিয়েছেন কি না- সেইসব প্রশ্নের উত্তরটুকুও সংবাদমাধ্যমকে দিতে চাইছেন না জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। এসব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রশাসনের একটা অংশ খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে আড়াল করার চেষ্টায় খামতি রাখছে না।

অভয়া হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সময় নেয়নি। দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। স্বপন কামিল্যা দত্তাবাদের সামান্য স্বর্ণ কারিগর বলেই কি তাঁর খুন তথাকথিত সমাজ, পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়? অভয়া যেমন কর্মক্ষেত্রেই নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন, তেমনি স্বপনকেও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না।

২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তর আগাম জামিন খারিজ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় বসে প্রভাবশালী ওই আমলা বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, আর পুলিশ বলছে তারা নাকি তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! এই গল্পকথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশান্ত কোনও ছিঁচকে চোর নন যে, গলির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। তিনি একজন পদস্থ সরকারি আধিকারিক। অথচ ২৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও পুলিশ তাঁকে ছুঁতে পারছে না। কেন? উত্তরটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ‘পলাতক’ দেখিয়ে পুলিশ প্রশান্তকে সময় দিচ্ছে যাতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনওভাবে রক্ষাকবচ জোগাড় করতে পারেন। অর্থাৎ পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্দরেই তাঁকে ‘সেফ প্যাসেজ’ করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশান্তকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে নির্লজ্জ কানামাছি খেলা চলছে, এরপর দশের পাতায়

- জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ
- প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ
- এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন তিনি অফিসে আসছেন না, তার উত্তর প্রশাসনের কাছে নেই

সূত্রের খবর

দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও

শপিং মলে নলেন গুড়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে নলেন গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। আপামর বাঙালির কাছে শীত আর নলেন গুড় প্রায় সমার্থক। মানুষ যাতে ঘরে বসেই ভালো নলেন গুড়ের স্বাদ পেতে পারেন সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হল মাঝিয়ানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। কোনওরকম রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে, একদম প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে খেজুরের রস থেকে খাঁটি নলেন গুড় তৈরি করা হবে বলে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরি নলেন গুড় পাওয়া যাবে শপিং মলে। এমনকি ক্রেতারা যাতে অনলাইনেও এই গুড় অর্ডার করতে পারেন, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'এই কেন্দ্রের জমিতে যেসব খেজুর গাছ রয়েছে, সেই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে, তার থেকে নলেন গুড় তৈরির ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র চত্বরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যানালের ধারে প্রায় ১৫০টি খেজুর গাছ আছে। একসময় এই খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার কথাও ভেবেছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। কিন্তু প্রায় বছরখানেক আগে কর্তৃপক্ষের তরফে এই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে তার থেকে নলেন গুড় তৈরির বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে খাঁটি নলেন গুড়।

এই বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা বলেন, 'প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'খুব শীঘ্রই এই খাঁটি নলেন গুড় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং শপিং মলে পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফোর্টে পড়ুয়াদের ভিড়। রবিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার এখন দুঃস্থদের পাশে

সমস্যা যেমনই হোক, তাঁকে ডাকলেই পাশে পাওয়া যায়। তিনি জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মও।

আলোর সারথি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : প্রতিবছর অন্তত দুই হাজার কম্বল বিলি করেন। এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো সোয়েটার, চাদর, জামাকাপড় কিংবা শাড়ি-ধুতি। কারও পড়াশোনা করতে আর্থিক বাধা, দুঃস্থ পরিবারের কেউ হাজারও দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু খবরটুকু দরকার। চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল উপহার দিলে পাশে রয়েছেন তিনি। ২৮ বছর ধরে নীরবে এই ধরনের সমাজসেবার কাজ চালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। এই কাজ করে প্রত্যন্ত চা বাগান এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই তিনি 'দেবদূত'। প্রচারবিমুখ মানুষটির একাজে দোসর তাঁর দিদি কঙ্কণা ভট্টাচার্য এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা।

জলপাইগুড়ি শহরের জয় লেনের বাসিন্দা দেবজ্যোতি একসময় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের (এমইএস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অবসর নেন ২০২২ সালে। তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে নিরলস সমাজসেবার শুরু ১৯৯৭ সাল থেকে। বছরের শুরু থেকেই দেবজ্যোতি তাঁর কাজ শুরু করে দেন। যেমন চলতি বছরের প্রথমদিনই কম্বল দেন জটেশ্বরের সরুগাঁওয়ের পাঁচশো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে।

শিশুদের নিয়ে পিকনিকে দেবজ্যোতি। ডায়না নদীতে।

১৩ জানুয়ারি গিয়েছিলেন বানারহাটের চা বাগানগুলিতে। সেখানে ছয়শো বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি এবং তাঁর দিদি। এভাবে নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকা কেন? প্রশ্ন শুনে তিনি যেন দার্শনিক। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসেছি একা। যাবও একা। মাঝে মানুষের সঙ্গে এই বেঁচে থাকা।'

শনিবার দেবজ্যোতি নাগরাকাটার বন্ধ বামনডাঙ্গা, ধরণীপুর সহ পাঁচটি চা বাগানের ছয়টি প্রাথমিক স্কুলের চারশো খুদেকে নিয়ে ডায়না নদীর ধারে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, চাটনি। শেষপাতে পাঁপড় এবং নলেন গুড়ের রসগোল্লা। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নতুন সোয়েটারও তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ ওরাওঁ বলল, 'সবার সঙ্গে পিকনিকে এসে এদিন নাচগান করেছি। খুব মজা হয়েছে। এত আনন্দ কোনওদিনও পাইনি।'

হীরাচরণকে সিঞ্চুলা সম্মান

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শিকড়ের খোঁজ করছেন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। বোড়ো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস গবেষক হিসাবে পরিচিতি হীরাচরণ নার্জিনারির। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই মানুষটি ৮১ বছর বয়সেও বেশিরভাগ সময় কাটান কলকাতার স্টেট আর্কাইভ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার তালেশ্বরগুড়িতে মূল বাড়ি হলেও সেকারণে বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে কলকাতায় পিকনিক গার্ডেনের ফ্ল্যাটে।

এই কাজের জন্য হীরাচরণ এবার 'সিঞ্চুলা' সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৯৮৭ থেকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। তিস্তাপক্ষ স্টাডি সার্কেল নামে সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার একটি সংস্থা প্রবর্তিত এই পুরস্কার আগে পেয়েছেন কবি ও পরিবেশকর্মী জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল (১৯৮৮), সাংবাদিক তুষার প্রধান (১৯৯৬), উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার (২০০৩) ও কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক বিমল টোপ্পো (২০১৯)।

হীরাচরণ নার্জিনারি।

সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পুরস্কারটি বাংলা-ডুয়ার্সের উচ্চতম পাহাড়চূড়া সিঞ্চুলার নামাঙ্কিত। হীরাচরণ ষষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যিনি পুরস্কারটি পাচ্ছেন। তালেশ্বরগুড়িতে তাঁর বাড়ির অদূরে আলিপুরদুয়ার জেলার বড় পুখুরিয়া গ্রামে সিধো-কানহো কলেজে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হবে। ১৯৮৫-তে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের নাম 'In Search of Identity the Mech।' বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তিনি এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বোড়ো সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ লিখে চলেছেন। অসমের বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই বইটি এবছরই প্রকাশ করবে।

ব্যান্ড বাজিয়ে শেষযাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মৃত্যু মানেই মৌন, নিস্তব্ধতা, নীরবতা। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখা গেল রায়গঞ্জের বড়ুয়া অঞ্চলের বামনগ্রামের ধর্মপুর গ্রামে। যেখানে শোকের মাঝেও রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে গেল বৃদ্ধের শেষযাত্রা।

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনাথবন্ধু রায়ের বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। শনিবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নাতি-নাতদিদের আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ যেন ব্যান্ডপার্টি সহযোগে শ্মশানে যায়। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শেষ ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে রবিবার ব্যান্ডপার্টি সহযোগে হলদিবাড়ি শ্মশানে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। মেয়ে মঞ্জু, ইমামি, পূর্ণিমারা জানান, বাবার ইচ্ছের মান রাখতে এমন ব্যবস্থা। এদিন এমন অভিনব ব্যাপার চাক্ষুষ করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন প্রচুর মানুষ।

কর্মখালি

কোম্পানির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- PF, ESI, মাসে ছুটি আছে। M : - 9635508609, 8653609553.

Rent for Bank

1946 Sq. Ft. space at Nilkamal Plaza, H.C.Rd, Opp : Meghdoot Cinema Hall for Rent Only for Bank, (M) 9475089531/ 7602846829. (C/-119778)

বিক্রয়

Shop For Sale At Siliguri, Only Buyer 9635314408. (K)

হারানো প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No.3574, Regd. Date: 13/08/2002 হারিয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। খগেন্দ্র চন্দ্র পাল। M-9434936819.

সঙ্গীত কলা

বাড়িতে গিয়ে গান ও তবলা উন্নত পদ্ধতিতে শেখানো হয়। (পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে) Contact:-9933353876. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahanur Bibi, W/o-Kuran Sekh, গ্রাম-সাদিপুর, (পো: জে কাগমারি, থানা-মোথাবাড়ি, গ্রাম পঞ্চায়েত বাঙ্গীটোলা, কালিয়াচক মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি:নং 11564, Dt. 20/11/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 09/01/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Nasima Khatun থেকে Nasima Khatun করা হইল। উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115453)

•

আধার কার্ড নং 2723 1426 3561, ভোটার ID কার্ড নং DWP2543528, ব্যাংক পাসবই, PNB, অ্যাকাউন্ট নং 1220010596884. MAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত ভোটার কার্ড নম্বর, পার্ট নং 169, ক্রমিক নং 691 আমার নাম SAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-1-26, J.M.1ST CLASS সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি MAHANACH BIBI এবং SAHANACH BIBI, W/o. AMIRUDDIN MIYA, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম: হরিনচওড়া, পো:ঘুঘুমারি, থানা: কোতোয়ালি, জিলা:কোচবিহার, প.ব.। (C119504)

•

আমি শুভঙ্কর মজুমদার, পিতা: প্রভাত কুমার মজুমদার, ঠিকানা- চাঁচল থানাপাড়া, পোস্ট ও থানা- চাঁচল, জেলা-মালদহ। চাঁচল মহকুমা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং ৭৩, তারিখ-০৩/০১/২০২৬)-এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন, ঠিকানা-কালাকাটা ০৪ নং ব্রিজ (নিকট), পোস্ট অফিস- মোওয়ামারী, জেলা-কোচবিহার; এই ফার্মের সাথে লাইসেন্সধারী ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এসেছি। মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন-এর ফার্মের সাথে শুভঙ্কর মজুমদার-এর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর লাইসেন্স কোনোভাবেই কোনো চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রইল না। (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমি শেখর অজিত কর্মকার ২৬.১২.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি Executive ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট (২৫১৫১) বলে শেখর অজিত কর্মকার এবং শেখর কর্মকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (K)

•

ভুলবসত আমার স্বামীর পাসপোর্টে আমার নাম লেখা হয়েছে BOBITA GHOSH (পাসপোর্ট নং-M9078313) তাই ইং 08/01/2026 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে BABITA GHOSH MISTRI হলাম। BABITA GHOSH MISTRI এবং BOBITA GHOSH একই ব্যক্তি। (S/N)

•

আমি Ranjit Das S/o. Biren Das resident of Nathuachar P.O Barapatia Natunbas P.S Kotwali Dist Jalpaiguri আমার voter Card Number MRK 3135555 এ নাম আছে Ranjit Das কিন্তু PAN Card Number BISPD0934P এ নামের বানান ভুল Rangit Das থাকাতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইএম জলপাইগুড়ি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করে Rangit Das থেকে Ranjit Das করা হয়। Rangit Das ও Ranjit Das একই ব্যক্তি। (C/120044)

•

ভোটার ID Card No.LZL0175497 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভোটার লিস্ট-2002, 4-কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, পার্ট নং 146, ক্রমিক নং 463 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 02-1-26, J.M. (1ST CLASS), 3RD COURT, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি SUPRIYA ROY, SUPRIA (PAL) RAY এবং SOMA ROY, W/o. SRI SWAPAN KUMAR ROY, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। R.R.N.Road, বাজার পোস্ট অফিসের নিকট, কোচবিহার, থানা:কোতোয়ালি, পো: ও জেলা: কোচবিহার। (C/119503)

আজ টিভিতে

হিডেন ফ্লেভার্স অফ ইন্ডিয়া : নর্থ ইস্ট
রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হিরোগিরি, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.১৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৩০ দাদা, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মানিক, দুপুর ১২.৩০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ নাগ পঞ্চমী
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৪.০০ বৌমার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.০০ সংঘর্ষ, ১২.৩০ ন্যায়দণ্ড
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঝিনুকমালা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৩ লিঙ্গা, দুপুর ১.৩৫ পরদেশ, বিকেল ৫.১১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ খুঁখার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ মেহন্দি, দুপুর ১২.৫২ মোহরা, বিকেল ৪.০৭ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.২২ বিগ ব্রাদার
সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.২৪ আন মিলো সজনা, দুপুর ১.৪০ মিস্টার নটওরলাল, বিকেল ৪.৫৪ কমান্ডো, সন্ধে ৭.৪৮ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.২৩ নাজায়েজ
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ ডাকু মহারাজ, দুপুর ১.১৫ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.৫৭ সালার, সন্ধে ৭.৫০ দে কল হিম ওজি, রাত ১০.৪৭ শুটআউট অ্যাট লোখন্ডওয়ালা
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.২২ কহি পেয়ার না হো জায়ে, বিকেল ৩.৫৪ মোহিনী, সন্ধে ৬.৫৫ ওম শান্তি ওম, রাত ১০.০২ সিক্রেট এজেন্ট

এইটিন হুইলস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া
রাত ৯.০০ ডিসকভারি হিন্দি

লভ এক্সপ্রেস রাত ১০.৩০
জলসা মুভিজ

সালার বিকেল ৩.৫৭ **স্টার গোল্ড**

হাওড়া ডিভিসনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের নলহাটি-গুমানি শাখায় ব্রিজ নং ২০২, ২০৬, ২১০, ২১২, ২৩৬, ২৬৪-এর রি-গার্ডারিং কাজ এবং রামপুরহাট ও সাদীনপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৫-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য, ২৫.০১.২০২৬ **তারিখ (রবিবার) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে।** ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হবে : ● **মেমু ট্রেন বাতিল (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩৪৩৪ রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৩০৩২ জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘন্টার জন্য। (২)১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘন্টার জন্য। (৩) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ৩ ঘন্টার জন্য। (৪) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘন্টার ১৫ মিনিটের জন্য। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** ১৩০৩১ হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিটের জন্য। ● **আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন:** (১) ১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে আন্দুল-হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (২) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (৩) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩০৬৩/৬৩০৬৪ বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং ৬৩০০৭ কাটোয়া-রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। ● **এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস খড়্গপুর ডিভিসনে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩৪২৭ হাওড়া-সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়া ও রামপুরহাটের মধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

ফাওলই-এর আওতায় ৪ বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের আরও ৪ বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের সরকারি মাসিক অনুদান ফাওলই-এর আওতায় আনল শ্রম দপ্তর। ওই বাগানগুলি হল দার্জিলিংয়ের পান্ডাম, কলেজভ্যালি, জলপাইগুড়ির চামুর্চি ও আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া। এর ফলে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গের এক শ্রম আধিকারিক বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

পাহাড়ের পান্ডাম চা বাগান গত বছরের ৭ অগাস্ট থেকে বন্ধ। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২৬৮। একইদিনে বন্ধ হয় কলেজভ্যালি। শ্রমিক সংখ্যা ৬৪২। ওই দুই বাগানে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে। শ্রমিকরা বকেয়া টাকা এরিয়ার হিসেবে পাবেন।

জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের চামুর্চি ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। দুই বাগানের শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭৪ ও ৯৬১। চামুর্চি ও দলসিংপাড়ার ক্ষেত্রে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ফাওলই বাবদ মাসে শ্রমিকপিছু দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

রাজ্যের নয়া নিয়ম অনুযায়ী বন্ধ, লকড আউট বা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হলে ১ মাস পর থেকে ওইসব বাগানে ফাওলই চালু করে দেওয়া হয়। এই নীতির আওতায়, চারটি বাগান যেদিন থেকে বন্ধ হয় তারপর এক মাস হিসেব করে সেদিন থেকে শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। তবে বাগান খুলে যাওয়ার পর ফাওলই বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে দলসিংপাড়া চা বাগানটি গত মাসে খুলেছে। এর অর্থ যতদিন বাগানটি বন্ধ ছিল শ্রমিকরা ততদিন ফাওলই পাবেন।

৫ অক্টোবরের প্লাবনবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানকে গত নভেম্বর মাসে ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। বামনডাঙ্গায় ১১৬৪ জন ও সুভাষিণীতে ১২৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন।

RECRUITMENT NOTICE

The District Level Selection Committee, Darjeeling, invites applications to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA Darjeeling. For details please visit **www.wbhealth.gov.in** & **www.darjeeling.gov.in**

Sd /-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling
& Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যাবে। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ পৌষ, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬, ৫ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।২০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩২ বজ্রযোগ রাত্রি ৯।৪৫। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১।৫৬ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩২ গতে দোষ নাই, রাত্রি ২।২০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।২০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।২৯ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৩২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ,দিবা ১২।৩২ গতে সাধভক্ষণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের চার জেলার বৈঠক

দুর্নীতির তাসে জোর বনসলের

বিজেপির বুথ বিজয় অভিযানে দলীয় নেতৃত্ব। রবিবার। -সংবাদচিত্র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুকে সামনে রেখে বুথ স্তর থেকে প্রচারে ঝড় তোলার নির্দেশ দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল। রবিবার উত্তরবঙ্গের চার জেলাকে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে মাল্লাগুড়িতে বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে। একাধিক বিধায়ক, জেলা সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। বিধায়কদের বুথে-শক্তিকেন্দ্রে সময় দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন সুনীল। সেসঙ্গে চার জেলার বিধানসভাগুলোর কনভেনারদের থেকে কাজের অগ্রগতির সমস্যাগুলো শোনা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গের আরও দশ নেতাকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করছে পদ্ম শিবির। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ারের নেতা দশরথ তিরকে, কোচবিহারের সাংগঠনিক জেলা কমিটি সভাপতি অভিজিৎ বর্মনও রয়েছেন। অভিজিতের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল। যদিও ভোটের আগে ফের দেওয়া হবে বলে খবর। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার বিষয়ে এখনই দলীয় নেতৃত্ব মুখ খুলতে চায়নি। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনও খবর নেই। আমি সাধারণ মানুষ। তাই আমার শত্রু রয়েছে বলে জানা নেই।'

বৈঠক প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'এটি একটি রুটিন বৈঠক। কাজকর্ম কেমন চলছে, তা আলোচনা হয়েছে।'

প্রায় আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠক চলে। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল রায়, কোচবিহার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মিঠু দাস। ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। বিধায়কদের মধ্যে শংকর ঘোষ, দুর্গা মুর্মু, আনন্দময় বর্মন, দীপক বর্মন ছিলেন।

দলীয় সূত্রে খবর, কনভেনারদের কাছে সুনীল বনসল কথার মাধ্যমে বিধানসভা এলাকাগুলোর পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরিবর্তন সংকল্প সভা কোন এলাকায় কেমন রয়েছে, সেবিষয়টাও খতিয়ে দেখেন। সোশ্যাল ইস্যুগুলোয় নজর দিতে বলা হয়।

ভোট যে সামনেই, সে বিষয়টাই এদিন দলীয় নেতৃত্বকে বুঝিয়ে দেন সুনীল। পার্টি অফিসে ঢোকার একপাশেই দেওয়ালে ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে করেন দেওয়াল লিখন।

বিপাকে চালকরা

খড়িবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : নয়া নির্দেশে বিপাকে পড়েছেন টোটো চালকরা। খড়িবাড়ি ব্লকের টোটোচালকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রবিবার বাতাসি হাটখোলায় সভা করল দার্জিলিং জেলা সারা বাংলা ই-রিকশাচালক ইউনিয়ন এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)। সম্প্রতি রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট কোম্পানি থেকে কেনা ই-রিকশা এবং টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছে। ই-রিকশা ও টোটোর রেজিস্ট্রেশন ফি পৃথক করা হয়েছে। দ্রুত এই নিয়মের বদলের দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন খড়িবাড়ি ব্লকের টোটোচালকদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে সভায় ছিলেন দার্জিলিং জেলার ই-রিকশাচালক ইউনিয়নের সম্পাদক কৌশিক দত্ত, এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক জয় লোধ প্রমুখ।

নতুন ব্যারাক

চোপড়া, ১৮ জানুয়ারি : চোপড়া থানা এলাকায় বিএসএফের ১৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের নয়াবাড়ি বিওপিতে রবিবার মহিলা কর্মীদের জন্য একটি ব্যারাকের উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি, অম্বিকানগর বিওপিতে আয়োজিত হয় সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির। এদিন স্থানীয় পড়ুয়াদের পড়াশোনা ও তরুণদের বিভিন্ন খেলাধুলোর সামগ্রী দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে ছিলেন বিএসএফের কিশনগঞ্জ সেক্টরের ডিআইজি ইশ আউল, ১৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট রাজেন্দ্র সিং বোহরা প্রমুখ।

সংঘর্ষে জখম ৪

চোপড়া, ১৮ জানুয়ারি : দাসপাড়া পঞ্চায়েতের ভাগগছ এলাকায় রবিবার জমি সংক্রান্ত বিবাদে দু'পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষের মোট চারজন জখম হয়েছেন। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এনামুল হক ও শরিকুল ইসলামের পরিবারের মধ্যে জমির একাংশ নিয়ে আগে থেকে ঝামেলা ছিল। শরিকুল ইসলামের দখলে থাকা ওই জমির পাশে এদিন অপরপক্ষ বেড়া দিতে গেলে ঝামেলার সূত্রপাত। দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাঝপথে লাইনচ্যুত টয়ট্রেন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের পথে রবিবার ঘটনাটি ঘটে। এর জেরে পর্যটকদের দীর্ঘ সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আঞ্চলিক দলগুলির সভায় চর্চায় গোর্খাল্যান্ড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা বাড়ছে। রবিবার কার্সিয়াংয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। সেখানে ফের গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে বিজেপির ওপরে ভরসা করলেও হতাশা ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা মন্তব্য করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ফের বৈঠকে বসা হবে বলে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং জানিয়েছেন। বিজেপি এবং তৃণমূল-ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র বিরুদ্ধে একটি মঞ্চ তৈরি করে প্রার্থী দেওয়ার পথ প্রশস্ত করতেই এই বৈঠক ডাকা হয় বলে খবর।

পাহাড়ে তৃতীয় বিকল্পের প্রার্থী দেওয়ার তোড়জোড় কিছুদিন ধরেই চলছে। এবার পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলিকে একত্রিত করার কাজ শুরু করল মোর্চা। রবিবার মোর্চার কার্সিয়াং মহকুমা সমিতির ডাকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে একটি বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে মোর্চা ছাড়া ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ), সিপিআরএমের মতো রাজনৈতিক দল, একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বুদ্ধিজীবীরা অংশ নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে একটাই দাবি ছিল যে, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। কিন্তু এত বছর পরেও আমরা হতাশা ছাড়া কিছুই পেলাম না।' তিনি দাবি করেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন (বিটিআর) ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তা নিয়েও পরবর্তীতে কেন্দ্র কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।' বিমল বলেছেন, 'আমরা শীঘ্রই আবার দার্জিলিং বা কালিম্পংয়ে বৈঠকে বসব। গোটা পাহাড়েই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সর্বদলীয় বৈঠকগুলি করা হবে।'

- রবিবার মোর্চার ডাকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে বৈঠক
- কার্সিয়াংয়ে বৈঠকে মোর্চা ছাড়া ছিল ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, সিপিআরএম
- বকেয়া পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান কোন পথে সম্ভব, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়

বৈঠকে উপস্থিত সিপিআরএমের মুখপাত্র অরুণ ঘাতানি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ভীষণ হতাশাজনক। কেন্দ্রীয় সরকার বিটিআর ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার কথা বললেও আমরা পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতেই অনড় ছিলাম, আগামীতেও থাকব।' তাঁর বক্তব্য, 'আলোচনা দ্রুত শুরু হওয়া প্রয়োজন। সেখানে কেন্দ্রের তরফে প্রস্তাব আসবে। তার ভিত্তিতেই আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাব। কিন্তু আলোচনা শুরু না করে শুধু ভোটের আগে এসে একটা বৈঠক ডাকা হবে, বা দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হবে, এটা হতে পারে না।'

বকেয়া পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান কোন পথে সম্ভব, তা নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় অংশ নিয়ে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং বলেছেন, 'দলের জন্ম থেকেই বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছি। আমাদের

গ্রামবাসীর বাধায় কাজ বন্ধ ঠিকাদারের

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : একবার জলের পাইপ, একবার গ্যাসের পাইপ বসাতে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির জেরে রাস্তার দফারফা অবস্থা। সেই রাস্তা প্রায় দুই বছর ধরে মেরামত না করে বেহাল অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। রবিবার আবার সেই রাস্তা খুঁড়ে জলের পাইপ বসাতে এলে এলাকার বাসিন্দা এবং পঞ্চায়েত সদস্যার প্রবল বাধার মুখে পড়ে ঠিকাদার সংস্থা। শেষে কাজ বন্ধ করে শ্রমিকদের নিয়ে চলে যেতে হয় ঠিকাদার সংস্থার লোকজনকে।

এদিন সকালে জনাকয়েক শ্রমিক লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকলোনিতে জলের পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করতে আসেন। কিন্তু তাঁদের বাধা দেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সুকান্তপল্লি এবং শ্রীকলোনির মাঝের রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ির পর প্রায় দুই বছর ধরে ফেলে রাখা হয়েছে। রাস্তা মেরামত না করায় হাঁটাচলা করতেও সমস্যা হচ্ছে। যান চলাচলেও চরম ভোগান্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফের রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে ফেলে রাখা হলে মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

ঠিকাদার সংস্থার তরফে কিশোর মল্লিক বলেন, 'হরেকৃষ্ণপল্লিতে জলের পৌঁছে দেওয়ার জন্য শ্রীকলোনি দিয়ে পাইপ বসাতে হবে। এজন্য রাস্তা খোঁড়া দরকার।' এনিয়ে এদিন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ঠিকাদার সংস্থার লোকেদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। শ্রীকলোনির পঞ্চায়েত সদস্যা ঝর্ণা চৌধুরী এলাকার বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'জলের দরকার আছে। কিন্তু রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে ফেলে রাখা চলবে না। এর আগে পাইপ বসাতে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। কিন্তু মেরামত না করায় মানুষ রাস্তায় হাঁটতে পারছেন না। আমি কোনওভাবেই খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেব না।'

> **জলের দরকার আছে। কিন্তু রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে ফেলে রাখা চলবে না। আমি কোনওভাবেই খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেব না।**
>
> **ঝর্ণা চৌধুরী**
> শ্রীকলোনির পঞ্চায়েত সদস্যা

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'ঝর্ণা চৌধুরীর সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি। মানুষ জল পাক, আমিও চাই। কিন্তু রাস্তা মেরামত না করে ফেলে রাখা হবে। মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছাবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকলোনিতে পাইপ বসাতে বাধা।

সঙ্গিনী জোগানোর ভাবনা

বক্সায় বাঘ রাখতে উদ্যোগ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : তিনি আসছেন। কয়েকদিন থাকছেন। ঘুরছেন। খাচ্ছেন। আবার কয়েকদিন পর বিদায় নিচ্ছেন। কোনও আত্মীয় যেমন সময় কাটাতে আসেন, বক্সা টাইগার রিজার্ভে তেমনই আসে বাঘও। জঙ্গলের রাজার বক্সার বাঘবনে স্থায়ী অবস্থান নেই বহু বছর ধরে। বিগত ছয় বছরে পরপর বাঘের দেখা মিললেও কয়েকদিনের অতিথি হয়ে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে নিজের পুরোনো বাসস্থানে। এতে চোখ জুড়োলেও মন ভরছে না বক্সার। বহু চেষ্টার পরও বক্সায় বাঘের স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে না। যার অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে আসছে সঙ্গিনীর অভাব। কোনও বাঘিনী জঙ্গলে না থাকায় বারবার বক্সায় এসেও ফিরে যাচ্ছে মর্দা বাঘরা। এই সমস্যা মেটাতে এবার বক্সায় বাঘিনী ছাড়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বন দপ্তর। ঠিক এমন আবহেই চার বছর পর রবিবার থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ শুমারি শুরু হয়েছে। রবিবার থেকে বক্সার পূর্ব বিভাগে শুমারির কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার পশ্চিম বিভাগে কাজ শুরু করবেন বনকর্মীরা। আগামী ছয়দিন বক্সার বাঘবনে এই কাজ চলবে। বাঘ শুমারির সঙ্গে অন্য প্রাণীদের তথ্যও জোগাড় করার কাজ চলছে।

বক্সার বিভিন্ন জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।

শেষবার ২০২১-'২২ সালে ওই শুমারি হয়েছিল। ২০০ জনের বেশি বনকর্মী বাঘ শুমারিতে অংশ নিচ্ছেন। দেশের যত ব্যাঘ্র-প্রকল্প রয়েছে, সব জায়গাতেই অবশ্য এই শুমারি হচ্ছে।

রবিবার এই বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'বক্সায় বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে। তবে কোনও বাঘিনী না থাকায় বাঘ এলেও চলে যাচ্ছে। যদি কোনও বাঘিনী জঙ্গলে আসে, তাহলে বাঘও থাকবে। কোনও বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়া যায় কি না, তা বন দপ্তরের তরফে দেখা হচ্ছে।'

গত ১৫ জানুয়ারি বক্সার পশ্চিম ডিভিশনে ট্র্যাপ ক্যামেরায় যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া যায়, সেটা প্রাপ্তবয়স্ক মর্দা বাঘের। অন্যদিকে ২০২১ ও ২০২৩ সালেও বক্সায় মর্দা বাঘের অস্তিত্ব ও ছবি পাওয়া যায়। ২৩ বছর পর ২০২১ সাল থেকে তিনবারই মর্দা বাঘের দেখা মিলেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। অসম বা ভুটান থেকে সেগুলো এসেছিল বলেই অনুমান। তবে একবারও বাঘিনীর দেখা মেলেনি। আর এজন্যই আপাতত বক্সায় একটি বাঘিনী কীভাবে আনা যায়, তা দেখা হচ্ছে।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, মর্দা বাঘ অনেক বড় এলাকায় চলাফেরা করে। অন্যদিকে, বাঘিনী নিজেদের ছোট এলাকায় গুটিয়ে রাখে। সেক্ষেত্রে বক্সায় কোনও বাঘিনী ছাড়লে সে সেখানেই থেকে যাবে। ফলে বাঘ এলে বংশবৃদ্ধি হবে। ওই পরিবেশ কবে তৈরি হয়, সেটাই দেখার। অন্যদিকে সম্প্রতি বক্সা বাঘবনে যে বাঘের দেখা মিলেছে, সেটা পশ্চিম ডিভিশন থেকে পূর্ব ডিভিশনে চলে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় সেই বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। এমনকি জয়ন্তী রিভারবেডেও বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা। বাঘিনী না থাকায় ওই 'পরিযায়ী' বাঘ আরও কয়েকদিন অতিথি হয়ে থাকবে বলে অনুমান করছেন বনকর্তারা।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, 'অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন সেন্সাস' নামে ওই শুমারিতে বর্তমানে বক্সায় বিশেষ নজর রয়েছে। কেননা বর্তমানে জঙ্গলে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে। রবিবারও শুমারিতে ওই বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান বনকর্মীরা। জঙ্গলে আরও বাঘ রয়েছে কি না, শুনানির মাধ্যমে তার খোঁজ চলছে। শুমারির জন্য বনকর্মীরা 'এম স্ট্রিপস ইকলজি' নামে বন দপ্তরের বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করছেন। ছয়দিনের শুমারিতে যে তথ্য পাওয়া যাবে, তা সেই অ্যাপে আপলোড করতে বলা হয়েছে। তথ্য দেওয়ার সঙ্গে সেখানে ছবি দেওয়ার জায়গাও রয়েছে।

শিশু কোলে ঘুরছে মহিলার দল, সন্দেহ ইসলামপুরে

ইসলামপুর, ১৮ জানুয়ারি : ভিনরাজ্যের একদল মহিলা ঘুরে বেড়াচ্ছিল এলাকায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাহায্য চাইছিল। তাদের সঙ্গে দুটি শিশুও ছিল।

কোথা থেকে এসেছেন?

স্থানীয়রা প্রশ্ন করতেই ওই মহিলারা উত্তর দিলেন, তাঁরা রাজস্থান থেকে এসেছেন। বর্তমানে তাঁরা বিহারের কিশনগঞ্জে রয়েছেন।

রবিবার ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ওই মহিলারা। কিন্তু কারও কাছে কোনও মোবাইল ফোন ছিল না। শহরের দেশবন্ধুপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক। মহিলাদের সেই দল পৌঁছায় তাঁর ভাড়াবাড়িতেও। সাহায্য চাইতে গেলে ভিনরাজ্যের মহিলার দল দেখে সেই আধিকারিকের কিছুটা সন্দেহ হয়। ততক্ষণে স্থানীয় কয়েকজন এলাকায় জড়ো হয়ে যান। সেসময়ে ওই মহিলারা টোটোয় চেপে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই টোটো থামিয়ে মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ওই পুলিশ আধিকারিক। দুই-একজনের কাছে থাকা আধার কার্ডের ছবি সহ মহিলাদের ছবিও তুলে রাখেন তিনি।

মুন্না ঠাকুর নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'ওই দলে পাঁচজন মহিলা এবং দুটো বাচ্চা ছিল। ওরা সকলেই হিন্দিতে কথা বলছিল। ওদের দেখে আমাদের সন্দেহ হয়।' সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাদের থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, ভিনরাজ্য থেকে আসা মহিলার দল এভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো যথেষ্টই সন্দেহের বিষয়। ইসলামপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই মহিলাদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নামেই নেত্রী

কাগজে-কলমে প্রধান স্ত্রী। স্বামীই সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। কোথায় কোন রাস্তা, নিকাশিনালা তৈরি হবে, কোথায় কোন কাজ হবে সবকিছু তিনিই ঠিক করেন।

প্রধান স্ত্রী, পাওয়ার ব্যাটন স্বামীর হাতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : সাড়া ফেলে দেওয়া 'পঞ্চায়েত' ওয়েব সিরিজের দৃশ্যপট একেবারেই যে কাকতালীয় নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিকতার ছবি খবরের শিরোনামে উঠে আসায় তা প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক একই ধরনের ছবি দেখা যাবে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেই। এখানে খাতায়-কলমে সুনীতা রায় চক্রবর্তী প্রধান হলেও, বাস্তবে সব দায়িত্ব সামলান তাঁর স্বামী রাজা চক্রবর্তী। এলাকায় এই কথাও শোনা যায়, রাজার হাতেই থাকে 'পাওয়ার ব্যাটন'।

'পঞ্চায়েত' ওয়েব সিরিজের চারটি সিজনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারী ক্ষমতায়নকে দমিয়ে রাখার ছবি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে ফুলেরা গ্রামের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জু দেবীর স্বামী ব্রিজভূষণ দুবে ক্ষমতাকে মুষ্টিগত করে রেখেছেন। এমনকি প্রধান না হওয়া সত্ত্বেও ব্রিজভূষণকেই ফুলেরার বাসিন্দারা প্রধান বলে সম্বোধন করেন। এক কথায় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীই যেন এখানে আসল প্রধান। একই ছবি নিত্যদিন দেখছেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, সুনীতা নামেই পঞ্চায়েত প্রধান। সুনীতার স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজা সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। কোথায় কোন রাস্তা, নিকাশিনালা তৈরি হবে, কোথায় কবে কোন কাজ করতে হবে সবকিছু নাকি রাজা ঠিক করেন। অভিযোগ, কোথাও কোনও সমস্যা হলে সেখানে প্রধানের বদলে তাঁর স্বামীকে দেখা যায়। অঞ্চল অফিসেও সুনীতাকে দেখা যায় না। সেখানেও সবকিছুতে রাজাই সর্বেসর্বা। এমন ঘটনায় বিজেপির তরফে কটাক্ষ করা হয়েছে। সুনীতার প্রধান পদকে 'ল্যাম্পপোস্ট' বলে সম্বোধন করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা।

বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল মণ্ডল বলেন, 'প্রধান সুনীতা রায়কে কোথাও পাওয়া যায় না। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের জন্য বাসিন্দাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। প্রধান ঘরে বসে থাকেন, সবকিছু তাঁর স্বামী চালান। কাজের টেন্ডার হলে সেখানে রাজা চক্রবর্তী চলে যান। এমন প্রধান মানুষ ভোট দিয়ে চাননি। এর জন্য নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।'

এলাকার বাসিন্দারা প্রধানের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে যে ক্ষুব্ধ তা স্পষ্ট। অম্বিকানগরের বাসিন্দা মিঠু সরকার বললেন, 'এলাকার বেহাল জলনিকাশি ব্যবস্থার কারণে মাসছয়েক আগে প্রধানকে ফোনের পর ফোন করেছিলাম। কিন্তু তিনি তোলেননি। পরে জানতে পারি, প্রধানের স্বামীকে ফোন করলে কাজ হবে। রাজা চক্রবর্তীকে ফোন করলে তিনি এসেই সমস্যার কথা শোনেন।' একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ভালোবাসা মোড়ের বাসিন্দা তমাল মাইতি। তাঁর কথায়, 'এলাকায় স্ট্যান্ডপোস্টের জন্য পঞ্চায়েত অফিসে একাধিকবার গিয়েও প্রধানকে পাইনি। পরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা বলি।'

সুনীতা রায় চক্রবর্তী।

বিজেপির পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে সুনীতাকে রবিবার একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এলাকার বাসিন্দারা বারে বারে ফোন করেও যে পঞ্চায়েতকে পান না বলে অভিযোগ তুলেছিলেন, তা এদিন আবারও স্পষ্ট হয়েছে। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন সুনীতার স্বামী রাজা। সুনীতা ফোন না তোলায় রাজাকে ফোন করে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাঁর জবাব, 'বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে। তাই স্ত্রী মোবাইল সাইলেন্ট করে রাখেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ফোন ধরেন।' বিজেপির তোলা অভিযোগও মানতে চাননি রাজা। তাঁর যুক্তি, 'বিরোধীদের কাজ অভিযোগ করা। এলাকার প্রধান যাবতীয় উন্নয়নের কাজ করছেন। আমি শুধু দলের দায়িত্বে রয়েছি।'

স্বপ্নার ঘাসফুলে যোগ দেওয়ার জল্পনা

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : অর্জুন সম্মানিত অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে গত কয়েকদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন দূতেরা রবিবার হঠাৎ করেই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার কালিয়াগঞ্জে স্বপ্নার নতুন বাড়িতে হাজির হওয়ায় তা আরও জোরালো হল। রাজ্য নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য এবং তৃণমূল নেতা প্রেমানন্দ দাস সহ ছয়জনের একটি বিশেষ টিম স্বপ্নার সঙ্গে গোপন বৈঠক করে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে স্বপ্নাকে তৃণমূল প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে খবর। ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে বলে স্বপ্না নিজেও জানিয়েছেন। তবে কোন দলের তরফে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

গত ১৬ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকালধামের শিলান্যাস করতে এলে তৃণমূলের এই দূতেরাই সেখানে স্বপ্নাকে নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চের বাইরে স্বপ্নাকে সংবর্ধিত করেন। মমতা স্বপ্নার সঙ্গে আলাদা করে প্রায় পাঁচ মিনিট প্রয়োজনীয় কথাও বলেন। মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেরে কলকাতা ফিরে যেতেই রবিবার তৃণমূলের দূতেরা জলপাইগুড়িতে স্বপ্নার বাড়িতে হাজির হন। তৃণমূলের দূতের টিমে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। কাউকে অবশ্য বৈঠকের ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, তৃণমূল তপশিলি জাতির জন্য জলপাইগুড়ির কোনও এক সংরক্ষিত আসন থেকে স্বপ্নাকে টিকিট দিতে পারে। স্বপ্নাকে জিতিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী করার পরিকল্পনাও দলে রয়েছে।

মুকুল বৈরাগ্য অবশ্য বলেন, 'কোনও দূতের বিষয় নয়! এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। স্বপ্না খোদ মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় পাত্রী। তাই দেখা করতে এসেছিলাম।' প্রেমানন্দ বলেন, 'স্বপ্না আমার ভাগ্নির মতো। অনেক কথাই হয়েছে। বাকিটা সময়মতো জানা যাবে।'

পর্বতারোহীদের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : পর্বতারোহী সংস্থাগুলোকে এক ছাদের নীচে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ার অ্যান্ড ট্রেকার্স কনফেডারেশন। ন্যাফের তরফে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

রবিবার উত্তরবঙ্গ জোনের এই সভায় কলকাতার ১২টি এবং উত্তরবঙ্গের ১৩টি পর্বতারোহী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেবক রোডের একটি হোটেলে পর্বত অভিযানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কনফেডারেশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি কঙ্কণ রায়।

নতুন কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংগঠনের জেলা দপ্তরে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মোট ৩০ জনের নতুন কমিটি গঠন হয়। কমিটির নতুন সভাপতির দায়িত্ব পান রত্নেশ্বর রায়, সম্পাদক হলেন কালীপদ রায়।

চিন্তায় মগ্ন।। *জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বাইক চুরিতে ধৃত ১

চোপড়া, ১৮ জানুয়ারি : মোটরবাইক চুরির অভিযোগে রবিবার চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকা থেকে ১ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল। সম্প্রতি এলাকায় একটি বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে এদিন ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মৃত্যুতে নয়া মোড়

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ জানুয়ারি : বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ বিভাগের এক কোষাধ্যক্ষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নয়া তথ্য উদ্ঘাটন করল পুলিশ। আর্থিক তছরুপের দায় তাঁর একার ঘাড়ে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় ওই কর্মী মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হতে পারেন বলে পুলিশের ধারণা।

গত শুক্রবার প্রহ্লাদ বসাক নামে বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ বিভাগের ওই কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার ব্যাংকের ডিভিশনাল ম্যানেজারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ব্যাংকের ফাঁসিদেওয়া শাখার ঋণ বিভাগের ম্যানেজার প্রতাপ সরকার ও কর্মী দিনহাটার বাসিন্দা সমীর দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ব্যাংকের ডিভিশনাল ম্যানেজারের অভিযোগ, ঋণের কিস্তির প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকার গরমিল হয়েছিল। পুলিশ ধৃতদের জেরা করে জানতে পেরেছে, প্রহ্লাদকে দুর্নীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন সমীর। এরপর তাঁকে একাই ওই টাকা মেটানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যে কারণে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তিনি। গোটা ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে।

নেতা-কর্মীদের শিবিরে থাকার নির্দেশ তৃণমূলের

এসআইআর ধাক্কায় বন্ধ পাঁচালি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিতে (এসআইআর) প্রতিদিনই শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন অনেকে। এই সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে বলে তৃণমূল দাবি করেছে। এই পরিস্থিতিতে দলের অন্য সব কর্মসূচি স্থগিত করে এসআইআর-এর শুনানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল তৃণমূল। রবিবার রাতে দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের তরফে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নেতৃত্বকে এ নিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সকাল থেকে বিকেল যতক্ষণ এসআইআর শিবির চলবে, ততক্ষণই দলের নেতা-নেত্রীদের সেখানে থাকতে হবে। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালও এই নির্দেশের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সোমবার থেকে এসআইআর-এর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে।' এতে উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে প্রচার কর্মসূচিও স্থগিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সামনেই বিধানসভা ভোট। তৃণমূল রাজ্যের মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে প্রতিটি জেলায় উন্নয়নের পাঁচালি এবং উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি নিয়েছে। নেতা-নেত্রীরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সেখানে গত ১৫ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তি দেওয়া রয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছেন আইপ্যাকের ঠিক করে দেওয়া নেতা-নেত্রীরা। আবার এই সময়েই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচিতে বর্তমানে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করা যে সব ভোটারকে নিয়ে কমিশনের সন্দেহ রয়েছে, তাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। প্রথম দিকে শুনানিকেন্দ্রগুলিতে তৃণমূল শিবির করলেও ধীরে ধীরে তা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বরং এই সময়ে প্রত্যেক জেলাতেই দলীয় কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, শুনানির নামে মানুষের হয়রানি নিত্যদিন বাড়ছে। প্রতিদিন রাজ্যজুড়ে প্রচুর মানুষ শুনানির নোটিশ পাচ্ছেন। ফলে তাঁদের হয়রানিও বাড়ছে। তৃণমূলের দাবি, রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দলের উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার বক্তব্য, 'রাজ্যে অনেক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

এরই মধ্যে রবিবার রাতে আইপ্যাকের তরফে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি বা চেয়ারম্যানকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত বিধানসভাভিত্তিক দলীয় কর্মসূচি স্থগিত করে এসআইআর-এর কাজে নজর দিতে হবে। এসআইআর সম্পর্কিত সমস্ত কাজকর্মে দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী এবং শাখা সংগঠনের কর্মকর্তাদেরও সোমবার থেকেই এক সপ্তাহের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

পুকুর সংস্কার পুরসভার

ইসলামপুর, ১৮ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ব্লকপাড়া এলাকায় অবস্থিত একটি পুকুর সংস্কারের কাজ শুরু করছে পুরসভা। পুকুরের চারদিক বাঁধিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এই পুকুরের ঘাটেই প্রতিমা নিরঞ্জন থেকে শুরু করে ছটপুজো হয়। সাধারণ মানুষ বলছেন, পুকুরটি আবর্জনায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এটি সংস্কার করা হলে খুবই ভালো হবে। এই বিষয়ে পুর চেয়ারম্যান বলেন, 'গ্রিন সিটির আওতায় প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুর সংস্কার এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে।'

দুর্ঘটনায় জখম

ইসলামপুর, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার এসআইআর-এর শুনানিতে আসার পথে ইসলামপুর থানার দলঞ্চা এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন কুতুবউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুবস্তি এলাকার বাসিন্দা কুতুবউদ্দিন রবিবার শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। সেজন্য ইসলামপুর শহরের সূর্য সেন মঞ্চে যাচ্ছিলেন তিনি। ইসলামপুর হাসপাতালে কুতুবউদ্দিনের চিকিৎসা চলছে।

পাহাড়ে জুয়া বন্ধ করতে ধর্না চিকিৎসক পড়ুয়ার

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : পাহাড়ে 'তাম্বোলা' এবং 'হাউসি' নামে চলা জুয়ার ফলে ক্ষতি হচ্ছে যুবসমাজের। এমনকি পড়ুয়ারাও এই জুয়ার চক্করে পড়ছে। পুলিশ প্রশাসন এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভকে একাধিকবার বিষয়টি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে জুয়া বন্ধের দাবিতে রবিবার দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় ধর্নায় বসেন দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা তথা সিকিমের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া কুন্দন মুখিয়া।

কুন্দনের কথায়, 'কালিম্পং এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসন, জিটিএ, পাহাড়ের তিন বিধায়ককে জুয়া বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছি। কিন্তু কেউই কথা শোনেননি। এরপর ধর্নায় বসার জন্য শনিবার দার্জিলিং সদর থানায় অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি।' রবিবার সকালে ম্যালের চৌরাস্তায় ধর্নায় বসেন কুন্দন। তবে সন্ধ্যায় তিনি ধর্না তুলে নেন। এরপরেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ফের অনশনে বসার কথা জানিয়েছেন কুন্দন।

এদিকে, ধর্নার কথা জানতে পেরে কুন্দনের সঙ্গে দেখা করতে যান ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড, দলের অপর নেতা তথা দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেল সহ অন্যরা।

অজয়ের অভিযোগ, 'যাঁদের এই জুয়া বন্ধ করতে পদক্ষেপ করা উচিত তাঁরা রীতিমতো কমিশন পেয়ে চুপ করে রয়েছেন। পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন।'

বিষয়টি নিয়ে জিটিএ চিফ অনীত থাপার বক্তব্য, 'আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি পুলিশ দেখে। এটা পুলিশ ভালো বলতে পারবে।' এদিকে, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে জুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কিন্তু কী এই তাম্বোলা এবং হাউসি? স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রথমে নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিজিট লটারি বিক্রি করা হয়। এরপর ডাইস ঘুরিয়ে একটি নির্দিষ্ট নম্বরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলার ধরন এক হলেও এক একটি জায়গায় এক একটি নামে এর প্রচলন রয়েছে। অভিযোগ, গত কয়েক বছরে এই দুটি খেলার হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এখন পাহাড়জুড়ে ফুটবল, ভলিবল সহ অন্য টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। অনেক স্কুল মাঠেও ফুটবল, ভলিবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে। প্রতিটি জায়গাতেই টুর্নামেন্টের সঙ্গেই এই জুয়ার ব্যবস্থা থাকছে। খেলার বিরতিতে মাঝমাঠে এই জুয়ার ডাইস ঘুরিয়ে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিদিন এভাবে এক একটি জায়গায় লক্ষাধিক টাকার কারবার হচ্ছে বলে অভিযোগ।

- প্রথমে নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিজিট লটারি বিক্রি করা হয়
- এরপর ডাইস ঘুরিয়ে একটি নির্দিষ্ট নম্বরকে পুরস্কার দেওয়া হয়
- গত কয়েক বছরে এই দুটি খেলার হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে
- জুয়া বন্ধ করতে জিটিএ, পুলিশ, প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও সুরাহা না হওয়াতেই ধর্না

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীর সঙ্গে অজয়ের দেখা করাকে কটাক্ষ করেছে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা। তিনি বলেছেন, 'আন্দোলনকারীকে আইজিজেএফ মদত দিচ্ছে। এই জুয়া খুব বড় বিষয় নয়। অবৈধ কিছু হলে পুলিশ প্রশাসন দেখবে। কিন্তু একটা ইস্যু করে অযথা অশান্তির চেষ্টা চলছে।'

ছবি তুলতে ভিড় মুখোশের গ্রামে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৮ জানুয়ারি : ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিক অবধি সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধব সরকার, লোকনাথ সরকারদের মতো মুখোশশিল্পীদের গ্রামে। কারণ, এই সময়টায় চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সিরিকুল গ্রামে ভিড় করেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। শুধু কি সর্ষেফুল? উঁহু। দিগন্তবিস্তৃত হলুদে মোড়া সর্ষেখেতের মধ্যে মুখোশশিল্পীদের ছবি তোলাটাই এক্ষেত্রে মূল আকর্ষণ। মুখোশের ছবি তুলতে আগ্রহী ফোটোগ্রাফারদের কাছে তাই এটাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই প্রান্তিক জনপদে ঘুরতে আসার 'সিজন'।

লন্ডনের গ্লাসগো শহর থেকে শুরু করে পৃথিবীর বেশকিছু দেশে বেশ কয়েক বছর আগেই পৌঁছে গিয়েছে কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথানের মুখোশ। রবিবার সেই মুখোশের ছবি তুলতে থাইল্যান্ড সহ কলকাতার একদল আলোকচিত্রী চলে আসেন খাগাইল গ্রামে মুখোশশিল্পী মাধব সরকারের বাড়িতে। ব্যাংকক নিবাসী নাসোনজাই (নিসা) এবং নাপোল লাপোর্ন সিরিকুল গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখলেন কাঠ কেটে কীভাবে তৈরি হয় মুখোশ। এরপর সেটায় রং লাগানো শেষ হলে, একজন তা মুখের ওপরে শক্ত করে বেঁধে পোশাক পরে কীভাবে হয়ে ওঠেন পারফর্মার। দেখে অভিভূত থাইল্যান্ডের আলোকচিত্রী নাসোনজাই (নিসা) বলেই ফেললেন, 'আমার এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।' মানলেন, অন্যান্য দেশে মুখোশের ছবি তুললেও এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। এখানকার মুখোশ একেবারেই ভিন্ন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কুশমণ্ডি এসেছেন আরেক ফোটোগ্রাফার নাপোল লাপোর্ন সিরিকুল। ছবি তুলে খুশি তিনি। আলোকচিত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন অয়ন মণ্ডল। তিনি জানালেন, পরপর দুই বছর এখানে ছবি তুলতে এসেছেন তাঁরা। থাইল্যান্ডের দুই ফোটোগ্রাফার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

মুখোশের ছবি তুলছেন থাইল্যান্ডের আলোকচিত্রী। খাগাইল গ্রামে।

তাঁদের পাশাপাশি খুশি মুখোশশিল্পী মাধব সরকার, লোকনাথ সরকার, গভুয়া সরকার, গজেন সরকার, গণেশ সরকাররা। মাধব ও লোকনাথ দুজনেই মুখোশ তৈরির কারিগর। নিজেরাই দল পরিচালনা করেন। গত দুইদিন ধরে শিল্পীরা আলোকচিত্রীদের পছন্দগত পজিশনে দাঁড়িয়ে কখনও নেচে ছবি তোলার মুহূর্ত তৈরি করে দিয়েছেন। মাধব বলছিলেন, 'জানুয়ারি মাসে মাঠে মাঠে সর্ষে গাছে হলুদ ফুল ভরে থাকে। আলোকচিত্রীদের কাছে এটা প্রিয়।' লোকনাথের কথায়, 'দেশ ও বিদেশের মানুষ মুখোশ কেনা ছাড়াও মুখোশ তৈরি এবং মুখোশ নৃত্যের ছবি তোলার জন্য আসছেন।' শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই সিজনে ৫ থেকে ৭টা দলও যদি ছবি তুলতে আসে তাহলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয় এককেজন শিল্পীর। তবে দেশ-বিদেশের বড় বড় ফোটোগ্রাফাররা এই গ্রামে ছবি তুলতে এলেও এখানে থাকেন না। অনেকেই কালিয়াগঞ্জ কিংবা অন্যত্র হোটেলে থাকেন। কারণ গ্রামে তো প্রায় সবই মাটির বাড়ি। তাই তাঁদের অনুরোধ, সরকার থেকে যদি ইকো ট্যুরিজম প্রকল্পে তাঁদের ঘর বানিয়ে দেয় আর সেকথা সরকারিভাবে প্রচারও করে, তাহলে স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পাবেন তাঁরা।

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : একের পর এক তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এসআইআর নোটিশ। সাংসদ দেব, সামিরুল ইসলাম ও বিধায়ক জাকির হোসেনের পর এবার শুনানির নোটিশ পেলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়েই এই ঘটনাকে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দিলেন দুই সাংসদ। চোপড়ার রোড-শো থেকে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'আমাদের হেনস্তা করতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে নোটিশ ধরিয়েছে। এই বাংলায় সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে বলেই নোটিশ পাঠাচ্ছে। কমিশন ও ভ্যানিশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে নাম বাদের চক্রান্ত করছে বিজেপি।'

বাইরন বিশ্বাস সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার যে বুথের ভোটার সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও তাঁর হাতে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছেন। বাইরনকে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ, 'আমার প্রয়াত বাবা এই জেলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। গোটা রাজ্যে আমাদের পরিচিত রয়েছে। আমার সঙ্গে যদি এই ধরনের আচরণ করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী করা হচ্ছে তা সহজে অনুমেয়।' সম্প্রতি এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের অপর তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনও। মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে দুই বিধায়ককে শুনানিতে ডাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দলের অন্দরে। যদিও বিজেপির দিকে আঙুল তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমরা যদি অবৈধ হই, তবে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শা'ও অবৈধ। যাঁরা ভোট দিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করলেন, তাঁরা যদি অবৈধ হয়, তবে আপনারা বৈধ হন কী করে? হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোকে মানুষ মারা যাচ্ছেন, আর মোদিজি ৮ হাজার কোটি টাকার বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী সুন্দর বিচার, তাই না?'

সাংসদ বাপি হালদার শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন ২৮ জানুয়ারি। সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁকে হয়রানি করার জন্য তলব করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের। তাঁর আবেদন, শুনানির তারিখ ওইদিনের পরিবর্তে এগিয়ে আনা হোক। বাপি বলেন, 'মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষকে এভাবে হেনস্তা করার চক্রান্ত চলছে।' অভিষেক বলেন, 'বাপি হালদার তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। বয়স বড়জোড় ৩২-৩৫। ভাবুন তাঁকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা নাকি অনুপ্রবেশকারী!'

বিকশিত বাংলার 'স্বপ্ন'

বাঙালি অস্মিতা, উন্নয়নের তাস মোদির মুখে

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : শিল্প বনাম কৃষির লড়াইয়ে উত্তপ্ত ছিল যে মাটি, সেই সিঙ্গুর থেকেই রবিবার রাজ্যবাসীর বাংলা ও বাঙালির হৃদস্পন্দন ছুঁতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরের পুণ্যভূমি থেকে রাজ্যবাসীর অস্মিতাকে ছুঁয়ে এক নতুন 'বিকশিত বাংলা'র রোডম্যাপ তুলে ধরলেন তিনি। ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করেই এগোবে আগামীর 'বিকশিত বাংলা'। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন।' তিনি আরও বলেন, 'মালদা থেকে হুগলি—আমি যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি। এই জোয়ারই বাংলার ভাগ্য বদলাবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক শিয়ালদা–বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। মোদি সচেতনভাবেই বাঙালির আধ্যাত্মিক আবেগকে স্পর্শ করে বলেন, 'কাশী আমার সংসদীয় এলাকা ঠিকই, কিন্তু বাংলার সঙ্গে এর নাড়ির টান অতি প্রাচীন। এই ট্রেন সেই আত্মিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' এছাড়া হাওড়া-আনন্দ বিহার এবং সাঁতরাগাছি-তাম্বরম রুটেও দু'টি অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের রেল যাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া আনবে।

হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম-এর শিলান্যাস এদিন ছিল এক মাস্টারস্ট্রোক। প্রায় ৯০০ একর জমির ওপর এই আধুনিক টার্মিনালে থাকছে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল এবং রোড ওভার ব্রিজ। এটি বছরে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণে সক্ষম হবে। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এবং দু'টি বিশাল জেটি সমৃদ্ধ এই প্রকল্পের ফলে কলকাতা শহরের যানজট কমবে। কেবল লজিস্টিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবহণ ক্ষেত্রে স্থানীয় হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী এক বড় স্বপ্ন দেখালেন বাংলার মৎস্যজীবী ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

বাঙালির মাছ-প্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। বলেন, 'ভারত বর্তমানে সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিতে দ্রুত এগোচ্ছে। আমার লক্ষ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলাই দেশকে নেতৃত্ব দিক।' পাশাপাশি, হুগলি নদীতে পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই জাহাজটি শূন্য-নিঃসরণ মোডে চলতে সক্ষম। এটি হুগলি নদী বরাবর ইকো-ট্যুরিজম এবং নিত্যযাত্রীদের পারাপারে বিপ্লব ঘটাবে। পরিবেশ রক্ষায় এবং পর্যটনে জোয়ার আনতে এদিন তিনি গঙ্গার বুকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই শূন্য-নিঃসরণ জাহাজটি হুগলি নদীর দু'পাড়ে ইকো-ট্যুরিজম ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি স্বপ্নপূরণ করে এদিন জয়রামবাটি – বরগোপীনাথপুর–ময়নাপুর নতুন রেললাইনের উদ্বোধন করেন মোদি। এর ফলে মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে রেল যোগাযোগ সহজতর হল। ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও ফ্ল্যাগ-অফ করেন তিনি। মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ তীর্থযাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিঙ্গুরকে মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়ে মোদি এদিন কেবল সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেননি, বরং উন্নয়নের মোড়কে বাঙালির অস্মিতাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কৃষ্টি, মাছ এবং মাটি—এই তিন আবেগকে হাতিয়ার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'সোনার বাংলা'র আর্থিক পুনর্জাগরণই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য।

■ রবিবার তিনটি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন, উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-বারাণসী

■ বাঙালির মাছপ্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন মোদি

■ হুগলি নদীতে ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারানের উদ্বোধন করেন এদিন

> বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন। মালদা থেকে হুগলি- যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

ইট'স কুল... রবিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শঙ্কা

এসআইআর-এ মানসিক ক্ষত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ফুলবাগানের একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের বাইরে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুনানির জন্য লম্বা লাইন। শুনানি শেষে বেরিয়ে আসা কাকলি সাহার কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'সব তো জমা দিয়ে এলাম, এখন জানি না কপালে কী আছে।' গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি কোণ থেকে আসছে হাহাকারের খবর। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত এসআইআর সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১০০ জনের। এসআইআরের ফলে সমাজের নানা স্তরে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। এর প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করছেন মনোবিদরা।

এসআইআর শুরুর পর থেকেই অদ্ভুত এক উদ্বেগ প্রভাব ফেলেছে বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজির পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। নভেম্বরের আগে যেখানে নিউরো সাইকোলজি বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫০-১৭০ জন, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫-২৫০-এ। অন্যদিকে নিউরো মেডিসিন বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৩০০ থেকে লাফিয়ে পৌঁছেছে ৫০০-র ঘরে। চিকিৎসকদের মতে, এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ হল এসআইআর কেন্দ্রিক মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা। মনোবিদদের মতে, এর ফলে এক চিরস্থায়ী আশঙ্কা থেকে যেতে পারে মানুষের মধ্যে। ফলে ছোটখাটো কোনও ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ, উত্তেজনা এমনকি তার মুখোমুখি হতেও ভয় পেতে পারেন মানুষ।

মনোবিদ অর্ণব দত্তের মতে, 'বহু মানুষ এসআইআরের সঙ্গে নাগরিকত্বের বিষয়টি জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে এর থেকে ভবিষ্যতে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে কখনও যদি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, মানুষ ভয় পাবে।' চিকিৎসক চন্দনা বক্সী জানালেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর যত জন মানুষ আমার কাছে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্ট্রেসের কারণ হিসেবে এসআইআরের কথা উল্লেখ করেছেন।'

সিদ্ধান্তহীনতা, অতিরিক্ত সাবধানতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে ব্যক্তি বিশেষে। এমনটাই মনে করছেন মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় মানুষের মধ্যে পকেট ট্রমা তৈরি হচ্ছে। বৃহত্তরভাবে এর সামাজিক প্রভাব না পড়লেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন।' মনোবিদ রঞ্জন ঘোষের মতে, 'এর প্রভাব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। মানুষ ছোটখাটো বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কারোর যদি বাইপোলার বা অ্যাডিকশন থাকে তাহলে তা এই চাপের ফলে বেড়ে যেতে পারে। যে কোনও বিষয়ে সন্দেহ বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হতে পারে ব্যক্তি বিশেষে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এসআইআর শুনানির এই প্রক্রিয়া মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি করছে, তা সারিয়ে তোলা সময়ের পক্ষেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ এখন নিজের মনের সঙ্গেই লড়তে বাধ্য হচ্ছে।

> মানুষ হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ায় স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। যার শারীরিক প্রভাবও রয়েছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চললে মানুষের মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়।
>
> -চন্দনা বক্সী

বৈষম্য রোধে কড়া পদক্ষেপ ইউজিসি'র

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব বিতর্ক এবং প্রায় ১০ বছর আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কম ওঠেনি। এর আঁচ পড়েছে রাজ্যেও। এই অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র নতুন বিধি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সম্প্রতি ইউজিসি 'প্রোমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন' বিধি জারি করে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পরিচয় সহ একাধিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামনের সারির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

নতুন বিধি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'ইকুয়াল অপারচুনিটি সেন্টার' গঠন করতে হবে, যার চেয়ারম্যান হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা হবে 'ইকুইটি কমিটিও'। ওই কমিটিতে সদস্যরা দু'বছর পর্যন্ত বহাল থাকবেন। কোনও পড়ুয়া বা কর্মীর অভিযোগ পেলে কমিটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে রিপোর্ট। তার ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে 'ওম্বুডসম্যান'-এ আবেদন করা যাবে। ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু থাকবে হেল্পলাইন নম্বরও। ফোন মারফত কেউ অভিযোগ জানালে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সম্পূর্ণ নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে ইউজিসি। গাফিলতি দেখতে পেলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। ইউজিসি-র বৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বাদও যেতে পারে। এই নিয়ম কার্যকর হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জাতিগত বিভেদ সহজেই রোধ করা যাবে বলে মনে করছে উপাচার্যমহল।

শুনানির আগে 'আত্মঘাতী'

আসানসোল, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআরের শুনানিতে যাওয়ার আগেই আত্মঘাতী হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর ব্লকের এক বৃদ্ধ। জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ নারায়ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর ছোট মেয়ে সঞ্চয়িতা দাস সেনগুপ্তর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। ফলে তাঁরা শুনানিতে ডাক পান। তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নথি না থাকায় প্রবল মানসিক চাপে বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এর জন্য দায়ী বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরেই তিনি যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিএলও তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ও ছোট মেয়ের ভবিষ্যতের আশঙ্কা করেই উদ্বেগে ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের করা হয়নি। সালানপুর ব্লক প্রশাসন সমগ্র ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে।

সিপিএমের প্রচারে ফের সিঙ্গুরে কর্মসংস্থান

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : প্রায় দেড় দশক হতে চলল, ক্ষমতায় নেই বামেরা। ২০০৬ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিঙ্গুর আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের পতনের এক অন্যতম কারণ। ওই সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষিজমি রক্ষা, চাষির অধিকার, জমি ফেরত চাই—এই স্লোগানগুলিতেই বাম সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই দশক পর সেই সিঙ্গুরই চাইছে শিল্প ও কর্মসংস্থান। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন করে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচারে নামতে চাইছে বামেরা।

ভোটমুখী বাংলায় রবিবার টাটার মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে শিল্প নিয়ে আলাদা এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন সিঙ্গুরের জমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পায়নের কোনও কথা শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এই প্রেক্ষিতে ওই সময় বিজেপি ও তৃণমূল তথা তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতাতের কথা তুলে ধরে প্রচারে নেমে পড়েছে সিপিএম। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রাজনাথ সিংয়ের ছবিকে পোস্টার বানিয়ে প্রচার শুরু করেছে বামেরা। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা না হওয়া নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতকেই দায়ী করেছে তারা।

শুধু সমাজমাধ্যম নয়, সিঙ্গুরের জনগণের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থানের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার পরিকল্পনা করছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। বাম নেতাদের মতে, সময়ের সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে, শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাদের দাবিই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিল, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।' সম্প্রতি পুরোনো পন্থাতেই বুথে বুথে বৈঠক করছে সিপিএম। সিঙ্গুর ইস্যুকে অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় জনগণের কাছে প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হবে বলেই জানিয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

> গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিলেন, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।
>
> -মহম্মদ সেলিম

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪১ সংখ্যা, সোমবার, ৫ মাঘ ১৪৩২

কাঁটাবিদ্ধ ন্যাটো

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকিকে কেন্দ্র করে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) মধ্যে ব্যাপক অশান্তি শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের স্বৈরাচারী মনোভাব মেনে নিতে নারাজ ন্যাটোর অন্য শরিকরা। গ্রিনল্যান্ড এব্যাপারে নিজেদের কঠোর মনোভাব ইতিমধ্যে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। সামরিক তৎপরতাও শুরু করেছে দেশটি। গ্রিনল্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়েছে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম সহ ইউরোপের নানা দেশ। ইউরোপীয় সেনারা ইতিমধ্যে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

সম্প্রতি মার্কিন ডেল্টা ফোর্স রাতের অন্ধকারে তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলায় হানা দিয়ে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাসের প্রাসাদ থেকে অপহরণ করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। মাদক-সন্ত্রাসের অভিযোগে ইতিমধ্যে তাঁদের বিচারও শুরু হয়েছে মার্কিন আদালতে। এমনিতে ইজরায়েলকে সঙ্গী করে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা বহুদিন ধরে খবরদারি চালিয়ে আসছে।

এখন আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর পড়েছে খনিজসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডে। কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিনল্যান্ড শাসন করছে ডেনমার্ক। ১৯৭৯ সাল থেকে স্বশাসিত হলেও গ্রিনল্যান্ডের মানুষ ডেনমার্কের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর আমেরিকার নজর পড়ায় এখন শুধু ন্যাটো নয়, ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে সারা বিশ্ব।

রোজ যিনি দেশে দেশে যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন, নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন, সেই ট্রাম্পের একের পর এক দেশে দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবাদে এই মুহূর্তে গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ন্যাটো ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে।

কয়েকদিন আগে হোয়াইট হাউসে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের দুই বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। দুই বিদেশমন্ত্রী হাজার চেষ্টা করেও রুবিও এবং ভ্যান্সকে গ্রিনল্যান্ড দখলের মার্কিন পরিকল্পনা থেকে টলাতে পারেননি। বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে বৈঠকের কিছুক্ষণ আগে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস ফ্রেডেরিক নিলসেন কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে পাশে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যদি আমেরিকা এবং ডেনমার্কের মধ্যে কোনও একটি দেশকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি সবসময় ডেনমার্ককে বেছে নেব।'

এত সবের পরেও ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের প্রশ্নে অনড় আছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার দরকার। তাঁর এই একগুঁয়েমি মনোভাবে অবশ্য ট্রাম্পকে ন্যাটো সামরিক জোটে একঘরে করে দিয়েছে। ন্যাটোর জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। ১২টি দেশ মিলে গঠন করেছিল ন্যাটো।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন ন্যাটো ছিল সোভিয়েত রিপাবলিকের নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ। সোভিয়েতের পতনের পর ন্যাটো পূর্ব ইউরোপের বহু দেশকে জোটের সদস্য করে নেয়। প্রধানত রুশ আগ্রাসন থেকে রক্ষা এবং ইউরোপ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক জোটের প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা। সেই চাহিদা মিটিয়েছে ন্যাটো।

আজ গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করতে নেমে পড়েছে ইউরোপের বহু রাষ্ট্র। ট্রাম্পের যুক্তি, রাশিয়া এবং চিন অনেক আগে থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে রুশ ও চিনা কবজায় গ্রিনল্যান্ডের চলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো ও বেজিং।

আমেরিকা নতুন করে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহী। কিন্তু ট্রাম্পের ভূমিকায় সকলে হতাশ। কয়েক মাস আগে ন্যাটোর বিরাট আর্থিক দায়ভারের সিংহভাগ বহনে অক্ষমতা জানিয়ে ট্রাম্প সামরিক জোট ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আজ সেই জোটে নিজেই কোণঠাসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

'গডফাদার' ট্রাম্প ও মার্কিন গণতন্ত্রের ফানুস

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রমাণ করেছেন, আমাদের 'হইহট্টগোলের' সংসদীয় ব্যবস্থাই আসলে স্বৈরতন্ত্রের সেরা প্রতিষেধক।

নীহারিকা সরকার

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই কানে আসে, 'ধুর মশাই! এই খিচুড়ি মার্কা সিস্টেমে দেশ চলে? তার চেয়ে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্টশিপ দিয়ে দিন। একজন নেতা, এক সিদ্ধান্ত, ব্যাস! কেল্লা ফতে।'

আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে এই 'সংসদীয় গণতন্ত্র' বড্ড নড়বড়ে। পদে পদে বাধা, শরিকি কোন্দল, আর রোজকার 'কিচকিচ'। তার চেয়ে আমেরিকার মডেল কত চকচকে! একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট, যিনি সাংসদদের ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়াই দেশ চালাবেন। অনেকটা সেই 'নায়ক' সিনেমার অনিল কাপুরের মতো- একদিনে সব সাফ! কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখার জন্য আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না, শুধু বর্তমান হোয়াইট হাউসের দিকে তাকালেই হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নামক 'ঝড়'- যিনি এখন দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার গদিতে- চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমেরিকার সেই বিখ্যাত 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস' বা 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য'-র তত্ত্ব আসলে কতটা ঠুনকো।

-এআই

গণতন্ত্র নাকি জমিদারি?

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা রাজতন্ত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন। তাই তাঁরা খুব কায়দা করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিলেন- প্রেসিডেন্ট দেশ চালাবেন, কংগ্রেস (আইনসভা) টাকার থলি সামলাবে, আর সুপ্রিম কোর্ট আম্পায়ারের মতো হুইসল বাজাবে। খাতায়-কলমে দারুণ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা ততদিনই কাজ করে, যতদিন গদিতে বসা মানুষটা 'ভদ্রলোক' থাকেন এবং অলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প? তিনি সেইসব নিয়মকে 'ডায়েট কোকের' খালি ক্যানের মতো দুমড়ে-মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার সংবিধান আসলে ভদ্রলোকদের জন্য লেখা, কোনও 'পাড়ার মস্তান'-এর জন্য নয়। ট্রাম্প অনেকটা বিয়েবাড়ির সেই বদমেজাজি জ্যাঠামশাইয়ের মতো- যিনি ক্রিস্টালের গ্লাস ভেঙে, ওয়েটারকে ধমক দিয়ে, শেষে সবাইকে শিষ্টাচারের জ্ঞান দেন।

'রাজা' ট্রাম্পের দরবার

ট্রাম্পের প্রথম জমানা যদি হয় ট্রেলার, তবে এই 'রাউন্ড-২' হল হরর মুভি। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা? তিনি নিজের পছন্দের লোক দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এখন আর নিরপেক্ষ আম্পায়ার নয়, বরং ট্রাম্পের 'ইয়েস ম্যান'-দের আখড়া। বিচারকরা ট্রাম্পের তৈরি করা পোশাক পরেই বিচারাসনে বসছেন বলে মনে হয়। ফেডেরাল এজেন্সিগুলো, যা কি না আমেরিকার মেরুদণ্ড, সেখানে এখন যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্যের দাম বেশি।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, ট্রাম্পের 'ইউনিটারি এগজিকিউটিভ থিওরি'। সোজা বাংলায়- প্রেসিডেন্ট যা করবেন, সেটাই আইন। তিনি চাইলে বিচার বিভাগকে নিজের ব্যক্তিগত উকিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আর এফবিআই-কে লেলিয়ে দিতে পারেন বিরোধীদের পেছনে। নিজের অপছন্দের শহরগুলোতে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া, সংবাদমাধ্যমকে 'ফেক নিউজ' বলে দেগে দেওয়া, এমনকি নির্বাচনের তারিখ নিয়ে ছেলেখেলা করা- এসব এখন ওভাল অফিসের রুটিন।

কূটনীতির নামে 'দাদাগিরি'

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকা এককালে যে দাপট দেখাত, ট্রাম্প সেটাকে স্রেফ মাফিয়া-সুলভ দাদাগিরিতে নামিয়ে এনেছেন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হোক বা ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা- আমেরিকার বহু বছরের পরিশ্রমকে তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর মধ্যে তেলের খনি বাঁটোয়ারা করার যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, তা কোনও সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে মানায় না। একে 'বানর-বাঁটোয়ারা' ছাড়া আর কী বলা যায়? রাষ্ট্রসংঘ? ওসব তো ট্রাম্পের কাছে নিছক আড্ডাখানা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা ইউরোপের নেতারা যে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে দু'বার ভাবেন, তার কারণ আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ কী পোস্ট করবেন, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্বের অর্থনীতি। আজ যিনি বন্ধু, কাল তিনি শত্রু। এই খামখেয়ালিপনা কোনও সুপারপাওয়ারের নেতার শোভা পায় না। ডেনমার্কের মতো বন্ধু দেশকে গ্রিনল্যান্ড দিয়ে দেওয়ার জন্য ধমকানো- এ তো রিয়েল এস্টেটের দালালি, কূটনীতি নয়!

আমরা প্রায়ই বলি, 'আমাদের দেশেই যত চোর-ডাকাত।' কিন্তু ট্রাম্প যা করছেন, তা 'তৃতীয় বিশ্বের' দুর্নীতিবাজ নেতাদেরও লজ্জায় ফেলে দেবে। নিজের হোটেল-রিসর্টে সরকারি মিটিং করা, পরিবারের সদস্যদের ব্যবসার সুবিধা করে দেওয়া, এমনকি হোয়াইট হাউসে বসে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবসা প্রোমোট করা- এসব এখন ওপেন সিক্রেট। মজার ব্যাপার হল, আমেরিকার তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব দেখেও কুলুপ এঁটে বসে আছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার গদিতে বসে আমেরিকার 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'কে যেন পরীক্ষার খাতার মতো কাটাকুটি করছেন। প্রেসিডেন্টের হাতে এত ক্ষমতা থাকলে, বিচার ব্যবস্থা থেকে কূটনীতি- সবই 'মুড'-এর ওপর চলে, সেটাই এখন ওভাল অফিসের রুটিন। তুলনায় ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ঝগড়াঝাঁটি আর হট্টগোল থাকলেও, অন্তত সবাই মিলে লাগাম টেনে ধরতে পারে। ট্রাম্প বোঝালেন- গণতন্ত্রে ভদ্রলোকের শিষ্টাচার না থাকলে, সিস্টেমও বড্ড অসহায়।

ভারতের 'বিশৃঙ্খল' গণতন্ত্রই শ্রেয়

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি সত্যিই আমেরিকার এই মডেল চাই? এখানেই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার সৌন্দর্য। আমাদের সংসদে হট্টগোল হয়, মাইক ভাঙা হয়, কিন্তু দিনশেষে প্রধানমন্ত্রীকে সাংসদদের জবাব দিতে হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় থাকে। আমাদের ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারেন না; শরিক দল, বিরোধী পক্ষ এবং সর্বোপরি সংসদ তাঁকে টেনে ধরে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট একবার নির্বাচিত হলে চার বছরের জন্য তিনি কার্যত অজেয়। ইমপিচমেন্ট? ওটা তো এখন রাজনৈতিক প্রহসন। কিন্তু ভারতে সরকার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে বলেই, স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ কম।

ট্রাম্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গণতন্ত্র কোনও অটোপাইলট মোডে চলা বিমান নয়। একে চালাতে গেলে চালকের সততা লাগে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি অন্তত গণতন্ত্রের বেসিক কোডগুলো মানবেন। ট্রাম্প সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন।

তাই পরের বার যখন কেউ বলবেন, 'ভারতের একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম দরকার', তখন তাঁকে ট্রাম্পের ছবিটা দেখিয়ে দেবেন। 'নড়বড়ে' বাসের মতো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে হয়তো ঝাঁকুনি বেশি, কিন্তু অন্তত এটা নিশ্চিত করে যে, ড্রাইভার চাইলেই বাসটাকে খাদে ফেলে দিতে পারবেন না- যাত্রীরা (সংসদ) তাঁকে থামাবেনই।

গণতন্ত্রের আইটেম নম্বরে একজন উন্মাদ সোলো পারফর্মারের চেয়ে, আমাদের এই 'হইহট্টগোলের' দলবদ্ধ নাচই অনেক বেশি নিরাপদ।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৭৮

নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছিল। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহিদরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিএনপি আবার সরকার গড়লে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রকে তাঁদের জন্য আলাদা বিভাগ হবে। এই পরিবারগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

- তারেক রহমান

ভাইরাল/১

বিহারের সীতামঢ়ীর এক তরুণ সাইকেলে যাচ্ছিলেন। মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা মারে। মারা যান ওই তরুণ। কোনও সাহায্য না করে উলটে যাওয়া ভ্যান থেকে একদল মানুষ মাছ লুট করতে ব্যস্ত। নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

থাইল্যান্ডের লার্ন দ্বীপের একটি পাহাড় থেকে প্যারাগ্লাইডিং করছিলেন এক মার্কিন পর্যটক। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের খুঁটির ওপর আছড়ে পড়েন। সেখানেই উলটো ঝুলতে থাকেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন জনমত

টিউশনে জমজমাট বাণিজ্য

শিক্ষা আজ অনেকাংশে বাণিজ্যে পরিণত। নির্ধারিত ভর্তি ফি দিতে না পারলে ষষ্ঠ শ্রেণির শিশুটিকেও ভর্তি নেওয়া হয় না। আবার যে তরুণ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁকেও প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোটা অঙ্কের ফি দিতে হয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানুষ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল, সেখানে এখন বাণিজ্য বেশ জমে উঠেছে।

প্রাইভেট টিউশনির বাজার এতটা জমজমাট হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। বেকারত্ব নিদারুণভাবে বেড়ে চলেছে। টিউশনিটাই আপাতত কাজের সেরা উপায়। প্রতিযোগিতার বাজারে কখন যে বিষয়টি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে তা কেউ খেয়াল করেননি। অনেক শিক্ষক এখন পড়ানোর চেয়ে ছাত্রদের পরীক্ষায় নম্বর পাইয়ে দেওয়ার কৌশল শেখাতেই বেশি ব্যস্ত!

অন্যদিকে, স্কুলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকের সামনে দিয়েই মেধাবী ছাত্রটি টিউশনিতে ছুটছে- এটি একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতি। তবে এই লজ্জা শুধু আদর্শ শিক্ষকেরই, যে মা উচ্চশিক্ষিত হয়েও নিজের চার-পাঁচ বছরের শিশুটিকে অ-আ, এ-বি শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন তাঁর চোখে লজ্জার বদলে গর্ব দেখা যায়। এভাবেই অনেক ক্ষেত্রে অকারণে টিউশনির বাজার বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। টিউশন সেন্টারের 'রেডিমেড নোট' আজ পড়ুয়াদের বেশি পছন্দ। যখন একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার আনন্দ ভুলে শুধু নম্বর তোলার যান্ত্রিক কৌশলে অভ্যস্ত হয়, তখন বুঝতে হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়েছে। বাজারদরের ফর্দ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে তাকে জ্ঞান অর্জনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিরিয়ে আনাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অসুরের অন্তিম প্রস্থান ও আমাদের বিবেক

দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতার কাছে পরাজিত এক শিল্পীর মৃত্যুতে আমাদের মেকি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ ভেঙেচুরে একাকার।

সাধন দাস

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরের সঙ্গে পর্দায় যাঁর সুঠাম দেহ আর ভয়াবহ হাসি অশুভের আস্ফালন তৈরি করত, তিনি অমল চৌধুরী- বাঙালির চিরচেনা 'জ্যান্ত অসুর'। প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে তাঁর বিনাশ দেখে আমরা শুভ শক্তির জয় উদযাপন করেছি। কিন্তু গত ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে যখন অশোকনগরের এক জীর্ণ ঘরে এই প্রবীণ শিল্পীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হল, তখন সেই মৃত্যু কেবল এক শিল্পীর প্রস্থান রইল না; তা হয়ে উঠল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এক নির্দয় ময়নাতদন্ত। সেই নিরাভরণ নিথর দেহটি যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল- আসলে শিল্পী নন, উলঙ্গ হয়ে পড়েছে আমাদের মেকি সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ।

অমলবাবুর অভিনয় ছিল অনন্য। তাঁর চোখের চাহনি আর শরীরী ভাষা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের মনে যেমন ভয়ের উদ্রেক করেছে, তেমনই বড়দের দিয়েছে অভিনয়ের চূড়ান্ত আস্বাদ। অথচ যে মানুষটি পর্দার অসুর হিসেবে ঘরোয়া আড্ডার বিষয় ছিলেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ভয়াবহ রকম নিঃসঙ্গ। একে একে মা, বাবা, ভাই, দিদি- সব স্বজন হারিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। আমাদের চারপাশের আলোকোজ্জ্বল ভিড়ের মাঝেও যে কত অন্ধকার গহ্বর লুকিয়ে থাকে, তাঁর শেষজীবন তার বড় প্রমাণ।

দারিদ্র্য তাঁর কাছে কোনও বিমূর্ত ধারণা ছিল না, ছিল প্রতিদিনের কর্কশ বাস্তবতা। যে মানুষটি অভিনয়ের তাগিদে একসময় সুঠাম, পেশিবহুল শরীর গড়েছিলেন, পেটের দায়ে তাঁকে বাজারের ফেলে দেওয়া সবজি কুড়িয়ে দিন গুজরান করতে হয়েছে। তবু তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি। শিল্পীর সম্মান বাঁচাতে ভগ্ন শরীর নিয়ে কখনও দেওয়াল লিখন করেছেন, কখনও গ্যারাজে গাড়ির গায়ে তুলি চালিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁর অভিনয় ছাড়া বাঙালির মহালয়া পূর্ণতা পায় না, তাঁর কাছে ছিল না কোনও 'আর্টিস্ট কার্ড'। এই একটি নথির অভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ন্যূনতম সরকারি সহায়তা বা মাসিক ভাতা থেকে। শিল্পের প্রতি এই চরম নিষ্ঠার কি এটাই ছিল প্রাপ্য পুরস্কার?

অমল চৌধুরী

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যে 'মহানায়ক' বা 'মহানায়িকা' সম্মানের ছড়াছড়ি, যখন উৎসবের মরশুমে কোটি কোটি টাকা অনুদান আর প্রচারের আলোয় চারপাশ ঝলমল করে, তখন অমল চৌধুরীর মতো একজন আইকনিক মুখ কঙ্কালসার দেহে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। উৎসব শেষ হলে যেমন প্রতিমা বিসর্জন হয়, আমাদের স্মৃতি থেকেও তেমনই বিসর্জিত হন এই প্রবীণ শিল্পীরা।

অশোকনগরের সেই বন্ধ ঘরে শিল্পীর 'উলঙ্গ' দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি আসলে আমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। অশুভ বিনাশের নামই যদি মহালয়া হয়, তবে দারিদ্র্য আর অবহেলার এই যে অসুর আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার বিনাশ কবে হবে? অমল চৌধুরীর মৃত্যু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার দলিল। এই লজ্জাজনক মৃত্যুর পর কি সত্যিই আমাদের লজ্জা হবে না? নাকি আবারও নতুন কোনও অসুর খুঁজে নিয়ে পুরোনোকে ভুলে যাওয়াই হবে আমাদের দস্তুর? প্রশ্নটি তোলা থাকল আমাদের বিবেকের কাছেই।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৮

পাশাপাশি : ১। দৈহিক, শারীরিক ৪। চাল ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ, আলখাল্লা জাতীয় জামাবিশেষ ৭। নৈপুণ্য, অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধনা ৮। দুর্গের চারপাশের খাত ৯। শঠ, ধূর্ত ১১। মুক্ত, অকৃপণ ১৩। আফিং থেকে তৈরি মাদকবিশেষ ১৪। শেষ, খতম ১৫। লিখিত প্রমাণপত্র, অধিকার প্রমাণের পত্র।

উপর-নীচ : ১। ছন্দোবন্ধ ব্যাখ্যা, অল্পাক্ষর ব্যাখ্যার দ্বারা বহু অর্থের বোধক কবিতা ২। মুণ্ডচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ৩। বাল গোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ ৬। অমঙ্গল, উৎপাত ৯। বাড়ির পেছনের দিক, ছাঁচতলা ১০। অত্যন্ত কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতিবিশিষ্ট ১১। সমবেদনা, দয়া ১২। ছোট বা অগভীর বন।

সমাধান ■ ৪৩৪৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। বাটিকা ৫। চিনাবাদাম ৭। শবর ৯। কলকা ১১। মানমন্দির ১৪। বজ্জর ১৫। নিত্যকার।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। মরীচি ৩। বাহবা ৪। কাঠিম ৬। দামাল ৮। বয়ান ১০। কালান্তর ১১। মাধব ১২। মন্দির ১৩। রয়ানি।

বিন্দুবিসর্গ

বাণিজ্য চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত ইইউ-এর

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, প্রতিবাদের ঝড়

নুক ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়', এই বজ্রনির্ঘোষে এখন কাঁপছে সুমেরু বৃত্তের বরফে ঢাকা দ্বীপটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ। কনকনে ঠান্ডা আর তুষারপাত উপেক্ষা করেই এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সুমেরুর এই স্বশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের দাবিকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ফ্লোরিডা থেকে ধেয়ে আসে ট্রাম্পের নতুন অর্থনৈতিক আক্রমণ। তিনি ঘোষণা করেছেন, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে। ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্কের হার জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে। এই ঘোষণার পরই বিশ্ব রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

- ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ
- ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল

খনিজ সম্পদে ঠাসা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটিকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, রাশিয়া ও চিনের হাত থেকে সুমেরু অঞ্চলকে রক্ষা করতে আমেরিকার এই মালিকানা প্রয়োজন। তবে নুকের মার্কিন কনসুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমরা ডেনমার্কের অংশ হিসেবেই থাকতে চাই। গ্রিনল্যান্ড কোনও পণ্য নয় যে কেউ চাইলে কিনে নেবে।'

এদিনের মিছিলে ৯ বছরের শিশু থেকে ৪৭ বছরের প্রৌঢ়া মারি পেডারসেনকেও দেখা গিয়েছে। মারি বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের এখানে এনেছি এটা শেখাতে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আমাদের অধিকার।'

এদিকে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার ট্রাম্পের প্রস্তাবকে রক্ষা করে বলেন, 'ডেনমার্ক একটি ছোট দেশ, তাদের পক্ষে গ্রিনল্যান্ড রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও দাবি করেন যে, মার্কিন করদাতারা ইউরোপের প্রতিরক্ষায় যে ভরতুকি দিচ্ছে, তা একটি 'খারাপ চুক্তি'। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক ঐক্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা কোনও আপস করবে না। বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা 'মেক আমেরিকা গো অ্যাওয়ে' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলি এখন আটলান্টিকের দু-পারের সম্পর্কের গভীর ফাটলকেই নির্দেশ করছে।

তুমি কি এমনই শক্তিমান... সন্তানকে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল এক মা। নীচে বিক্ষোভে হাজার হাজার গ্রিনল্যান্ডবাসী।

বিজেপি মানুষের প্রথম পছন্দ মোদি

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি : সুশাসন ও উন্নয়নের কারণে দেশজুড়ে ভোটারদের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি। রবিবার অসমের একটি জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'বিজেপি এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আসন ও ভোট দু'টোই বেশি পেয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরভোট ও কেরলেও দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কেরলে বিজেপির মেয়র হয়েছেন। এই ফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশজুড়ে মানুষ সুশাসন আর উন্নয়নের জন্য বিজেপিকেই ভরসা করছে।'

কংগ্রেসকে বিঁধে তাঁর তির, 'নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।' সদ্যসমাপ্ত বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলকেও কটাক্ষ করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে মুম্বইয়ে জন্মেছিল। অথচ সেই শহরের পুরভোটেই কংগ্রেস চতুর্থ স্থান পেয়েছে।' কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই কংগ্রেস দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যে মুম্বইয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল সেখানেই এখন তারা চতুর্থ নয়তো পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছে। যে মহারাষ্ট্রে এতদিন তারা রাজত্ব চালিয়েছিল এখন সেই কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশ বেড়ে গিয়েছিল।

বৃহন্মুম্বই পুরসভায় কংগ্রেস এবার জিতেছে মোট ২৪টি আসন। গতবার তারা পেয়েছিল ৩১টি আসন। এবার লাতুর পুরসভাও দখল করেছে হাতশিবির। বিজেপি মুম্বইয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু গতবারের তুলনায় তাদের আসনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৭টি। ২০১৭ সালে বিজেপি মুম্বইয়ে জিতেছিল ৮২টি আসন। এবার তারা পেয়েছে ৮৯টি আসন।

নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।

নরেন্দ্র মোদি

বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রতারণা

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি : সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রে বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন দুই তরুণ নাভেদ ও ভুরা। দাবি ছিল 'সুন্দরী পাত্রী চাই'। বিজ্ঞাপন দেখে পাত্রীর পরিবার ফোন করত তাঁদের। ধীরে ধীরে কথাবার্তা এগিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই শুরু হত নানা অছিলায় টাকা চাওয়ার খেলা। কখনও ফোন করে তাঁরা জানাতেন খুব অসুবিধায় পড়েছেন, আবার কখনও দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী শোনাতেন। হবু বৌয়ের পরিবার বিশ্বাস করে টাকা দিলেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন দুজনে।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করেছেন নাভেদ ও ভুরা। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের থানায় এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মার্কিন অর্থে ভারতকে এআই চ্যাটজিপিটির!

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : আমেরিকার অর্থে ভারত এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ভিত্তিক পরিষেবা পাচ্ছে! এমন অভিযোগ তুলে নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তাঁর দাবি, চ্যাটজিপিটির মতো সংস্থা আমেরিকার পরিকাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করে ভারত ও চিনের মতো দেশকে পরিষেবা দিচ্ছে। নাভারো প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকরা কেন অর্থ খরচ করবেন?' তাঁর যুক্তি, চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে বাকি বিশ্বে পরিষেবা দিচ্ছে, যা মার্কিন স্বার্থবিরোধী। এই মন্তব্যের পর ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার চ্যাটজিপিটির ওপর কোনও নতুন ফতোয়া জারি করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন? তেমনটা হলে ভারতের কয়েক কোটি ব্যবহারকারী বিপাকে পড়তে পারেন।

ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা

'পিঠে ছুরি মেরেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প'

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশ্বাসে ভরসা করে ইরানের রাজপথে নেমেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সরকারের পতন। কিন্তু সেই আন্দোলনের চরম মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আকস্মিক 'সুর বদল' ও ইরান সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাবকে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরি মেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট!'

এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবথেকে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সাক্ষী হয়েছে ইরান। ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন এক ইরানি আধিকারিক। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন। প্রশাসনের দাবি, 'সশস্ত্র দাঙ্গাকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা' সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করায় এই প্রাণহানি ঘটেছে। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির বলেন, 'আমরা অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।' অনেক বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

দিনকয়েক আগে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমেরিকা তৈরি' এবং 'সাহায্য আসছে'। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াশিংটন সামরিক অভিযান চালিয়ে খামেনেই সরকারকে উৎখাত করবে। ট্রাম্পের এমন 'আশ্বাস' শুনেই তাঁরা প্রাণের তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ট্রাম্পের এক বিবৃতিতে সব সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান সরকার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, তাই আপাতত সামরিক অভিযানের দরকার নেই। এমনকি এই 'সহযোগিতার' জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

নজরে ইরান

- ট্রাম্পের সামরিক সাহায্যের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা পথে নামলেও শেষমুহূর্তে তাঁর 'সুর বদল'
- আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে
- বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ
- খামেনেই এই অশান্তির জন্য আমেরিকা-ইজরায়েলকে দায়ী করেছেন
- দিশাহারা আন্দোলনকারীরা

এই মন্তব্যে তেহরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তেহরানের এক ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলেন, '১৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য ট্রাম্পই দায়ী। তাঁর 'লকড অ্যান্ড লোডেড' পোস্ট দেখেই মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। এখন বুঝতে পারছি, আমেরিকা নিশ্চয়ই ইরান সরকারের সঙ্গে কোনও গোপন সমঝোতা করতে আমাদের ব্যবহার করেছে।' অপর এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ট্রাম্প আমাদের বোকা বানিয়েছেন, আমাদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' এক নারী বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমি আর কোনও আশা দেখছি না। ট্রাম্পের কিছু যায়-আসে না।'

ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর সেই দাবি নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের একাংশ এখনও বিশ্বাস করেন যে, এটি ট্রাম্পের রণকৌশল হতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই পিছু হটা যে ইরানের সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

১৫০০ শিশু উদ্ধার, রেলের সর্বোচ্চ সম্মান চন্দনাকে

মিরাট, ১৮ জানুয়ারি : রেলের আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহ গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করেছেন। স্বীকৃতিস্বরূপ পেলেন রেলের সর্বোচ্চ সম্মান 'অতি বিশিষ্ট রেলসেবা পুরস্কার'। ৯ তারিখ তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রেলপুলিশের শিশু উদ্ধারের অভিযান 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহের নেতৃত্বে শুরু হয় ২০২৪ সালে। অভিযানের সূচনা লখনউয়ের চারবাগ স্টেশন থেকে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচার হতে যাওয়া বহু শিশুকে তাঁর টিম উদ্ধার করেছে। ২০২৫-এ ১০৩২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

তার মধ্যে ৩৯ জনকে পাচার করা হয়েছিল স্রেফ শ্রমিকের কাজে লাগানোর জন্য। ওই দলে বছর ছয়েকের এক বালিকা ছিল।

ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার দেবাংশু শুক্লা চন্দনার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'চন্দনার টিমে মহিলারাই বেশি আছেন। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে কাজে সাফল্য মিলছে।'

চন্দনা বলেছেন, 'আটের দশকে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল 'উড়ান'-এর আইপিএস অফিসার কল্যাণী সিংহকে দেখে উর্দি পরার প্রেরণা পাই।' বছর এগারোর কন্যার মা চন্দনা। তাঁর বেড়ে ওঠা ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মী। ক্যামেরা-লাজুক চন্দনার স্পটলাইট এড়িয়ে চলা স্বভাববৈশিষ্ট্য। উচ্চতর পদে পৌঁছোতে পরীক্ষা দিয়েছেন। স্মিত হেসে বলেছেন, 'আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়, তা পুরোপুরি করি।'

উমরের দীর্ঘ কারাবাসে উদ্বেগ প্রকাশ চন্দ্রচূড়ের

জয়পুর, ১৮ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মতো সরাসরি না হলেও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের অন্তহীন কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিচারহীন অবস্থায় খালিদের জেলে থাকা নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখন তাঁর বিলম্বিত ন্যায়বিচার নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন চন্দ্রচূড়।

জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভালে উমরের জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হওয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি কোনও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না করা যায়, তবে সেই দীর্ঘ কারাবাস আসলে শাস্তিতেই পরিণত হয়। তাঁর কথায়, 'যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার সম্ভব না হয়, তবে জামিনই হওয়া উচিত নিয়ম, জেল নয়।' উমর খালিদের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, বিচারক হিসেবে তাঁদের

কেবল নথিপত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কাউকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা যায় না। আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার দাবি কতটা যৌক্তিক। তিনি সতর্ক করে দেন যে, জামিনকে যদি শাস্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কারও দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তিনি নির্দোষ। কারান্ধকারের আড়ালে যে বছরগুলি হারিয়ে গিয়েছে, তা কোনও অবস্থাতেই পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

চন্দ্রচূড় মনে করিয়ে দেন, জামিন বাতিলের কেবল তিনটি নির্দিষ্ট ভিত্তি রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে, দেশ ছেড়ে পালালে কিংবা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করলে তবেই জামিনের আর্জি খারিজ করা যায়। ওই তিনটি কারণ না থাকলে অভিযুক্ত অবশ্যই জামিন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, জনরোষ নয়, সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা করাই আদালতের আসল কাজ।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব জারি। অথচ এই বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নাতবৌ শানজেহ আলি রোহেল মেহেন্দি অনুষ্ঠানে বেছে নিলেন ভারতীয় লেহেঙ্গা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পান্না-সবুজ লেহেঙ্গায় ঝলমলে দেখিয়েছে রোহেলকে। মুহূর্তে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর জন্য নিজের দেশের নাগরিকদের সমালোচনার মুখে শরিফ পরিবার।

'বাবা, আমি মরতে চাই না'

গৌতম বুদ্ধ নগর, ১৮ জানুয়ারি : ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাও তাই করেছিলেন।

শুক্রবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ঘন কুয়াশায় মোড়া একটি উঁচু পাড়কে ঠাওর করতে না পেরে তাঁর গাড়ি তাতে ধাক্কা মেরে পড়ে যায় পাশের গভীর নালায়। ৭০ ফুট গভীর নালায় ডুবন্ত গাড়ি থেকে টর্চের আলো জ্বালিয়ে চিৎকার করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বাবাকে বলেন, 'আমার গাড়ি খাদে পড়েছে। জলে ভরে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছি, মরতে চাই না। বাবা আমায় বাঁচাও।' তারপরেই স্তব্ধ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফোনের সংযোগ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার ১৫০ সেক্টরে।

খাদে পড়ে শেষ আর্তি তরুণের

যুবরাজ মেহতা গুরুগ্রামের অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সীতামাড়ির ছেলে। মা নেই। বোন ব্রিটেনে। বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, ছেলের শেষ মুহূর্তের ফোন, মেসেজ পেয়ে পুলিশকে জানান। নিজেও যান। স্থানীয় পুলিশ, ডুবুরি, জাতীয় বিপর্যয়

মোকাবিলা বাহিনীর চেষ্টায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে যুবরাজকে তোলা গেলেও ততক্ষণে সব শেষ। ই-কমার্স সংস্থার ডেলিভারি এজেন্ট মনিন্দর কোমরে দড়ি বেঁধে নালায় ঝাঁপ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি। মনিন্দর জানিয়েছেন, ১০ দিন আগে একটি ট্রাক ওই নালায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজন বিল্ডারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেন, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিতর্কে সুর বদল রহমানের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : 'ভারত আমার শিক্ষক, ভারতই আমার ঘর।' সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরে 'সাম্প্রদায়িক শক্তি'র প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান। তার জেরে বিতর্ক শুরু হতেই সেই আগুনে এবার জল ঢাললেন খোদ 'মোৎসার্ট অফ মাদ্রাজ'।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রহমান অভিযোগ করেছিলেন, গত আট বছরে বলিউডের ক্ষমতার অলিন্দে এক বড় বদল এসেছে। অ-সৃজনশীল মানুষের দাপট বেড়েছে এবং পরোক্ষভাবে সেখানে 'সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত' কাজ করছে। যার ফলে আগের মতো কাজ পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি ভিকি কৌশল অভিনীত সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ছাবা' ছবিটিকেও 'বিভাজনকারী' তকমা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, এই ছবি বীরত্বের আড়ালে বিভেদকে পুঁজি করেছে।

তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিশিষ্ট লেখক-গীতিকার জাভেদ আখতার বলেন, 'মুম্বইয়ের মানুষ ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। ওঁরা হয়তো ভাবেন পশ্চিমের প্রযোজকদের সঙ্গে উনি ব্যস্ত। অথবা উনি নিজের বড় বড় শো নিয়ে ব্যস্ত। ছোটখাটো প্রযোজকরা ওঁর কাছে যেতে ভয় পান। আমি মনে করি না, এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় আছে।' বাঙালি সংগীতশিল্পী শানও মনে করেন, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। তিনি বলেন, 'আমি এতগুলি বছর ধরে গান গাইছি। অনেক সময় আমিও কাজ পাইনি। কিন্তু আমি এটাকে কখনও ব্যক্তিগতস্তরে নিই না। রহমান সাবের একটি সিগনেচার স্টাইল আছে। উনি অনেক বড় মাপের সুরকার। ওঁর অনুরাগীর সংখ্যাও কমেনি, বরং বেড়েছে। আমি মনে করি না, সংগীতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু বিষয়ক কিছু আছে। কারণ সংগীত সেইভাবে হয় না।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রহমানের সাফাই, 'সংগীতই আমার সংযোগের ভাষা। আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনি। ভারত আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং বহু সংস্কৃতির কণ্ঠস্বরকে উদযাপনের সুযোগ দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে আমি ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ফের পাক ড্রোন

জম্মু, ১৮ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে ফের দেখা মিলল রহস্যময় ড্রোনের। সূত্রের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে এগুলি পাকিস্তান থেকে এসেছিল। এই নিয়ে এক সপ্তাহে চতুর্থবার উপত্যকার আকাশে পাক ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটল। ভারতকে রক্তাক্ত করতে সীমান্তপারের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কি এবার বড়সড়ো কোনও নাশকতার ছক কষছে? শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরের দু'জায়গায় রহস্যময় ড্রোনের দেখা মেলে। সেনা ক্যাম্পের কাছাকাছি ড্রোনগুলি বেশ কিছুক্ষণ পাক খাচ্ছিল বলে খবর। তবে সেগুলিকে ধ্বংস করার আগেই ড্রোনের গতিবিধি হারিয়ে যায় এবং কিছু সময় পর সেগুলি সীমান্তের ওপারে ফিরে যায়। ৯ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে অন্তত ১২ বার পাক ড্রোন হানা দিল।

মাধ্যমিকে বাংলায় প্রস্তুতি

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ, আশা রাখছি সকলেরই পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। যারা এখনও সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে উঠতে পারোনি তারাও জোরকদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাও, কারণ পরীক্ষা দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে।

আজ তোমাদের সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহজ কিছু কৌশল ভাগ করে নেব যাতে তোমরা বাংলায় খুব ভালো নম্বর নিয়ে মাধ্যমিকে পাশ করতে পার। তবে প্রথমেই বলব, অবশ্যই খুব ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে। কারণ নোটবই বা সাজেশন পাঠ্য বই-এর বিকল্প হতে পারে না। যে যত ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে, যত ভালো করে ব্যাকরণ প্র্যাকটিস করবে সে বাংলায় তত ভালো নম্বর তুলতে পারবে।

গদ্য-পদ্যে প্রস্তুতি :

গল্প এবং কবিতার সারাংশ একবার চোখ বুলিয়ে নাও। প্রতিটি পাঠ থেকে পড়বে- মুখ্য ভাব, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এবং পংক্তি, নাম-স্থান-ঘটনা।

৩ এবং ৫ নম্বরের জন্য যেগুলো পড়বে :-

গল্প : পথের দাবি ,বহুরূপী, জ্ঞানচক্ষু, নদীর বিদ্রোহ।

কবিতা : অসুখী একজন, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, অভিষেক, অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান, প্রলয় উল্লাস, সিন্ধু তীরে, আফ্রিকা।

নাটক : সিরাজদ্দৌলা।

প্রবন্ধ : হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (যে কোনও একটি)।

সহায়ক গ্রন্থ – : কোনি।

যা পড়বে-

ক) কোনির জীবন সংগ্রাম ও তার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল তার ধারাবাহিক আলোচনা কর।

গ) কোনির পারিবারিক সমস্যা ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

মনে রাখবে, প্রশ্ন ঠিকভাবে বাছাই করাতেই অর্ধেক সাফল্য আসে।

- যে প্রশ্নের পুরো উত্তর জানা আছে সেটাই লেখ।
- 'অথবা' থাকলে সহজ ভাষা এবং বেশি পয়েন্ট যেটাতে আছে সেটা লেখ।
- অজানা প্রশ্ন আন্দাজে লিখে কখনোই সময় নষ্ট করবে না। এতে তোমাদের উত্তরপত্রের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উত্তর লেখার ধরন নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ :-

গঠন : ভূমিকা (দুই-তিন লাইন), মূল অংশ (দুই-তিন লাইন), উপসংহার (এক-দুই লাইন) লিখবে। মনে রেখো পরীক্ষক উত্তরের গঠন দেখেই বুঝতে পারেন উত্তরের মান কেমন।

কবিতা ও গল্পের প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবে :

- অপ্রয়োজনীয় লাইন কোট কোরো না। কোট করলে তা কোনও মতেই যেন পরোক্ষ উক্তি না হয়।
- লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম যাতে কোনও মতেই ভুল না হয়।
- চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা বেশি সম্ভব পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ব্যাকরণে প্রস্তুতি :-

ব্যাকরণে খুব অল্প অথচ নির্ভুল লিখে অঙ্কের মতন পুরো নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যাকরণ অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে।

ব্যাকরণ-এ পড়বে : কারক, সমাস, বাক্য, বাচ্য, বঙ্গানুবাদ।

রচনা ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে :

- সহজ ভাষা এবং পরিষ্কার লেখায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়।
- কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য না লিখে সহজসরল ভাষায় লেখার চেষ্টা কর যাতে তোমার নিজস্বতা প্রকাশ পায়।
- রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপশিরোনাম, উপসংহার থাকতেই হবে।

হাতের লেখা ও উপস্থাপনা :

- স্পষ্টভাবে লিখবে।
- গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য আন্ডারলাইন করবে।
- অবশ্যই প্যারাগ্রাফ করে লিখবে।

সময় ব্যবস্থাপনা :

পরীক্ষার সময় ব্যবস্থাপনা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে।

- প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্ন পড়বে।
- ব্যাকরণ-এর অংশ আগে লিখতে পার।
- শেষ দশ মিনিট পুরো উত্তরপত্র চেক করবে।

জরুরি ও শেষ কথা :

১) প্রশ্ন ভালো করে পড়বে।

২) উত্তর নিজের ভাষায় লিখবে।

৩) বানান ও বাক্য গঠন ঠিক রাখবে।

৪) প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর লিখবে।

৫) অপ্রয়োজনীয় কথা লিখবে না।

৬) এখন পুরোনো পড়া রিভাইস করো, আর নতুন কিছু মুখস্থ করতে যেও না।

৭) অযথা আতঙ্কিত হবে না।

মনে রাখবে, তুমি এতদিন যা পড়েছো, সেটাই মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রশ্নের ভাষা বুঝে, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

শব্দস্রোতে ভাসছে প্রজন্মের একাল-সেকাল

প্রযুক্তা দাস, শিক্ষার্থী
ইংরেজি বিভাগ,
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

মানবজীবনে প্রতিনিয়ত শব্দের খেলা চলতেই থাকে। কেন-না যোগাযোগের মূল উপকরণই শব্দ। কিন্তু যখন সেই শব্দই তার সীমা অতিক্রম করে, তখন তা রূপান্তরিত হয় এক ভয়ংকর শত্রুতে, 'শব্দদানব'-এ। নগরায়ণের দ্রুত প্রসার, যানবাহনের বৃদ্ধি, নির্মাণকাজের অবিরাম শব্দ, উৎসব-পার্বণে মাইকের ব্যবহার, আতশবাজি- সব মিলিয়ে পরিবেশে শব্দের মাত্রা অহরহ বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা দিনে সর্বোচ্চ ৬৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৫ ডেসিবেল। অথচ শহরের বহু এলাকায় শব্দের মাত্রা ৭০–৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত শব্দ শিশুদের যেমন মনোযোগ নষ্ট করে, বিরক্তিভাব জন্ম নেয়, তেমন প্রবীণদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর যাঁরা দিনের বড় অংশই ট্রাফিকের মধ্যে কাটান, তাঁরা ক্রমাগতই শব্দের দখলে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত শব্দ মানুষকে অজান্তেই আক্রমণাত্মক করে তোলে এবং শান্ত সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে। শব্দের তাণ্ডবে পথচলতি কিংবা গৃহপালিত জীবেরাও আজ আতঙ্কিত!

শব্দ দৌরাত্ম্য রুখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ আবশ্যক, এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। অনুষ্ঠানগুলিতে শান্ত উপায়ে মাইক-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই, পাশাপাশি তরুণরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে পারেন।

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা (যেমন ভিডিও/রিলস) মানুষের মনে ধরে সহজেই। 'শিশুর বধিরতা', 'বৃদ্ধের ঘুম কেড়ে নেওয়া', 'কুকুরের চোখে শব্দ দূষণ', 'একটি পাখির ভয়'- এই ধরনের বিষয় নিয়ে মানবিক, আবেগঘন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হলে সকলে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ট্রাফিক সিগন্যালে হর্ন প্রয়োগ বন্ধ করে লাল লাইটের ডিজিটাল বোর্ড মহানগরের মতো ছোট শহর ও গ্রামেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শব্দরূপী দানব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও আমরা চাইলেই নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাকে পরাস্ত করতে পারি। ঔদাসীন্য জয় করে সুস্থ-শান্ত পরিবেশ গড়াই হোক অঙ্গীকার।

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

- স্নায়ুতন্ত্রের এককের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে তার বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- একটি ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থানিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- পিটুইটারিকে প্রভু গ্রন্থি বলে কেন?
- ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ক্রিয়া পরস্পর বিরোধী- ব্যাখ্যা করো।
- ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লেখো (উদ্দীপকের প্রভাব, অক্সিন হরমোনের প্রভাব এর ভিত্তিতে)
- গমনের চালিকাশক্তি প্রাণীদের জীবনকে নীচের কাজগুলোর জন্য কীভাবে প্রভাবিত করে- খাদ্য সন্ধান, আত্মরক্ষা, অনুকূল আশ্রয় খোঁজা, প্রজনন।
- ক্রোমোজোম, DNA এবং জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
- মানুষের অক্ষিগোলকের লেন্সের কাজ কী?
- চোখের উপযোজন-এর সঙ্গে লেন্সের সম্পর্ক কী?
- জনুক্রম কাকে বলে? রেখাচিত্রের মাধ্যমে ফার্নের জনুক্রম দেখাও।
- ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর পার্থক্যগুলি লেখো।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কী?
- নিম্নলিখিত কোষ অঙ্গাণুগুলির কোষ বিভাজনে একটি করে ভূমিকা উল্লেখ করো :- সেন্ট্রোজোম এবং মাইক্রো টিউবিউল, রাইবোজোম, মাইটোকনড্রিয়া।
- স্ব-পরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো। বায়ু পরাগী, জল পরাগী ও পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহ লেখো।
- কোষ বিভাজনের পূর্বে ইন্টারফেজ কেন প্রয়োজন? কোষচক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?
- মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও। মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি লেখো।
- থ্যালাসিমিয়ার কারণ কী? থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- 'প্রচ্ছন্ন গুণ সর্বদা হোমোগ্যামেটিক অবস্থায় প্রকাশ পায়'- ব্যাখ্যা করো।
- মটর গাছের বীজের বর্ণ ও বীজের আকার এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা করেছিলেন এই পরীক্ষায় F_2 জনুতে যে ক'টি হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন হয় তাদের জিনোটাইপগুলি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝো তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।
- সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা উল্লেখ করো।
- 'লবণ সহনের জন্য সুন্দরী উদ্ভিদ বিশেষভাবে অভিযোজিত'- বক্তব্যটির যথার্থতা উল্লেখ করো।
- নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছিরা কীভাবে খাদ্যের উৎস সন্ধান করে তা লেখো।
- খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তা লেখো।
- রুই মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
- ল্যামার্কের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যের প্রধান দুটি বিষয়ে বর্ণনা করো।
- হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান কীভাবে অভিব্যক্তির মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে?
- 'সমসংস্থ অঙ্গের ধারণা অপসারী বিবর্তন কে নির্দেশ করে' - উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- জলক্ষয় সহনের জন্য উটের নাসিকা কী ভূমিকা পালন করে?
- প্রাকৃতিক নির্বাচন কাকে বলে? অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করো।
- অভিব্যক্তির ফলে সর্বাপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের দৌড়োনোর উপযোগী অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ঘোড়ার বিবর্তনীয় প্রবণতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- শব্দ দূষণের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
- সুন্দরবনের দুটি পরিবেশগত সমস্যা হল খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাঘাত ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি--এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করো।
- বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এরকম তিনটি বহিরাগত প্রজাতির নাম ও তাদের ক্ষতির ধরন লেখো।
- কোন একটি অঞ্চল 'হটস্পট' হওয়ার দুটি শর্ত লেখো।
- রেড পান্ডা ও কুমির-এর বিপন্নতার কারণ কী কী?
- জীববৈচিত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR-এর যে কোনও দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- জনবিস্ফোরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্পর্ক স্থাপন করো- জলাভূমি ধ্বংস, জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া, কৃষিজমির সংকোচন, পানীয় জলের অভাব ও জলবায়ুর পরিবর্তন
- দূষণের সঙ্গে জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উপকারী পতঙ্গের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তির সম্পর্ক স্থাপন করো।
- জীববৈচিত্র্যের এক্স সিটু সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংককে কেন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়?

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যার সাজেশান

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

জীববিদ্যায় এবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বরের প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা হল। ২ নম্বরের প্রশ্নগুলি ৩ নম্বর হিসেবেও আসতে পারে। আবার ৩ নম্বরের প্রশ্নের মধ্যেও ২ নম্বরের প্রশ্ন থাকতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় : জীববিদ্যা ও মানবকল্যাণ

(মোট নম্বর -১০)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে কত প্রকারের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়?

২) কোলোস্ট্রাম কী? এতে উপস্থিত একটি অ্যান্টিবডির নাম লেখো।

৩) IgA কে ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি বলে কেন?

৪) এপিটোপ ও প্যারাটোপ কী?

৫) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির দুটি পার্থক্য লেখো।

৬) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা কাকে বলে?

৭) ইন্টারফেরন কী?

৮) অ্যাডজুভেন্ট বলতে কী বোঝো?

৯) বুস্টার ডোজ কী?

১০) DPT ও MMR কী?

১১) প্যাথোজেন কীভাবে রোগ সৃষ্টি করে?

১২) T-লিম্ফোসাইট কত প্রকারের হয়?

১৩) ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

১৪) রেসপিরেটরি ড্রপলেট বলতে কী বোঝায়?

১৫) অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

১৬) লোফলার্স সিনড্রোম কাকে বলে?

১৭) মেরোজয়েট কী?

১৮) ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মুখ্য ও গৌণ পোষকের নাম কী?

১৯) এলিফ্যানটিয়েসিস কী?

২০) ভ্যাকসিন বা টিকা কী?

২১) ইমিউনোথেরাপি কী?

২২) ভেক্টর কাকে বলে?

২৩) রেট্রোভাইরাস কী?

২৪) কারসিনোজেন কী?

২৫) মেটাস্ট্যাসিস কী?

২৬) কেমোথেরাপি কী?

২৭) অক্সোজিন ও টিউমার সাপ্রেসর জিন কী?

২৮) টিকাকরণ বলতে কী বোঝো?

২৯) ড্রাগ আসক্ত মানুষের ড্রাগ বন্ধ করলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

৩০) ক্যানাবিনয়েডস কী?

৩১) ব্যাগিং কাকে বলে ?

৩২) গামা রশ্মির মাধ্যমে উদ্ভিদে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?

৩৩) ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন কী?

৩৪) হেটেরোসিস কী?

৩৫) ক্যালাস পালন কী?

৩৬) টোটিপোটেন্সি কী?

৩৭) ফর্টিফয়েড ফুড উপকারী কেন?

৩৮) LAB কী? উদাহরণ দাও।

৩৯) BOD কী?

৪০) বায়োগ্যাস কাকে বলে?

৪১) শক্তির উৎস হিসেবে মিথেন ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো।

৪২) GAP কী?

৪৩) VAM কী?

৪৪) অ্যান্টিবায়োটিক কী?

৪৫) মাইকোরাইজার দুটি প্রধান গুরুত্ব লেখো।

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলি কী কী? এই রোগ কত প্রকারের হয়? রোগটি কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

২) একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির গঠন চিহ্নিত চিত্র সহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩) টাইফয়েড রোগের কারণ ও উপসর্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৪) HIV-এর সম্পূর্ণ নাম লেখো। AIDS কী?

৫) ড্রাগের অপব্যবহার কাকে বলে? একটি উত্তেজক ও একটি ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রাগের উদাহরণ দাও।

৬) ডেঙ্গি রোগের বাহকের নাম লেখো। এই রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখ করো।

৭) ইমাসকিউলেশন কাকে বলে? উদ্ভিদের কী কী উপায়ে ইমাসকিউলেশন করা হয়?

৮) কৃত্রিম বীজের তিনটি সুবিধা লেখো।

৯) জৈবিক নিয়ন্ত্রণে সন্ধিপদ প্রাণীদের ভূমিকা উল্লেখ করো।

১০) বায়োফার্টিলাইজার কী? দুটি ব্যাকটিরিয়ার বায়োফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায় : জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার প্রয়োগ

(মোট নম্বর - ১২)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনলজি কাকে বলে ?

২) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

৩) ট্রান্সফরমেশন কী?

৪) লাইপোফেকশন কী?

৫) PCR কী?

৬) ট্রান্সজেনিক জীব কাকে বলে?

৭) জিন থেরাপি কী?

৮) পেটেন্ট কী?

৯) cDNA লাইব্রেরি কী?

১০) বায়োসেফটি কী?

১১) Southern blotting কী?

১২) হাইব্রিডোমা কী?

১৩) রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ কী?

১৪) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন কী?

১৫) ELISA কী?

১৬) বায়োপাইরেসি কী?

১৭) GMO কী?

১৮) মানব ইনসুলিন বলতে কী বোঝো?

১৯) ক্লোনিং ভেক্টর কাকে বলে?

২০) আণবিক কাঁচি ও আণবিক আঠা বলতে জৈবপ্রযুক্তিতে কোন দুটি উৎসেচককে বোঝানো হয়?

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে জিন থেরাপি বলতে কী বোঝো?

২) মানবদেহে স্টেম কোষের অবস্থান ও গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।

৩) জিনোম DNA লাইব্রেরি ও cDNA লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৪) Bt তুলা বলতে কী বোঝো? একটি বায়োপেটেন্টের উদাহরণ দাও।

৫) এন্ডোনিউক্লিয়েজ কী? রেসট্রিকশন সাইট কাকে বলে?

৬) হাইব্রিডোমা প্রযুক্তির সাহায্যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কীভাবে প্রস্তুত হয় তা সংক্ষেপে লেখো।

৭) পেটেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

৮) কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সংক্ষেপে লেখো।

৪ নম্বরের প্রশ্ন –

১) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় ধাপগুলি বর্ণনা করো।

২) জেনেটিক ফিউশন কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে চিত্র সহ পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) গোরু কীভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করো। ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের একটি উদাহরণ দাও।

৪) স্টেম কোষ কাকে বলে ? স্টেম কোষ কত প্রকার ও কী কী?

৫) ভ্যাকসিন প্রস্তুতির যে কোনও দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬) রিকম্বিন্যান্ট DNA প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলি লেখো।

৭) জিন প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে মানব ইনসুলিন উৎপন্ন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮) রিকম্বিন্যান্ট ইনসুলিনের সুবিধাগুলি কী কী?

৯) GMO উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলি উদাহরণ সহ লেখো।

১০) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখো।

দশম অধ্যায় : বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ

(মোট নম্বর -১৩)

২ নম্বরের প্রশ্ন –

১) প্রোটো-কোঅপারেশন কী?

২) ইকোলজিক্যাল নিচ কী?

৩) বায়োম কী?

৪) অটইকোলজি ও সিনইকোলজির পার্থক্য লেখো।

৫) বাস্তুতান্ত্রিক অভিযোজন কাকে বলে?

৬) মিউচুয়ালিজম কী?

৭) ধারণক্ষমতা কাকে বলে?

৮) পরিযান কাকে বলে?

৯) স্যাপ্রোট্রফ কী?

১০) ইকোটাইপ ও ইকোটোন কী?

১১) লিন্ডেম্যান-এর 10 শতাংশের সূত্রটি কী?

১২) জীবভর কী?

১৩) জিনগত বৈচিত্র্য কী?

১৪) ক্রায়ো সংরক্ষণ কাকে বলে?

১৫) Hot spots কী?

১৬) Red Data Book কাকে বলে?

১৭) গ্রিন বেঞ্চ কী?

১৮) GAP কী?

১৯) কচুরিপানা জল বিশুদ্ধকরণে কীভাবে সাহায্য করে?

২০) চিপকো আন্দোলন / সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

২১) তেজস্ক্রিয় দূষণ কী?

৩ নম্বরের প্রশ্ন –

১) বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২) ব্রুড প্যারাসিটিজম কী? একটি উদাহরণ দাও।

৩) যে কোনও তিনপ্রকার জনসংখ্যা আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ সহ বর্ণনা দাও।

৪) বায়োমাসের পিরামিড চিত্র সহ বর্ণনা করো।

৫) বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো।

৭) জাতীয় উদ্যান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৮) ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয়?

১০) বিশ্ব উষ্ণায়নের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

৫ নম্বরের প্রশ্ন –

১) হাইড্রোসিরি ও জেরোসিরির মধ্যে একটি মিল লেখো। হাইড্রোসিরির পর্যায়গুলি বর্ণনা করো।

২) জৈববৈচিত্র্যের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) জৈববৈচিত্র্যের অবলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪) ইন-সিটু সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব আলোচনা করো।

ছোট্ট তারা

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ সরকার খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। সে একজন খেলোয়াড়। পড়াশোনাতেও মনোযোগী।

আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : চা বাগানে নিয়ে গিয়ে আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। প্রধাননগর থানা এলাকার এই ঘটনায় শনিবার রাতে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দুজনই নাবালিকার পূর্বপরিচিত। তারা একই এলাকার বাসিন্দা। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নির্যাতিতাকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত চলছে।

শনিবার বন্ধুদের সঙ্গে পনেরো বছরের ওই নাবালিকা বিয়ের অনুষ্ঠানে যায়। সন্ধ্যার পর সে একাই বাড়ি ফিরছিল। রাস্তা অন্ধকার থাকায় নাবালিকা ভয় পাচ্ছিল বলে দাবি। এমন সময় ওই দুই তরুণের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা নাবালিকাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। সেই প্রস্তাবে নাবালিকা রাজি হয়। এরপরই ওই দুই তরুণ তাকে অন্ধকার চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গভীর রাতে নাবালিকা একা বাড়িতে ফেরে। বাড়িতে ফিরেই সব ঘটনা খুলে বলে। রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দোকানে হামলা

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শাটার ভেঙে দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙচুর করে পালাল দুষ্কৃতীরা। তাও আবার তিনটি দোকানে। তবে এই ঘটনায় দুষ্কৃতীরা কোনও সামগ্রী চুরি করেনি বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, শনিবার রাতে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের পুঁটিমারি এলাকায় তিনটি দোকানে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এরপর দুটি খাবারের দোকানের সামগ্রী লন্ডভন্ড করা হয়। পাশে থাকা একটি সেলুনেও ভাঙচুর চালানো হয়। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার রাতে নর্মদা বাগানের এক বাড়িতে চুরি হয়। বাড়ির মালিক অসিত ধর বলেন, ‘পরিবার নিয়ে দুপুরে পিকনিকে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি বাড়ির পেছনের দরজা ভাঙা।’ পরিবারের অভিযোগ, এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তারাই এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়। তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

কম্বল বিতরণ

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : শিবমন্দিরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে রবিবার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তারাবাড়ি গ্রামের দুঃস্থদের কম্বল দেওয়া হয়। তারাবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

সারি সারি সরস্বতী প্রতিমায় সাজ বাড়াচ্ছেন এক মহিলা। রবিবার চম্পাসারিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

হিন্দুত্ব নিয়ে মমতাকে তোপ

মহাকাল মন্দির নিয়ে ফের সরব অশোক

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : প্রথম থেকেই মাটিগাড়ার চাঁদমণিতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করে এসেছে সিপিএম। তাদের দাবি ছিল, যেখানে আইটি হাব তৈরির কথা ছিল, সেই জায়গায় সরকারি টাকায় মন্দির তৈরি করা অসাংবিধানিক কাজ। শুক্রবার মন্দিরের শিলান্যাস হওয়ার পর রবিবার ফের মুখ খুলল সিপিএম। এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য।

শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর করা ‘দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান বিপন্ন’ বক্তব্যকে সমর্থন করে তৃণমূল সুপ্রিমোকে কটাক্ষ করলেন অশোক। তাঁর বক্তব্য, ‘সরকারের টাকায় মন্দির তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক কাজ করছেন?’ এদিন দেশের সংবিধান পাশে নিয়ে অশোক জানালেন, সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কখনও ধর্মীয় কাজে অর্থব্যয় করতে পারে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী সেটাই করে দেখালেন।

ভোটের আগে হিন্দুদের আবেগে শান দিতেই তড়িঘড়ি মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে বলেও এদিন অভিযোগ করেন অশোক। বিজেপি ও তৃণমূলকে এক আসনে বসিয়ে অশোকের কটাক্ষ, ‘বিজেপি হার্ড হিন্দুইজম করছে এবং তৃণমূল সফট হিন্দুইজম করছে। দু’দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।’

সিপিএমের ‘পাড়ায় চলো’ কর্মসূচিতেও সরকারি টাকায় মন্দির তৈরির বিরোধিতা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে দলের কর্মীরা বোঝানোর চেষ্টা করছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একটি সরকারের কাজ। কিন্তু সেটা না করে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার শুধু ধর্মীয় রাজনীতি করছে।

সাংবাদিক বৈঠকে অশোক ভট্টাচার্য। রবিবার।

> বিজেপি হার্ড হিন্দুইজম করছে এবং তৃণমূল সফট হিন্দুইজম করছে। দু’দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।
>
> অশোক ভট্টাচার্য

অশোকের কথায়, ‘মহাকাল মন্দির যে জমিতে হচ্ছে সেই জমিটি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) হাতে ছিল। ওই জমিতে আমাদের সময় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য সফটওয়্যার টেকনলজি পার্ক তৈরি হয়। আরও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প সেখানে আসার কথা ছিল। এটার সঠিক বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ত।’

এদিকে, সিপিএমের অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রুয়াল অশোকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে মন্দির তৈরি নিয়ে তাঁর যুক্তি, ‘এর সঙ্গে ধর্মীয় পর্যটন যুক্ত রয়েছে। তাই সব দিক ভেবেই মহাকাল মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

তরুণীর সঙ্গে কুকর্ম, ধৃত তান্ত্রিক

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : প্রেমিককে মেনে না নেওয়ায় পরিবারকে বশ করতে তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হন ডাবগ্রামের এক তরুণী। কিন্তু তান্ত্রিকের পাল্লায় আঠারো বছরের ওই তরুণী ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন। তাঁকে প্রসাদ খাইয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় ওই তান্ত্রিক কুকর্ম করেন বলে অভিযোগ। ডাবগ্রাম মাঠ এলাকা থেকে তরুণীকে শনিবার রাতে অচৈতন্য অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করেন। দেবাশিস কলোনি থেকে অভিজিৎ দে নামে ওই তান্ত্রিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিজিৎ রায়গঞ্জের বাসিন্দা। তিনি গত কয়েকমাস যাবৎ দেবাশিস কলোনিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। ধৃত তান্ত্রিক এর আগে আরও কারও সঙ্গে এধরনের কার্যকলাপ করেছেন কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রেমঘটিত বিষয় নিয়ে ওই তরুণীর বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা চলছিল। তাঁর প্রেমিককে পছন্দ ছিল না পরিবারের। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যদি তান্ত্রিকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়। আর তাতেই তিনি বিপদে পড়েন।

সংঘের কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬ এবং ১৭ নম্বর বসতির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সম্মেলন। কর্মসূচি পালিত হয় শিলিগুড়ি সুভাষপল্লির নেতাজিমূর্তির পাশে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায় এবং হিতেন চক্রবর্তী। হিন্দু সমাজের জাগরণ এবং একত্রীকরণের বিষয়ে কথা হয়।

কেজিদরে সন্দেশ

দেশ স্বাধীন হওয়ার দু’বছর পরের কথা। তখন শহরে এত জনবসতিই গড়ে ওঠেনি। সেই সময়ই কাঁধে করে দই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করতেন সৃষ্টিধর ঘোষ। পরে ১৯৪৯ সালে মহাবীরস্থানে ছোট্ট এক দোকান করে মিষ্টির ব্যবসা শুরু করেন। সেই দোকানই আজ শহরের পরিচিত ল্যান্ডমার্ক।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : দই, দই, ভালো-ও-ও-ও দই। রোগশয্যায় অমল ও পাঁচমুড়ো পাহাড়ের দইওয়ালার গল্প সকলেরই জানা। কিন্তু শিলিগুড়ির সৃষ্টিধর দইওয়ালার গল্প ক’জন জানেন?

৭৫ বছরের ওপর হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু’বছর পরের কথা। তখনকার শহর আর আজকের শহরের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। তখন তো শহরে এত জনবসতিই গড়ে ওঠেনি। সেই সময়ই কাঁধে করে দই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করতেন। পরে ১৯৪৯ সালে মহাবীরস্থানে ছোট্ট এক দোকান করে মিষ্টির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। সেই দোকানই আজ শহরের পরিচিত ল্যান্ডমার্ক।

তিন প্রজন্মের মিষ্টিপ্রেমীদের কাছে এখনও সমান জনপ্রিয়

এই দোকান। তবে দোকানের সামনে উড়ালপুল গড়ে ওঠার পর থেকে বিক্রিতে যে কিছুটা ভাটা পড়েছে তা মানছেন বর্তমান কর্ণধাররা। সৃষ্টিধর ঘোষ এই দোকান চালু করলেও পরে তাঁর ছেলে নারায়ণ ঘোষ এই দোকানের দায়িত্ব নেন। এখন তাঁর দুই নাতি অভিজিৎ ও অহিজিৎ এই দোকানের দায়িত্বে রয়েছেন।

এই দোকানের জনপ্রিয় আইটেম দই ও ক্ষীর শিঙাড়া। শহরের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষও এখান থেকে এই মিষ্টি অর্ডার করেন। এছাড়াও অসম, কলকাতা থেকেও মিষ্টির অর্ডার আসে। আর একটি বিখ্যাত আইটেম হল সন্দেশ। এখানে সন্দেশ কিনতে হয় কেজিদরে।

প্রতিদিন প্রায় সাড়ে পাঁচশোর মতো ক্ষীর শিঙাড়া বিক্রি হয় এই দোকানে। শুরুতে দাম ছিল ছয় টাকা। এখন তিরিশ টাকা। এছাড়া গরমে প্রায় দেড়শো কেজি দই প্রতিদিন বিক্রি হয়ে থাকে বলে দোকানের কর্ণধার অহিজিৎ জানান। কোন সিক্রেট রেসিপিতে আজও এই জনপ্রিয়তা? প্রশ্ন শুনে হেসে অহিজিৎ বলেন, ‘আমার দাদু মিষ্টি তৈরির যে রেসিপি শুরু করেছিলেন সেটাই এখনও চলছে। পুরোনো স্বাদ পেতেই ক্রেতারা এই দোকানে আসেন।’

- এই দোকানের জনপ্রিয় আইটেম দই ও ক্ষীর শিঙাড়া
- অসম, কলকাতা থেকেও এই মিষ্টির অর্ডার আসে
- আরেকটি বিখ্যাত আইটেম হল কেজিদরে সন্দেশ
- গরমে প্রায় দেড়শো কেজি দই প্রতিদিন বিক্রি হয়ে থাকে

পুরোনো এই মিষ্টির দোকানের সঙ্গে অনেক ক্রেতারই এখন পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রবিবার মেডিকেল মোড় থেকে দোকানে এসে প্রদীপ সাহা জানান, এই দোকান ছাড়া অন্য দোকানের শিঙাড়া। তাঁর কথায়, ‘আমি ছোট থেকেই এই দোকানের মিষ্টি খেয়ে বড় হয়েছি। তাই প্রায় প্রতিদিনই এখানে চলে আসি।’ ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে মালাইকারি চমচমের টানে আসেন মিলনপল্লির বাসিন্দা অবধকুমার আগরওয়াল। হাসিমুখে বললেন, ‘এতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বানানো হয়েছে, অনায়াসে কয়েকটা মালাই চমচম খাওয়া যায়।’

এত বছর পুরোনো দোকানের সঙ্গে শুধু ক্রেতাদেরই নয়, কর্মচারীদেরও সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রায় ৪৫ বছরের বেশি সময় এখানে কাজ করছেন দিলীপ রায়। তিনি বলেন, ‘ক্রেতাদের ভালো খাওয়ানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই প্রতিষ্ঠাতার দেওয়া রেসিপি এখনও ব্যবহার করা হয়।’

শুরুতে কম্পিটিশন কম থাকলেও এখন শহরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মিষ্টির দোকান। এই সময় চ্যালেঞ্জ কতটা বেশি, দুই ভাইয়ের বক্তব্য, আমাদের মিষ্টির দোকানের যে রেসিপি তৈরি করা হয় তার সঙ্গে পুরোনো স্বাদের যোগ আছে। শহরে নতুন অনেক মিষ্টির দোকান হলেও আমাদের কাছে তা খুব একটা চ্যালেঞ্জ মনে হয় না। বাঙালি ও অবাঙালি সবাই আমাদের মিষ্টি পছন্দ করেন।

দুই বাজারে ভোট

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার রেগুলেটেড মার্কেটের ফিশ কমপ্লেক্সে মাল্লাগুড়ি হোলসেল ফিশ মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয়। অন্যদিকে, প্রায় ৪০ বছর পর নির্বাচন হল ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারেও। দুই বাজারেই এদিন সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা নজরে পড়ল। দুপুরের পর ভোটগণনা শুরু হতেই সেই উত্তেজনার পারদ আরও বৃদ্ধি পেল। ভোটের রেজাল্টে দুইক্ষেত্রেই পুরোনো কমিটি বদলের আভাস মিলেছে।

মাছ আড়তে দীর্ঘদিন ধরেই কমিটির সম্পাদক পদে থাকা বাপি চৌধুরী এবারও নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। বাপির প্যানেলে পুরনিগমের মেয়র পারিষদ আলম খান থাকায় বেশ শক্তিশালীই ছিল কুড়িজনের প্যানেল। যদিও শেষপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, একুশজনের এই কমিটিতে দশজন জিতেছেন বাপি গোষ্ঠী থেকে। বাকি দশজন জিতেছেন বিরোধী গোষ্ঠী থেকে।

অন্যদিকে, রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তের মতো ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারে প্রকাশ্যে কোনও প্যানেল ছিল না। সতেরোজনের কমিটির এই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন বত্রিশজন। তলে তলে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দুটো ভাগ তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মাত্র পাঁচজন জিতেছেন। বাকি বারোজনই বিরোধী গোষ্ঠীর।

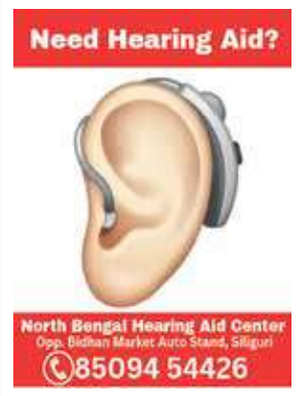

মেলা নেই, মাঠও নেই, টিকে আছে শুধু নাম

একসময় এলাকার বিনোদন ও অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল মেলার মাঠ। শহরের একের পর এক প্রজন্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মেলার মাঠের মিতালি। বিকেল হলেই শহরের তরুণ বন্ধুরা মিলেমিশে আড্ডা দেওয়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই মেলার মাঠ।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ জানুয়ারি : ‘মেলার মাঠ’ শব্দটির সঙ্গে ইসলামপুর শহরের ইতিহাস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই মাঠের সঙ্গে জেন জেডের পরিচয় শুধুই হয়তো ঠিকানা হিসেবে। এখন মেলাও নেই, আর নেই সেই ৩০ একরের মাঠও। এখন ইসলামপুরে নিয়ম করে ফি বছর কোর্ট মাঠে মেলা বসে। কিন্তু যে মাঠ অট্টালিকার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে, মাঠ বলতে মেঠো পথটুকুও নেই, সেই এলাকার ঠিকানাই ‘মেলার মাঠ’। শহরের দুর্গানগরের বাসিন্দা কৃপেশ সরকারের সঙ্গে আলাপচারিতায় ফুটে উঠল আবেগের সুর। তিন দশক আগেও মেলা মাঠের মেলা ছিল শহরের বাসিন্দাদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। বিশেষ করে সার্কাস দেখতে বিহার থেকেও মানুষ এসে ভিড় জমাতেন। টানা দুই মাসের ওই মেলা হয়ে উঠত সকলের মিলনক্ষেত্র। কৃপেশ বলেন, ‘শৈশবের সেদিনগুলি আর তো ফিরে পাব না। কিন্তু স্মৃতিতে মেলার সার্কাস, সার্কাসে আসা হাতি, বাঘ দেখতে যাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা। আত্মীয়রাও মেলা আসার খবর পেলে বাড়িতে ভিড় জমাতেন।’

জমিদারি আমল থেকেই মেলার মাঠ ইসলামপুরের ইতিহাসে বড় ভূমিকা পালন করেছে। একসময় এলাকার বিনোদন ও অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল মেলার মাঠ। শহরের একের পর এক প্রজন্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মেলার মাঠের মিতালি। একসময়, এই মাঠ এতটাই বিরাট ছিল যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে থাকা চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হত। বিকেল হলেই শহরের তরুণ বন্ধুরা মিলেমিশে আড্ডা দেওয়ার অন্যতম আর্কষণ ছিল এই মেলার মাঠ।

ইসলামপুর পুরসভা গঠনের

বাড়ির নীচে চাপা পড়েছে ইসলামপুরের মেলার মাঠ। -সংবাদচিত্র

সময় থেকে গত ২০ থেকে ২৫ বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে মেলার মাঠের। কাজল দাস বললেন, ‘বহু স্মৃতি মনে পড়ে আমাদের। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত সার্কাস। শীতের সময় লাগাতার বহুদিন ধরে জাঁকজমকের হাট। ছোট থেকে বড় সব ধরনের সামগ্রী বিক্রির দোকানপাট সাজানো থাকত। বিশেষ করে ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে উট সহ নানা গবাদিপশুর আমদানি- রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল ইসলামপুরের এই মেলার মাঠ। যারা দেখেনি তারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না।’

মেলার মাঠ খেলাধুলোর জন্য স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা ব্যবহার করতেন। অনেকে সাইকেল, মোটর সাইকেল চালানো শেখার জন্য

- জমিদারি আমল থেকে মেলার মাঠ ইসলামপুরে ইতিহাসে বড় ভূমিকা পালন করেছে
- পুরসভা হওয়ার পর গত ২০-২৫ বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে মেলার মাঠের
- এই মেলায় ভিনরাজ্য থেকে আগে উটও আসত আমদানি- রপ্তানির জন্য

বেছে নিতেন মেলার মাঠকেই। ‘বহু মানুষের শৈশবের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মাঠকে কেন্দ্র করে। সময়ের স্রোতে সবই হারিয়েছে। মেলার মাঠ আজ জনবসতি’, স্মৃতি হাতড়ে কথাগুলি বললেন মেলার মাঠের একসময়ের মালিকানার অন্যতম অংশীদার তথা জমিদার বংশের উত্তরসূরি সত্তর ছুঁইছুঁই স্বনামখ্যাত আইনজীবী কাইজার চৌধুরী। তাঁর আরও সংযোজন, ‘আসলে ইউসুফগঞ্জ মেলার মাঠ বলে এই এলাকার আসল পরিচয়। মুখে মুখে যা মেলার মাঠ হয়ে ল্যান্ডমার্কে পরিণত হয়েছে। যদিও মাঠ আর নেই।’

‘সেই সময় মেলা এলেই সার্কাসে ঢোকার জন্য বিশেষ ব্যক্তিরা পাস পেতেন। পরিচিতদের ধরে একটি পাস জোগাড় করতে পারলেই যেন কেল্লা ফতে। দিদির হাত ধরে সন্ধ্যার পর সার্কাস দেখতে যাওয়া আর ফেরার সময় গা ছমছমে পরিবেশে বাড়ি ফেরা’ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন সুমন আঢ্য। ‘সেই সময় ইসলামপুর শহর ছিল না। এলাকায় বিদ্যুৎ-ও ছিল না। জনবসতি কম থাকায় মেলার সময় রাতের আকাশ জেনারেটরের সাহায্যে জ্বলা আলোয় বেশ লালচে হয়ে থাকত’ বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সুমন। আজ এলাকায় মেলা নেই, মাঠও নেই, তবু নাম এখনও জানান দিচ্ছে অস্তিত্ব।

অর্থোপেডিক্স সেন্টার

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার শিলিগুড়িতে এসকে ফার্মাসিউটিক্যালসের কল্যাণজি অর্থোপেডিক্স সেন্টারের উদ্বোধন হল। পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধিনগরে গুপ্তা অ্যাপার্টমেন্টে এই অর্থোপেডিক্স সেন্টার চালু হয়েছে। এদিন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিন্ধুবালা এই সেন্টারের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও চিকিৎসক বি. বি. সরকার, চিকিৎসক অঙ্কিত আগরওয়াল সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই অর্থোপেডিক্স সেন্টারে মেডিসিন, গাইনিকলজি, পেডিয়াট্রিক্স, অর্থোপেডিক্স, ইএনটি ও কার্ডিওলজি বিভাগও থাকছে। চিকিৎসক সিন্ধুবালা, বি. বি. সরকার ছাড়াও প্রবীণ গোয়েল, এসকে বিশ্বাস, অজিতাভ সরকার, সুচন্দনা

দাসগুপ্ত, টিকে বিশ্বাস, কৌস্তভ চক্রবর্তী, গুঞ্জন আগরওয়াল, সুগতা রায়, মৃত্যুঞ্জয় সিনহার মতো শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এখানে বসবেন। এছাড়াও ২৪ ঘণ্টার জন্য থাকছে ফার্মাসিস্ট। চিকিৎসক সিন্ধুবালা বলেন, ‘সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরামর্শ সবকিছুই এখন এলাকার মানুষ খুব সহজে পাবেন।’

Advt.

পৃথিবীর পাঠশালা

আশ্চর্য সীমান্ত

নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সীমান্তে অবস্থিত 'বার্লে' গ্রামটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সীমানাগুলোর একটি। এখানে এমন অনেক বাড়ি আছে যার মাঝখান দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা চলে গিয়েছে। ফলে বাড়ির বসার ঘর হয়তো বেলজিয়ামে, আর রান্নাঘর নেদারল্যান্ডসে! এখানকার এক ক্যাফের মাঝখান দিয়েও সীমানা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, যে দেশে আপনার সদর দরজা, আপনি সেই দেশের নাগরিক। এমনও হয়েছে যে, নেদারল্যান্ডসের ডাচ আইনের কড়াকড়ির সময় রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা টেবিল সরিয়ে বেলজিয়ামের অংশে গিয়ে দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালিয়ে গিয়েছেন।

গাছের ইন্টারনেট

গাছ কথা বলতে পারে না— এটা আমরা ভাবি। কিন্তু মাটির নীচে তারা এক অপরের সঙ্গে দিব্যি যোগাযোগ রাখে! বনের নীচে থাকা ছত্রাকের এক বিশাল জালের মাধ্যমে গাছেরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা মজা করে বলেন 'উড ওয়াইড ওয়েব'। এই জালের মাধ্যমে বড় গাছগুলো ছোট চারাদের খাবার পাঠায়। এমনকি কোনও গাছে পোকা আক্রমণ করলে রাসায়নিক সংকেত পাঠিয়ে বাকিদের সতর্ক করে দেয়। প্রকৃতির এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমাদের ইন্টারনেটের চেয়ে কোনও অংশে কম স্মার্ট নয়।

ক্যান্ডি আবিষ্কারক

ছোটবেলায় আমরা সবাই রঙিন 'কটন ক্যান্ডি' বা হাওয়াই মিঠাই খেয়েছি। কিন্তু জানেন কি, এই মিষ্টির আবিষ্কারক ছিলেন একজন ডেন্টিস্ট বা দাঁতের ডাক্তার? ১৮৯৭ সালে উইলিয়াম মরিসন নামের এক ডেন্টিস্ট তাঁর বন্ধু জন হোয়ার্টনের সঙ্গে মিলে এই যন্ত্রটি তৈরি করেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ফেয়ারি ফ্লস'। আশ্চর্য ব্যাপার হল, একজন দাঁতের ডাক্তার হয়েও তিনি এমন এক খাবার তৈরি করলেন যা আসলে চিনি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যা দাঁতের বারোটা বাজাতে ওস্তাদ! ব্যবসার খাতিরে শপথ ভোলার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হয় না।

মহাকাশের গন্ধ

মহাকাশচারীরা যখন স্পেসওয়াক সেরে স্টেশনে ফিরে আসেন, তখন তাঁদের পোশাকে এক অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। নাসার মহাকাশচারীদের মতে, মহাকাশের নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। এই গন্ধ অনেকটা গরম ধাতু, ঝালাই করার ধোঁয়া বা পোড়া মাংসের (বারবিকিউ স্টেক) মতো! মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা ওজোন গ্যাস এবং মৃত নক্ষত্রের কণা বা পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের কারণেই নাকি এই অদ্ভুত গন্ধ তৈরি হয়। অথচ অসীম শূন্যতা আসলে গন্ধহীন নয়, বরং বেশ কড়া গন্ধযুক্ত!

বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন

লক্ষ্মীবার থেকে যাত্রা শুরু

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : উদ্বোধনী যাত্রা শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের তরফে বন্দে ভারত স্লিপারের নিয়মিত যাত্রার দিন ঘোষণা করে দেওয়া হল। রবিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, কামাখ্যা থেকে কমার্সিয়াল যাত্রা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। বুধবার ছাড়া এখান থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব রেলের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। তবে ট্রেনটির ভাড়া কত, তা জানানো হয়নি কোনও নির্দেশিকাতেই। রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি শ্রেণির ভাড়ার কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু ওই ভাড়ার সঙ্গে কিছু ট্যাক্স যুক্ত হবে। তাছাড়া এধরনের ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে ভাড়া ওঠানামা করে। ফলে স্পষ্ট করে ভাড়া কত, তা বলা যায় না।' রেল সূত্রে খবর, সোমবার থেকে পাওয়া যাবে বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট।

- বুধবার ছাড়া কামাখ্যা থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে
- হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে
- বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে

কলকাতা যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ একটু বেশি রাতে ট্রেনের দাবি করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই দাবি পূরণ হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপারের মধ্যে দিয়ে। শনিবারই মালদা থেকে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল কমার্সিয়াল যাত্রার দিন। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি মালদা টাউন ও নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ১০ মিনিট এবং আজিমগঞ্জ ও নিউ কোচবিহারে ৫ মিনিট করে দাঁড়াবে। বাকি স্টপগুলিতে স্টপ টাইম ২ মিনিট। কামাখ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উত্তরবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ারে ৯টা ২৩ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে ৯টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ১০টা ৫৫ মিনিটে, এনজেপিতে ১১টা ৩০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ২২ মিনিটে, মালদা টাউনে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে এবং হাওড়া থেকে কামাখ্যা যাওয়ার পথে ট্রেনটি উত্তরবঙ্গের মালদা টাউনে ১০টা ৫০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ৫৮ মিনিটে, এনজেপিতে ১টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোডে ২টা ২০ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে সাড়ে তিনটা এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে ৩টা ৪৮ মিনিটে পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'সোমবার থেকে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা পেতে পারেন যাত্রীরা।' একটু বেশি রাতে ট্রেন মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বাণিজ্য মহল। তবে ভাড়া কত হবে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন সকলের।

আরও চারটি স্টেশনে দাঁড়াবে ভিস্টাডোম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : যাত্রীসংকটের অভাব অভিযোগের মাঝেই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের চারটি নতুন স্টেশন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের স্টপ পেতে চলেছে। এখন থেকে গুলমা, নাগরাকাটা, বানারহাট ও দলগাঁও স্টেশনে থামবে ভিস্টাডোম। স্বাভাবিকভাবে পুরোনো টাইমটেবিলে পরিবর্তন হবে। তবে কখন কোন স্টেশনে ভিস্টাডোমের স্টপ থাকবে তা এখনও জানা যায়নি। ভিস্টাডোমে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই এই উদ্যোগ বলে রেলমন্ত্রক জানিয়েছে। বিশেষ করে পর্যটনকেন্দ্রিক স্টেশনগুলির কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'বিভিন্ন স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপের দাবি ছিল। সেইমতো স্টপ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে এখনও এবিষয়ে রেল বোর্ডের নির্দেশিকা হাতে আসেনি।'

একই সঙ্গে শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এখন থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ ও কালচিনি স্টেশনে স্টপ দেবে। বিভিন্ন সময় চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা স্টপের দাবি জানিয়েছিলেন। এতদিন সড়কপথ যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল। অতিরিক্ত ভাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নাজেহাল হতে হয়েছে। এখন থেকে স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছাতে অনেক সুবিধা হবে।

রানি কমলাপতি-আগরতলা এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্টপ দেবে। সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের অবশ্য নিউ কোচবিহারে স্টপ থাকবে।

আগরতলা-তেজস রাজধানীর নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপ থাকায় অল্প সময়ে দিল্লি যাওয়া সম্ভব হবে। কর্মভূমি এক্সপ্রেসের নিউ মাল জংশনে স্টপ থাকবে। আগে আলিপুরদুয়ারের পর এই ট্রেন এনজেপিতে স্টপ দিত। ফলে নিউ মাল জংশন এলাকার

যাত্রীদের এনজেপিতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হত।

মহানন্দা এক্সপ্রেসের স্টপ দেওয়া হয়েছে সেবকে। এতে সিকিম ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের দিল্লি যেতে সুবিধা হবে। সিফং এক্সপ্রেসকে গোঁসাইগাও-তে স্টপ দেওয়া হয়েছে। পার্থপ্রতিম ঘোষ নামে শহরের এক শিক্ষকের কথায়, 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপ আলিপুরদুয়ারে নেই। নিউ কোচবিহার স্টেশনে তেজস রাজধানী ও সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ থাকলেও আলিপুরদুয়ারে এই দুটি ট্রেনের স্টপ কেন নেই বুঝতে পারছি না।'

অসম পেল দুটি অমৃত ভারত

নিউজ ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। ফলে এই অঞ্চল থেকে প্রথমবার নন-এসি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হল। ডিব্রুগড়-গোমতীনগর (লখনউ) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দুটি অসমের কলিয়াবর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করাহয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক ও বস্ত্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা প্রমুখ।

ডিব্রুগড়-গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস আপার অসম থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ আরও মজবুত করবে। অন্যদিকে, কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত গুয়াহাটি থেকে হরিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে।

দু'পক্ষের ইটবৃষ্টি

প্রথম পাতার পর

এদিনের গণ্ডগোলের ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

তুলসীনগরে এর আগেও দু'পক্ষের মধ্যে নানা কারণে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। উপাসনাস্থল তৈরি নিয়ে এদিন বৈঠক ছিল। সেখান থেকেই বিবাদের শুরু। অভিযোগ, এই বিবাদের সূত্রে এক পক্ষ আরেক পক্ষের এক মহিলাকে নিগ্রহ করে। এরপরই ঘটনাটি বড়সড়ো চেহারা নিতে শুরু করে। ওই মহিলার পরিবারের আরও চারজন এবং আরেক পরিবারের তিন তরুণ জখম হন।

খোলাই বখতরির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের বিনোদ পাসোয়ান বলেন, 'ভোটের আগে বিজেপি বাইরে থেকে লোকজন এনে পরিকল্পনা করে অশান্তি ছড়াচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে ওরা ভোট চাইছে। এই ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। মানুষকে সচেতন করা হবে।' গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিজেপির তরফে এদিন সন্ধ্যায় মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা তথা মাটিগাড়ার বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক মনোজ রায় বলেন, 'এক ব্যক্তি বিবাদের সূত্রপাত করেছিল। মহিলাদের সামনে রেখে এদিন আমাদের লোকজনের ওপর হামলা চালানো হয়। এই ঘটনা কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না।' সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরে সাধারণত হাই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়ে থাকে কয়েকদিনের জন্য। তবে, এদিনের ঘটনার পর তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে কর্তৃপক্ষ। তারপরই হাই রেড অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের পথে শুরু হয় নাকা চেকিং। নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে ছিলেন এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম, সিআইএসএফ-এর ডিসি হরবীর সিং, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অধিকারিক রিত্তিকা কাঞ্জিলাল, ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধিকারিক এসকে ঝা প্রমুখ। সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শ্রদ্ধা প্রধান ওই বিমানে ছিলেন। বাগডোগরায় নেমে বললেন, 'দিল্লি থেকে ফ্লাইট ছাড়ার পর সকাল ৮টা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, বিমানে টেকনিকাল কিছু সমস্যা হয়েছে। লখনউতে তাই নামানো হবে। তারপর বাগডোগরায় যাবে। সব যাত্রীকে নামিয়ে সিকিউরিটি হোল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে বিমান সংস্থার তরফেই খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে ফের চেকিং করে বিমানে তোলা হয়।'

দিল্লি থেকে সিকিম বেড়াতে আসা মনোতোষ খাগড়ের কথায়, 'আমাদের বোমার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা বলেছিল। তবে বিমানবন্দরে তৎপরতা দেখে সন্দেহ হচ্ছিল।'

বাইক রাখা নিয়ে বনকর্মীদের

প্রথম পাতার পর

সেই সময় চিকিৎসকের স্টিকার দেওয়া একটি গাড়ি গলিতে ঢুকতে যায়। বাইক সরিয়ে আমি গাড়িটি যাওয়ার রাস্তাও করে দিই।' কিন্তু ওই গলিরই বাসিন্দা সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় দলবল নিয়ে তাঁকে সহ তাঁর এক সহকর্মীর ওপর চড়াও হন বলে চিন্ময়ের দাবি। দপ্তরের হেড ক্লার্ক সুব্রত পাল সহ মহিলা সহকর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে তাঁদের মানসিক হেনস্তার পাশাপাশি শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ।

আহত ওই কর্মীরা পরে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি ক্রমেই হাতের বাইরে যেতে থাকায় খোদ ডিএফও সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তায় নামেন। তিনি ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে ছাপার অযোগ্য ভাষায় প্রকাশ্যেই গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। সেই সময় অনেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরব হলেও তাঁরা পেশিশক্তির ভয় দেখিয়ে সবাইকে চুপ করাতে উদ্যত হন বলে অভিযোগ।

সৌরভ ও সৌগত দুই ভাই। প্রথমজন ঠিকাদার, অন্যজন আইনজীবী। গলিতে বাইক রাখা নিয়ে দুজনে প্রায়ই সবার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান বলে অভিযোগ। তবে এবারে খোদ বনকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের মারধর, মহিলা বনাধিকারিককে কদর্য ভাষায় গালিগালাজের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সৌগত ঝামেলার বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও হেনস্তা বা মারধরের অভিযোগ মানতে চাননি।

তিনি বলেন, 'আমাদের গলিতে বয়স্ক অনেকেই থাকেন। গলিতে যেভাবে বাইক, গাড়ি রাখা হয় তাতে অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ি ঢোকার মতো পরিস্থিতি থাকে না। আমাদের গলিতে এক চিকিৎসকও থাকেন। শুক্রবার ওই বনকর্মীর বাইকের কারণে গাড়িটি গলিতে ঢুকতে পারেনি। বাইক সরাতে বললে চিকিৎসককে তির্যক কথাও শোনানো হয়। এরপরই আমরা প্রতিবাদ করতে যাই। স্রেফ এটুকু ঘটলেও ঘটনাকে যেভাবে রং চড়িয়ে দেখানো হচ্ছে তার কোনও মানে হয় না।'

খোদ সৌগত এই দাবি করলেও ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহার আবার বক্তব্য, 'ওই দুই ভাইয়ের মা অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে বাড়ি ফেরানো হচ্ছিল। সেই সময় গাড়িটি আটকে যাওয়ায় কিছু বাদানুবাদ হয়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।' মিলির বক্তব্য শুনে প্রহৃত বনকর্মীদের একজনের টিপ্পনী, 'তাহলেই বুঝুন, কে মিথ্যে কথা বলছে আর কেই-বা গল্পের গোরুকে গাছে চড়াচ্ছে।'

প্রশ্নের মুখে ইউসুফ

বহরমপুর, ১৮ জানুয়ারি : বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছিলেন, 'বেলডাঙ্গায় যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে এত প্রতিবাদ হচ্ছে, তাঁর বাড়িতে বারবার যেতে চাইছেন ইউসুফ। আমিই তাঁকে বলেছি, এখন নয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে দলের কর্মীদের নিয়ে ওখানে যেতে।' দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এমন বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার বেলডাঙ্গায় পা রাখলেন বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। কিন্তু 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াল তাঁকে। এদিন স্থানীয় দলীয় বিধায়ক হাসানুজ্জামানকে নিয়ে বেলডাঙ্গায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিনের বাড়িতেও যান ইউসুফ। সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে নানা অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা। এখানেও এতদিন এত অশান্তির মাঝে কেন তাঁকে দেখা যায়নি, ভিড়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় অনেককেই। জবাবে ইউসুফ বলেন, 'আমি এখানেই ছিলাম। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমি তাঁদের জন্যই কাজ করি। মানুষজন এবং সংবাদমাধ্যমকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এখনও আমরা সবরকমভাবে এই পরিবারের পাশে আছি।'

বেলডাঙ্গার অশান্তি নিয়ে সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেছিলেন অভিষেক। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় ছিলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ইউসুফের বক্তব্য, 'পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের নাগরিক। রুটিরুজির জন্য হয়তো তাঁদের বাইরের রাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের উপর এই অত্যাচার চলতে পারে না। এখানে ভুল বোঝানো, উসকানি চলেছে সমানে।'

পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ অর্থনীতির সেই মডেলের কঙ্কাল এখন দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জনগরে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এজন্য দোষারোপ করে কেন্দ্রকে। তাদের যুক্তি, কুঞ্জনগরকে স্বীকৃতি দেয়নি ন্যাশনাল জু অথরিটি। ফলে এই কেন্দ্রের আবাসিক বন্যপ্রাণী, পাখিদের পাঠিয়ে দিতে হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে।

শুধু কুঞ্জনগর কেন, গোটা ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামগঞ্জে অনেক চকচকে রাস্তাঘাট, কালভার্ট হয়েছে। ফালাকাটা শহরে স্টেডিয়াম হয়েছে। অনেক জায়গা পথবাতির আলোয় রাতে উজ্জ্বল। ফালাকাটা শহরের এক তরুণ এসব শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'এসব ধুয়ে কি মশাই পেট চলে!'

এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই একপ্রান্ত এথেলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের শিল্পতালুকের শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর একটি ইটও গাঁথা হয়নি। তরুণটি বলছিলেন, 'কাজ আসবে কি আকাশ থেকে? রাস্তা, সেতু যতই হোক, ফসলের ন্যায্য দাম পান না কৃষক। গ্রাম থেকে তাই দলে দলে লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন মজুর হয়ে।'

কুঞ্জনগর নিয়েও তৃণমূলের যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। ফালাকাটার এক গাড়িচালক বলেন, 'পশুপাখি নাহয় নিয়ে গিয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পর্যটক আবাসগুলি সংস্কার করে পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো যেত। সেই উদ্যোগটা না নিয়েছে সরকার, না বন দপ্তর।' কুঞ্জনগর যাওয়ার গাড়ির চাহিদা আর নেই। অথচ ফালাকাটায় গাড়ি চালানো অনেকের জীবিকা।

বাম জমানাতেই ফালাকাটায় শক্তি বাড়িয়েছিল তৃণমূল। যে কারণে ২০১১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটেছিল। সেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ২০১৬ সালেও। তবে ২০১৯-এ পরপর দু'বারের বিধায়ক অনিল অধিকারীর মৃত্যুতে নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তৃণমূল। ফলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসন হাতছাড়া হয় শাসকদলের।

তবে বিজেপি জিতলেও ব্যবধান ছিল মাত্র চার হাজার ভোট। তার ওপর বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মনকে নিয়ে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। কারণ, গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি তিনি। যদিও বিজেপির যুক্তি, 'দলদাস' প্রশাসন বিধায়ককে কাজ করতে দেয়নি। পদ্মের নীচু মহলে কান পাতলে অবশ্য শোনা যায় যে, এবার জিততে হলে নতুন মুখ প্রয়োজন।

২০২২ সালে নবগঠিত ফালাকাটা পুরসভার নির্বাচনে ১৮-০ ফলে জয়ী হয় তৃণমূল। তাতে অবশ্য বলা যায় না যে, পাল্লা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে আছে। ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হওয়ার পর ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি এখনও পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ আছে। জটেশ্বরে আলাদা ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ফালাকাটা শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিছুই হয়নি।

২০২১-এর পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় এবারও প্রার্থীপদের দৌড়ে আছেন। গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল ভালো হওয়ায় ফালাকাটা পুনর্দখলে মরিয়া তৃণমূল। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবার দুই ফুলই।

বিস্টকে নিয়ে গর্ব

প্রথম পাতার পর

একজন সাংসদ হয়ে সবসময় পাহাড় সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বারবার বিভিন্ন মন্ত্রী, আমলার কাছে দরবার করছেন। এর বেশি একজন সাংসদ কী করবেন? উনি তো প্রধানমন্ত্রী নন যে গোর্খাল্যান্ড দিয়ে দেবেন। এটা আমাদের বুঝতে হবে।'

পাহাড় এখন বোঝার চেষ্টা করছে, হঠাৎ কেন দুই নেতার বন্ধুত্বের সমীকরণ।

ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

প্রথম পাতার পর

যেখানে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো কোম্পানিতে বহু কর্মসংস্থান হচ্ছে। সার্বিকভাবে যা ই-কমার্সের মতো শিল্পকে শক্তিশালী করবে।

সিঙ্গুরের তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুর জানে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না।' শিল্প নিয়ে চুপ থেকে কৃষিভিত্তিক সিঙ্গুরের কথা বলেছেন মোদি। আলু ও পাটচাষিদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। কেন্দ্রের 'এক জেলা এক পণ্য' নীতিতে ধনিয়াখালির শাড়ি, পাটজাত পণ্যকে শোকেস করার কথা বলেছেন।

মোদি বলেন, 'প্লাস্টিকের বদলে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারের ফলে পাটচাষিরা উপকৃত হচ্ছেন। হুগলি জেলায় আলু, পেঁয়াজ ও সবজির বিপুল উৎপাদন হয়। আমার স্বপ্ন, দুনিয়াজুড়ে প্যাকড ফুডের চাহিদা মেটাতে এই সব পণ্য একদিন বিশ্বের বাজার দখল করবে। তার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও কোল্ড চেনের প্রসার ঘটাতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধে মার খাচ্ছে কৃষক ও মৎস্যজীবী মানুষ।'

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দিল্লির আপ সরকার উন্নয়ন বিরোধিতায় রাজনীতি করতে গিয়ে আয়ুষ্মান ভারতকে গ্রহণ করেনি। দিল্লির মানুষ তাই আপ সরকারকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায়, যে সরকার বিকাশে বাধা দিয়েছে, তাদের শাস্তি পেতে হয়েছে। বাংলার নির্মম সরকারকেও রাজ্যের মানুষ উচিত শিক্ষা দেবে।'

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কড়া সমালোচনাও ছিল মোদির মুখে। রাজ্যে মহাজঙ্গলরাজের অবসান করে সুশাসন আনার ডাক দিয়ে তাঁর বক্তব্য, বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নয়, রেপ বলাৎকারের মতো ঘটনা লাগামহীন। তাঁর কথায়, 'ইসি কারণসে টিএমসি কো সবক শিখানা বহুত জরুরি হ্যায়।'

মোদি চলে যাওয়ার পর সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের আক্ষেপ ঝরে পড়ল- যে জমিতে একসময় কারখানার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, আজ তা না কৃষিযোগ্য, না শিল্পোপযোগী। সভাস্থলে ছিলেন জমি আন্দোলনের শরিক ৭০ বছরের বৃদ্ধ রমাপদ ধারা। এসেছিলেন কর্মসংস্থানের দিশা দেখার আশায়। সভা শেষে বাজেমেলিয়া মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে কাজের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছে। মোদি এখানে কাজের ব্যবস্থার কথা বললে হয়তো ছেলেটা গ্রামে ফিরতে পারত।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তরের ছাত্র দেবাশিস মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরকে নিয়ে শুধু রাজনীতি হল। বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা কারও কাছে শুনছি না।' সভা থেকে ফেরার পথে চোখে-মুখে হতাশা নিয়ে বেড়াবেড়ি গ্রামের মহাদেব দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী কোনও বড় শিল্পের কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু কোনও দিশা দেখলাম না।

তবে যথারীতি মোদির গলায় ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে চড়া সুর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক। তাই তাদের বাঁচাতে ধর্নায় বসে পড়ছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর যেতে চায় ওরা। অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে জাল নথি তৈরি করে দিচ্ছে। এখন সময় এসেছে, ভুয়ো কাগজ নিয়ে যাঁরা ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো।'

তারপরই জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, এ কাজ কে করতে পারে? জনতা সমস্বরে মোদি মোদি চিৎকার করলে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একাজ করতে পারে আপনার একটি ভোট। বিজেপিকে দেওয়া আপনার একটি ভোটই পারে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে।'

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের 'সেফ প্যাসেজ'

প্রথম পাতার পর

তাতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ অবাক নন, বরং লজ্জিত। রাজগঞ্জের বিডিও যেন জাদুকর পিসি সরকারের উত্তরসূরি। তিনি ভ্যানিশ হয়ে গেলেন, আর আমাদের তুখোড় গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা তা জানলেন না। পুলিশের সব 'সোর্স' হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দিল। প্রশান্ত কি এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁর হাত আইনের চেয়েও লম্বা? নাকি তিনি এমন কোনও সত্য জানেন যা ফাঁস হয়ে গেলে প্রশাসন বা রাজনীতির অনেক রথী-মহারথীর সিংহাসন টলে যাবে? ডব্লিউবিসিএস কেলেঙ্কারি থেকে পরবর্তীতে নানা কুকর্মে কীভাবে বারে বারে প্রশান্ত আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন তা সাধারণ মানুষ দেখছেন।

এতসবের পরেও প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা এক গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ। যে পুলিশ বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হয়, সেই পুলিশই ২৮ দিনেও একজন অভিযুক্তকে ধরতে পারছে না- এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে! প্রশাসন হয়তো ভাবছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বপন কামিল্যার খুনের কথা ভুলে যাবে। পুলিশ ও প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক আঁতাত ভাঙা দরকার, নচেৎ বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট আছে, তাও ধুলোয় মিশে যাবে। যদি দ্রুত প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আইন, বিচার এসবের কোনও গুরুত্বই থাকবে না। কারণ, রাজগঞ্জের পলাতক বিডিও কেবল একজন অভিযুক্ত নন, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থার মুখোশ। জনস্বার্থে সেই মুখোশ খুলে দেওয়া জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সংবাদমাধ্যমকেই সামনে এসে সত্যটা বলতে হয়।

প্রশান্তর মামলাটি শুরু থেকেই এক রহস্যজনক গতিতে এগিয়েছে। ২০২৫-এর ১৬ নভেম্বর বারাসত আদালত তাঁকে জামিন দিল, অথচ ২ ডিসেম্বর পুলিশ হাইকোর্টে গেল সেই জামিন চ্যালেঞ্জ করতে। এই যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, এটাও কি পরিকল্পিত নয়? হাইকোর্ট যখন স্পষ্ট ভাষায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল, তখন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট কেন রাজগঞ্জ গিয়ে প্রশান্তকে তুলে আনল না? জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। একজন খুনের আসামি দিব্যি সরকারি চেয়ারে বসে ফাইল সই করে গেলেন, আর হাইকোর্টের আদেশের পর তিনি যখন 'পলাতক' হলেন, তখন প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রইল। এই নিষ্ক্রিয়তা আসলে এক ধরনের প্রশ্রয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রশান্তর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ায় তিনি সেখান থেকে পালিয়েছেন। সূত্রের খবর, দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। খুনের আসামিকে গ্রেপ্তারের বদলে তাঁকে বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি আর সময় খরচ করা হচ্ছে, তার সিকিভাগ যদি তদন্তে লাগানো হত, তবে অনেক আগেই বিচার পেতেন হতভাগা স্বর্ণ কারিগর। এই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আসলে অপরাধীদের কাছে বিজ্ঞাপনের মতো; তাদের কাছে খোলা আমন্ত্রণ যে, খুনের মতো অপরাধ করেও যদি 'সঠিক' চেয়ারে বসা যায়, তবে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এখনও কি ঘুম ভাঙবে না প্রশাসনের? নাকি এই কুৎসিত প্রহসন চলতেই থাকবে?

হস্তক্ষেপ আইসিসির, মিটল ভিসা সমস্যা

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কি না, এখনও জানে না দুনিয়া। বিতর্ক থামা বা বরফ গলার আপাতত ইঙ্গিত নেই।

তার মাঝেই আজ কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের ভিসা সমস্যা মিটল বলে খবর। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, আমেরিকার আলি খান, নেদারল্যান্ডসের জুলফিকার সাকিব, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদের মতো পাক বংশোদ্ভুতদের ভারত ভিসা দেবে না। আজ এমন জল্পনা শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আর তারপরই বরফ গলেছে। কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলে যে সব পাকিস্তান বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার রয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যই ভারতীয় ভিসার ব্যবস্থা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই আজ এই ব্যাপারে জানিয়েছে, বিশ্বকাপের নানা দলে থাকা পাক বংশোদ্ভুতদের ভারতীয় ভিসা পেতে যেন সমস্যা না হয়, তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছে আইসিসি। আর সেই আলোচনার পরই সমস্যা মিটছে। জানা গিয়েছে, আদিল, রেহান, সাকিবদের মতো অনেকেই ইতিমধ্যেই ভারতের ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরাও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের ভিসা পেয়ে যাবেন। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য ভারতে হাজির হতে সমস্যা হবে না পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের।

আদিল রশিদ, আলি খানদের সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা আইসিসি-র।

বিসিবির গ্রুপ বদলের প্রস্তাব মানতে নারাজ আইসিসি

পাকিস্তানের সাহায্যপ্রার্থী বাংলাদেশ

ঢাকা ও দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : আলোচনা হয়েছে। আর সেই আলোচনার টেবিলেই গতকাল বাংলাদেশের তরফে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ বদল থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র কাছে বাংলাদেশের এমন প্রস্তাবের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামার, সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র একটি সূত্রের খবর, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত হবে। জানা গিয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশের গ্রুপ ও কেন্দ্র বদলের প্রস্তাবে সাড়া দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। উপরি হিসেবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, আজ বাংলাদেশের তরফে বিশ্বকাপ সমস্যার সমাধানে সরাসরি পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বসায়। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের তরফে টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তানের কাছে কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপ বদল ও শ্রীলঙ্কায় খেলার প্রস্তাব মান্যতা না পেলে পাকিস্তানও যেন কুড়ির বিশ্বকাপে না খেলে, এমন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের তরফে পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে খবর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও সেদেশের সরকার বাংলাদেশের সাহায্যে কীভাবে লিটন দাসদের পাশে দাঁড়াবে, স্পষ্ট হয়নি রাত পর্যন্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জটিল পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে হলে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির বদল করতে হবে। বাস্তবে কাজটা সহজ নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, মুস্তাফিজুর রহমানদের দেশের প্রস্তাব মানতে হলে নতুনভাবে গ্রুপ বিন্যাস করাও কার্যত অসম্ভব।

নিয়মিত জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা পরিস্থিতির মধ্যে আইসিসি-র উপরও চাপ বাড়ছে। কারণ, বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব একটা দেরি নেই। তার মধ্যে একটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ আচমকা প্রতিযোগিতায় খেলতে না এলে সমস্যা তৈরি হবে। শেষবেলার এই সমস্যার সামাল দেওয়ার কাজটা খুব একটা সহজ নাও হতে পারে আইসিসি-র জন্য। তাই জটিল পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়, কীভাবে টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজন বাংলাদেশকে নিয়ে করা যায়—গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আইসিসি-ও। যদিও রাত পর্যন্ত সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। তার মাঝেই আজ পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। এখন দেখার, এই বিতর্কের শেষ কোথায়, কীভাবে হয়।

আজ কল্যাণীতে টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পাঁচ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের মগডালে রয়েছে বাংলা। ফলে নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও রয়েছে ভালোরকম।

এমন সম্ভাবনা নিয়ে সোমবার সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী রওনা হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে সরাসরি জিততে পারলে রনজি ট্রফির নকআউট পর্বে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলার। সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে দল। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'রনজির পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে যাই হয়ে থাকুক না কেন, লাল বলের রনজিতে ভালো করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

শেষপর্যন্ত টিম বাংলা রনজিতে সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের জন্য ভালো খবর হল, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামতে পারবে বাংলা। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের রনজির আসরে চলতি মরশুমে প্রথমবার একসঙ্গে পাওয়া যাবে। অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ওপেনিং জুটিও ফিরতে চলেছে। সবমিলিয়ে সার্ভিসেস ম্যাচে নকআউট নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে টিম বাংলার সামনে।

হার ভারতের

ইস্তানবুল, ১৮ জানুয়ারি : তুরস্ক সফরের প্রথম প্রীতি ম্যাচে হার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। ইউক্রেনের ক্লাব এফসি মেটালিস্ট ১৯২৫ খারকিভের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত ক্রিসপিন ছেত্রীর ভারত।

রবিবারের ম্যাচে প্রথমার্ধে ভারতের গোলরক্ষক পানথোই চানু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় এফসি মেটালিস্ট। এরপর সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে ইউক্রেনের ক্লাবটি। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তুরস্ক সফরে গিয়েছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল।

গভর্ন্যান্সে পরিবর্তন আনছে ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ভেটো নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যা স্বস্তি দিতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলিকে।

২২ সদস্যের আইএসএল গভর্নিং কাউন্সিলে ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধি থাকলেও কোনও কিছু পাশ করাতে ফেডারেশনের অন্তত দুই সদস্যের সায় থাকা জরুরি বলে জানানো হয়। যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেয় সব ক্লাব। শনিবার সেই চিঠির উত্তরে এআইএফএফ বিষয়টি পরিষ্কার করে। তারা জানায়, এই ভেটোর সঙ্গে কমার্সিয়াল পার্টনারের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে গভর্ন্যান্সে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে ক্লাবগুলির কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েই চিন্তিত ছিল ক্লাব জোট। এই বিষয়ে তাদের অন্ধকারে রেখে বা নিজেদের ভেটো প্রয়োগ করে যাতে পছন্দের কাউকে না নিতে পারে, এছাড়াও অপারেশনাল দিকও থাকছে ক্লাবগুলির হাতেই। এআইএফএফ শুধুমাত্র রেগুলেটরি রাখতে চলছে নিজেদের কাছে। অর্থাৎ মাঠ পরিদর্শন, রেফারি, খেলা সংক্রান্ত আইন বা নিয়মকানুনই থাকবে ফেডারেশনের হাতে। যা শনিবারই চিঠি দিয়ে তারা ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে। নতুন গভর্ন্যান্স তৈরি করে মঙ্গলবারই পাঠানো হবে। এর ফলে ক্লাব আয়োজনের দায়িত্বের পাশাপাশি অপারেশনাল কাজ, যা এতদিন এফএসডিএল করত, তাও করতে হবে ক্লাবগুলিকে নিজেদেরই।

এদিকে, সূচি তৈরি করতে প্রায় জেরবার অবস্থা এআইএফএফের। প্রায় কোনও ক্লাবেরই মাঠ তৈরি নেই। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রথম ১০ দিন ব্ল্যাক আউট ডে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের ম্যাচ বাইরে খেলতে দিতে হবে। ঘরের মাঠে নয়। কলকাতার দুটো মাঠ এবং কল্যাণীতে খেলা হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়তি খরচের জন্য মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সব ম্যাচ বাইরে খেলতে চায়। এক কর্তা বললেন, 'আমাদের যদি বাকেট চেয়ার ছাড়া খেলতে দেয় তাহলে নৈহাটি কি কল্যাণী স্টেডিয়ামে খেলতে পারি। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এত ভাড়া করে রেখেছে যে খরচ আমাদের নাগালের বাইরে।' ইস্টার কাশীর অবস্থাও প্রায় একই। তবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়ে যাবে এর মধ্যেই। মুম্বই, গোয়া, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মাঠও খেলা হওয়ার জায়গায় আছে। এফসি গোয়া শেষপর্যন্ত ফতোরদা থেকেই খেলবে। সুখবর হল, আগামী সপ্তাহ থেকে হয়তো প্রস্তুতির জন্য মাঠে নেমে পড়তে চলেছে সব ক্লাব।

মেনে নিচ্ছে আইএসএল ক্লাবগুলির দাবি

ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয়ের বাংলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয় সেনের বাংলা ফুটবল দল। বিলম্বিত বিমান। রবিবার দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের বিমান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা হয় ৩টে ২০-তে। বিকেল সাড়ে চারটেয় অসমের ডিব্রুগড় পৌঁছোয় বাংলা। তার আগে আরও একদফায় বেশ কয়েকজন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে মিনিট পনেরোর দূরত্বে একটি হোটেলে বাংলা দলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি ফুটবলাররা। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে স্থানীয় একটি মাঠে অনুশীলন করবে বাংলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য সন্তোষ ট্রফি আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া মাঠেই প্রস্তুতি সারতে হবে বাংলাকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ লিগ ডার্বিতে ১৪ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১৪-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদের খুদেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ১১ গোল করে ইস্টবেঙ্গল। বাকি তিন গোল বিরতির পর। ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে প্রিয়াংশু নস্কর ও বয়চা সিং। দুটি করে গোল সংস্কার সুব্বা, হিদাম সিংয়ের। বাকি চারটি গোল ওয়ালিদ হোসেন, সুদীপ্ত মান্ডি, আইতারাজ সুব্বা ও মামেন ওয়াংখেইরাকপামের করা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতে স্ট্রেট সেটে জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

সহজ জয় দিয়ে শুরু আলকারাজ, সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

প্রথম রাউন্ডে আলকারাজ ৬-৩, ৭-৬ (৭/২), ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়াল্টনকে হারিয়েছেন। জয়ের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল। অ্যাডাম বেশ কিছু ভালো শট নিয়েছে। আমাকেও সেই অনুযায়ী খেলতে হয়েছে।'

কেরিয়ারে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন আলকারাজ। কেবল অধরা থেকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ স্প্যানিশ তারকা। এবার অবশ্য অধরা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতে কেরিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করাই পাখির চোখ আলকারাজের। পুরুষদের সিঙ্গলসের অপর ম্যাচে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ ৬-৭ (১/৭), ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতেছেন কানাডার গ্যাব্রিয়েল ডিয়ালোর বিরুদ্ধে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে জেরেভের মন্তব্য, 'গ্যাব্রিয়েল দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ওর বয়স কম এবং প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করেছেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ডে তিনি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে আসা ফ্রান্সের তিয়ানসোয়া রাকাটোমাঙ্গাকে ৬-৪, ৬-১ গেমে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথমদিনে মূল আকর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ভেনাস উইলিয়ামসের প্রত্যাবর্তন। ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন ৪৫ বছর বয়সি এই টেনিস তারকা। প্রত্যাবর্তন অবশ্য সুখের হয়নি ভেনাসের। প্রথম রাউন্ডে তিনি সার্বিয়ান তারকা ওলগা দানিলোভিচের কাছে ৬-৭ (৫/৭), ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভেনাস। কিন্তু পরের দুইটি সেটে সেই ছন্দ বজায় রাখতে ব্যর্থ মার্কিন তারকা।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দিনেই অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বল গার্ল। সেই সময় একতারিনা আলেকজান্দ্রোভা ও জেইনেপ সোমনেজের ম্যাচ চলছিল। দ্বিতীয় সেটের খেলা বল গার্লটি অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে সোমনেজ বল গার্লটিকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যান। আলেকজান্দ্রোভা বল গার্লের উদ্দেশ্যে বরফ নিয়ে দৌড়ে যান। এই কারণে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। ম্যাচে অবশ্য সোমনেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ ফলে জয়লাভ করেন।

প্রবল গরমে অসুস্থ বল গার্ল

অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া বল গার্লকে সাহায্য করছেন জেইনেপ সোমনেজ।

ড্র আর্সেনালের, হতাশ আর্তেতা

নটিংহ্যাম, ১৮ জানুয়ারি : নিষ্প্রাণ ম্যাচ। নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল আর্সেনাল। মধ্যগগনে প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে বাকি দলগুলির থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আর্সেনাল। এমন সময় পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। আচমকাই যেন মাঝ-মরশুমে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে মিকেল আর্তেতার দলের সাজঘরে।

ম্যাচে সিংহভাগ সময় বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও ফরেস্টের দৃঢ় রক্ষণ ও ফরোয়ার্ডদের একের পর এক সুযোগ নষ্টে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল আর্সেনালকে। ম্যাচের পর হতাশা গোপন রাখেননি আর্সেনাল কোচ। আর্তেতা বলেছেন, 'সুযোগ তৈরি করেছি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই ছিল। তবে জিততে হলে গোল করতে হবে। যা আমরা পারিনি।' ম্যাচের শেষদিকে রেফারির একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ফরেস্ট ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগার ঘটনায় পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানায় আর্সেনাল। তবে রেফারি ও ভিএআর তা নাকচ করে দেয়। আর্তেতার দাবি, সিদ্ধান্ত আর্সেনালের পক্ষে যেতেই পারত। তিনি আরও বলেছেন, 'খেতাব জিততে হলে এই ধরনের ম্যাচে জয়ের পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে আটকে গেলেন ভিক্টর গোয়েকেরেসরা।

অন্যদিকে অ্যানফিল্ডে বার্নলের সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে ফ্লোরিয়ান রিৎজের করা গোলে এগিয়ে গেলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। এই নিয়ে এই মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে উন্নীত তিন দলকেই ঘরের মাঠে হারাতে ব্যর্থ লিভারপুল। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি অল রেড সমর্থকরা। এই নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'সমর্থকদের এই প্রতিক্রিয়া হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আমিও হতাশ।' দিনের অন্য ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ব্লুজ ব্রিগেডের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও পেদ্রো ও কোল পামার।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে ফিরলেন শ্রেয়াঙ্কা

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওডিআই ও টি২০ ভারতীয় মহিলা দল ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৯ সালের পর প্রথমবার টি২০ দলে ফিরেছেন ব্যাটার ভারতী ফুলমালি। এছাড়াও টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। ওডিআই দলে না থাকলেও টি২০ দলে রয়েছেন অরুন্ধতী রেড্ডি। এছাড়াও টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছেন হার্লিন দেওল।

ওডিআই দলে প্রথমবারের জন্য ডাক পেয়েছেন উইকেটরক্ষক গুনালান কমলিনী ও স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা। এছাড়াও দলে রাখা হয়েছে কাশভি গৌতমকে। বিশ্বকাপ দলে ব্যাক আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলা উমা ছেত্রী ও স্পিনার রাধা যাদব দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওডিআই ও টি২০ উভয় দলেই রয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে তিনটি ওডিআই ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবেন হরমনরা।

আগামী ৬ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি হবে। বিসিসিআইয়ের পক্ষে জানানো হয়েছে, টেস্ট দল পরে ঘোষণা করা হবে।

টি২০ দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, ভারতী ফুলমালি ও শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

ওডিআই দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, হার্লিন দেওল ও কাশভি গৌতম।

'অপমানিত' বাবর, স্মিথ বললেন গুজব

বিগ ব্যাশে সিঙ্গলসের ডাক ফেরানো

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি : বিগ ব্যাশ লিগে প্রতি ইনিংসের ১১ ও ১২ নম্বর ওভার হয়ে থাকে পাওয়ার সার্জ। এই সময়টা ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে দুজনের বেশি ফিল্ডার রাখা যায় না। শুক্রবার সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে সিডনি সিক্সার্সের বাবর আজম একাদশ ওভারে টানা তিনটি ডট বল খেলেন। এরপর চতুর্থ বলে সহজ সিঙ্গলস নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা খারিজ করে দেন নন স্ট্রাইকারে দাঁড়ানো স্টিভেন স্মিথ। আর পরের ওভারেই স্মিথ চার ছক্কা সহ ৩২ রান তোলেন। যা সিক্সার্সের জয়ের রাস্তা গড়ে দিলেও খুশি হননি বাবর। ত্রয়োদশ ওভারে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক আউট হয়ে ফেরার সময় হতাশায় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাত করেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন বাবর। সতীর্থদের কাছে স্মিথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, স্মিথ অপমান করেছেন। সতীর্থরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও বাবর শোনেননি। সিক্সার্সের কোচ গ্রেগ শিপার্ডও বাবরের সঙ্গে কথা বললেও তিনি শান্ত হননি। খেলা শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের সৌজন্যমূলক করমর্দনের সময়ও বাবরকে সেখানে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, তিনি দলের জয়ের উৎসবেও অংশ নেননি। সাজঘরেই বসে থাকেন পাকিস্তানের ব্যাটার।

ম্যাচের মাঝে বাবর আজমের সঙ্গে আলোচনায় স্টিভেন স্মিথ।

ম্যাচের পরই সেদিন স্মিথকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, কেন তিনি সহজ সিঙ্গলস প্রত্যাখ্যান করেন? উত্তরে অজি ব্যাটারের মন্তব্য ছিল, 'ওভারের পর কথা হয়েছিল বাবরের সঙ্গে। কোচ-অধিনায়ক আমাদের জয়ের জন্য ঝাঁপাতে বলেছিলেন। একটা ওভার খেলতে চেয়েছিলাম। মাঠের যেদিকে ছোট, সেইদিকে শট খেলে রান তোলার পরিকল্পনা ছিল। ওই ওভারে ৩০ রানের মতো তোলার ভাবনা ছিল আমার। শেষপর্যন্ত মনে হয় ৩২ রান পেয়েছি।' স্মিথ আরও বলেছিলেন, 'আগের ওভারে খুচরো রান না নেওয়ায় বাবর মনে হয় খুশি হয়নি। যদিও আমি সঠিক জানি না।'

শুক্রবার আউট হয়ে ফেরার পর ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাট করেন বাবার আজম।

সেদিন সিক্সার্সের ফিল্ডিংয়ের সময়ও ডেভিড ওয়ার্নারের স্ট্রেট ডাইভ বাউন্ডারিতে যাওয়া রুখতে ব্যর্থ হন বাবর। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন স্মিথ। পরে বাবরকে সরিয়ে স্মিথ সেই জায়গায় ফিল্ডিং করে বাউন্ডারি আটকান। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বাবরের ফিল্ডিং নিয়ে স্মিথকে তখন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

রবিবার ব্রিসবেন হিটের বিরুদ্ধে সিক্সার্সের ম্যাচের আগে স্মিথের কাছে ধারাভাষ্যকার ইশা গুহ জানতে চান, বাবরের সঙ্গে তাঁর সমস্যা মিটেছে কি না? স্মিথ বলেছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। একটু আগেই তো আমরা গল্প করছিলাম। আগের দিন বাবরও খুব ভালো ব্যাট করছিল। আমাদের জুটি ভালো হয়েছিল। আমরা সেই সময় গলফ নিয়ে কথা বলছিলাম।'

বিরাট ম্যাজিকের পরও সিরিজ কিউয়িদের

হর্ষিত রানাদের হতাশায় ডুবিয়ে ফের শতরান করলেন ড্যারিল মিচেল।

১০৮ বলে ১২৪। ওডিআইয়ে ৫৪ নম্বর শতরান করেও ভারতের সিরিজ হার আটকাতে পারলেন না বিরাট কোহলি। ইন্দোরে রবিবার।

নিউজিল্যান্ড-৩৩৭/৮ ভারত-২৯৬ (৪১ রানে জয়ী নিউজিল্যান্ড)

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : জ্যাক ফলকেসের শট বলটা মিড অনের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন। দৌড়টা শেষ হতেই ব্যাটটা তুলে ধরলেন। পূর্ণ করলেন একদিনের কেরিয়ারের ৫৪ নম্বর শতরান।

আর তারপরই 'গম্ভীর' মুখে নতুনভাবে স্টান্স নিলেন। যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আগামীর শপথ। দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। আরও রানের সংকল্প।

তিনি কিং। তিনি ক্রিকেট ঈশ্বর। তিনি মসিহা। তিনি বিরাট কোহলি (১০৮ বলে ১২৪)। টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। শিবরাত্রির সলতের মতো এখন আঁকড়ে ধরেছেন একদিনের ক্রিকেটকে। বিরাট নিয়মিতভাবে তাঁর সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচ গৌতম গম্ভীরকেও ভুল প্রমাণ করছেন। সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

ছবির যে এখনও অনেক বাকি, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সংশয় নেই। পরিস্থিতি যত কঠিন হয়েছে, যতই কিং কোহলি সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ততই তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এমন একটা উচ্চতা, যেখানে মানুষ পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিরাট যে সেখানে পৌঁছে বসে রয়েছেন তাঁর সিংহাসনে। সেই সিংহাসন, যা ধরে টানাটানি শুরু করেছিলেন কোচ গম্ভীর।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। ক্রিকেট নামক মহান অনিশ্চয়তার খেলায় এমন আপ্তবাক্য বড্ড বেমানান। কখন কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়, কেই বা তার আগাম পূর্বাভাস করতে পারে। টসে জিতে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বসিয়ে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর সঠিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন শুভমান। আর শুরুতেই কিউয়িদের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলসকে ফিরিয়ে দিয়ে দারুণ শুরু করেছিলেন অর্শদীপ-হর্ষিত। কিন্তু তারপরও খেলার রং বদলে দিয়েছিলেন ড্যারিল মিচেল (১৩৭) ও গ্লেন ফিলিপস (১০৬)।

তাঁদের জোড়া শতরানের নজির ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। মিচেল-ফিলিপসের ২১৯ রানের পার্টনারশিপের সুবাদে নিউজিল্যান্ডের স্কোর পৌঁছে গিয়েছিল ৩৩৭/৮-এর বড় স্কোরে। সেই সময় চর্চায় ছিলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। চাপ কাটিয়ে মায়াবী শতরান করে দলের বিপত্তারিণী হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বিরাট। তিনি ফিরতেই ম্যাচ ও সিরিজ নিউজিল্যান্ডের। ২৯৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর প্রথমবার একদিনের সিরিজের দখলও নিয়ে নিল কিউয়িরা।

মিচেল-ফিলিপসের শতরানের পরে তাঁদের ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য কিং কোহলির বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রথমে নীতীশ কুমার রেড্ডি (৫৩) ও পরে হর্ষিত রানা (৫২)। দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। নীতীশ-হর্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল, তাঁরা দুজনই কোচ গম্ভীরের মানসপুত্র। আশীর্বাদধন্য। কেন, কোন যুক্তিতে তাঁরা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নিয়মিত, তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। দিন কয়েক আগে হর্ষিত তাঁর ব্যাটিং স্কিলের ঝলক দেখিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এমন মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট মঞ্চে ব্যাটার হর্ষিতের ব্যাটে এমন আগ্রাসন দেখবে দুনিয়া, ভাবা যায়নি। বিরাট-নীতীশের ৮৮ রানের যুগলবন্দি ও কোহলি-হর্ষিতের ৯৯ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার মূল ইউএসপি। আর সেটা হল এমন একটা দিনে, যেদিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১১) রান পাননি। অধিনায়ক শুভমানও (২৩) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। রান পাননি লোকেশ রাহুলও (১), শ্রেয়স আইয়ারও (৩)। তারপরও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি।

কিন্তু বিরাট অসম্ভবকে সম্ভব করার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সতীর্থদের ব্যর্থতা। নিজেকে তৈরি করছিলেন। চেষ্টাও করলেন। ম্যাচ শেষে ঘামে সিক্ত বিরাটের মুখটা বড্ড প্রতীকী। মায়ায় ভরা। অতৃপ্তির গ্লানিতে ভর্তি। সঙ্গে দুই চোখে অপার বিস্ময়ও। যেন শরীরীভাষার মাধ্যমে বিরাট বোঝাতে চাইছিলেন, শতরান করলাম, তারপরও দলকে জেতাতে পারলাম না। বাকি ব্যাটাররা যদি আর একটু সক্রিয় হতেন।

বিরাট আক্ষেপটা শুধু তাঁর একার নয়, আসমুদ্রহিমাচলেরও। কারণ, কোচ গম্ভীরের জমানায় যেভাবে ঘরের মাঠে পরপর সিরিজ হারছে টিম ইন্ডিয়া, সেটা কোনও ভালো দলের জন্যই সঠিক ক্রিকেটীয় বিজ্ঞাপন নয়। এবার না কোচ গম্ভীরের চেয়ার ধরে পাকাপাকিভাবে টানাটানি শুরু হয়ে যায়।

শতরানের পর গ্লেন ফিলিপস।

আবেগে ভাসছেন মিচেল

পার্টনারশিপ গড়েছেন। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ দলকে ম্যাচ জেতাতে পারেনি। দেশের মাটিতে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ হারের পর হতাশায় ডুবে গিয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিলও। বিরাটভাই ও হর্ষিতের পারফরমেন্সে তিনি পজিটিভ দেখছেন ঠিকই। কিন্তু দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথাও মেনে নিচ্ছেন। শুভমানের মনে হচ্ছে, দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার আরও উন্নতি করতে হবে। ঠিক কীভাবে সেই উন্নতির পথে যাবে টিম ইন্ডিয়া, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমান আজ ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর একরাশ হতাশা নিয়ে বলেছেন, 'দল হিসেবে ভালো পারফর্ম করতে পারিনি আমরা। হতাশাজনক ক্রিকেট খেলেছি আমরা। দল হিসেবে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। সঙ্গে ক্রিকেটের সব বিভাগেই আরও ভালো করতে হবে আমাদের।'

বিরাট শতরানের পরও টিম হারছে, এমন নজির রয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ নীতীশ-হর্ষিতের সঙ্গে পারফরমেন্সের সময় মনে হচ্ছিল, ভারত জিতবে। বাস্তবে সেটা হয়নি। কার্যত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। শুভমানের কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ছন্দ ও হর্ষিতের ব্যাটিং আমাদের বড় পাওনা। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের কথা ভেবে আমরা নীতীশকে সুযোগ দিয়েছি। ও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।'

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

মাঝপথেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পেনাল্টি বিতর্কে ভিন্ন মেরুতে রেফারি ও লাইন্সম্যান। অসন্তোষে বেঙ্গল সুপার লিগে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি।

রবিবার ক্যানিং স্টেডিয়ামে বিএসএলের ম্যাচে মুখোমুখি হয় সুন্দরবন ও উত্তর চব্বিশ পরগণা এফসি। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৫৮ মিনিটে এক গোলে এগিয়ে যায় নর্থ ২৪ পরগণা। এর কিছুক্ষণ পরই বিতর্কের সূত্রপাত।

সুন্দরবন বেঙ্গল অটোর পক্ষে একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন সহকারী-রেফারি। তার প্রতিবাদ জানান উত্তর চব্বিশ পরগণার ফুটবলাররা। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদল করেন রেফারি। বাতিল হয় পেনাল্টি। অথচ লাইন্সম্যান তখনও সিদ্ধান্তে অনড়। যে কারণে সহকারী রেফারির সঙ্গে কথা বলছিলেন সুন্দরবনের ফুটবলাররা। তারই মধ্যে খেলা শুরু করে দেন রেফারি। সেই সুযোগে প্রতিআক্রমণ থেকে আরও একটি গোল তুলে নেয় উত্তর চব্বিশ পরগণার দলটি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাচের মাঝপথেই দল তুলে নেন সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

পরে যোগাযোগ করা হলে মেহতাব বলেছেন, 'আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।' তিনি জানালেন, দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্টের। তারা এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, এই ঘটনার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলবে না তারা।

> আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।
>
> -মেহতাব হোসেন (*সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কোচ*)

আইএফএ-র নিয়ম অনুযায়ী এই ম্যাচের পয়েন্ট সহ অতিরিক্ত পয়েন্ট কাটা যাওয়ার কথা সুন্দরবন অটো বেঙ্গলের। এবার আয়োজকদের তরফে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটাই দেখার।

প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জয় বিদর্ভের

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : ইতিহাস গড়ল বিদর্ভ। সৌরাষ্ট্রকে ৩৮ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জিতল তারা।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সৌরাষ্ট্র। ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান সংগ্রহ করে বিদর্ভ। ওপেনার অথর্ব তাইদে ১১৮ বলে ১২৮ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন। আরেক ওপেনার আমন মোখাড়ে ৩৩ রান করেন। এই নিয়ে এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে তাঁর মোট রান সংখ্যা হল ৮১৪। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক মরশুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন আমন। এদিন আমন ছাড়াও রান করেছেন যশ রাঠোর। তিনি ৬১ বলে ৫৪ রান করেন। বিদর্ভের অঙ্কুর পানোয়ার ৪ উইকেট নিয়েছেন। জোড়া উইকেট নেন চিরাগ জনি ও চেতন সাকারিয়া।

জবাবে শুরুতেই হার্ভিক দেশাই (২০) ও বিশ্বরাজ জাদেজা (৯) প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। প্রেরক মানকড় (৮৮) ও চিরাগ (৬৪) ছাড়া কেউ বিদর্ভের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। সৌরাষ্ট্রের ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ হয়। বিদর্ভের বোলারদের মধ্যে নচিকেত ভুটে ও যশ ঠাকুর ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন।

শুভমান গিলদের ওডিআই সিরিজ হারের দিনই কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে রিঙ্কু সিং ও ঈশান কিষান। নাগপুরে রবিবার।

দল হিসেবে আরও উন্নতির ডাক শুভমানের

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : টেস্টের পর এবার একদিনের সিরিজ। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ড এখন অপ্রতিরোধ্য।

২০২৪ সালের শেষের দিকে কিউয়িরা টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিলেন। সেই ক্ষত এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তার মধ্যেই এবার দেশের মাটিতে সেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হার। ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ জিতে আবেগে ভাসছেন কিউয়িরা। টেস্ট সিরিজ জয়ের নেপথ্য কারিগর ছিলেন ড্যারিল মিচেল। একদিনের সিরিজের তিন ম্যাচে ৩৫২ রান করে তিনিই নায়ক। ম্যাচ ও সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও। এহেন মিচেল ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে বলেছেন, 'দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। পরিস্থিতির বিচারে গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই কিউয়ি ক্রিকেটের স্মরণীয় জয়।'

মিচেলদের ইতিহাস গড়ার রাতে ভারতীয় শিবিরে শ্মশানের শূন্যতা। বিরাট কোহলি অসাধারণ শতরান করে দলকে দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সতীর্থদের থেকে তেমন সাহায্য পাননি। নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানারা হয়তো কোহলির সঙ্গে

ডব্লিউপিএলে আজ

গুজরাট জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

দরপত্র প্রকাশ করল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পূর্ব পরিকল্পনামতো রবিবারই ২০২৫-'২৬ মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মিডিয়া ও সম্প্রচার স্বত্বের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দরপত্র প্রকাশ করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এর মাধ্যমে টেলিভিশন, ডিজিটাল ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আইএসএল ম্যাচ সম্প্রচারের জন্য উপযুক্ত ব্রডকাস্ট পার্টনার নির্বাচন করা হবে। এআইএফএফ জানিয়েছে, দরপত্র জমার শেষ দিন ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। প্রি-বিড বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জানুয়ারি এবং দরপত্র সংক্রান্ত প্রশ্ন জমা দেওয়া যাবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ফাইনালে ২০১০

নিশিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল লেজেন্ডস ২০১০ ব্যাচ। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ডেক্যান্ড ডমিনেটর্স ২০১১ ব্যাচকে। টসে হেরে ডমিনেটর্স ৮ উইকেটে ৮৬ রান করে। জবাবে লেজেন্ডস ৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। প্রীতম মালাকার ৪৯ রান করে ম্যাচের সেরা হন। বুধবার ফাইনালে লেজেন্ডসের প্রতিপক্ষ আনবিটেন ২০১৬ ব্যাচ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে পাপন বর্মন। ছবি : অনীক চৌধুরী

জিতল বেলাকোবা সিসিসি

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার বেলাকোবা সিসিসি ৪ উইকেটে জিতেছে এসপি রায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। প্রথমে এসপি রায় ৬ উইকেটে ১৮৭ রান করে। শিলাব্রত রায়ের অবদান ৪২ রান। ঋত্বিক রায় ২৭ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে বেলাকোবা ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। পাপন বর্মন ৭৪ রান করে ম্যাচের সেরা হয়। দেবরাজ দাস ১৪ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট।

সুব্রত কাপ ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : সুব্রত সংঘের সুব্রত কাপ ক্রিকেট রবিবার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ১৬ রানে হারিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটকে। টসে জিতে স্বস্তিকা ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫০ রান করে। মহম্মদ জাভেদ আলম ৪৫ ও সাগর শর্মা ৩১ রান করেন। আবির চট্টোপাধ্যায় ২৬ ও তুষার সাহা ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৪ রানে আটকে যায়। নীতীন মল্লিক ৩০ ও প্রতাপ ঘটক ২৫ রান করেন। সোনু রাউত ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা জাভেদ আলম। সোমবার এসআরটি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন মুখোমুখি হবে জলপাইগুড়ির বর্ধন প্রাঙ্গণের।

রোড রেস ২৩ জানুয়ারি

তুফানগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ জানুয়ারি। তারই অঙ্গ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি রোড রেস হবে। ভাটিবাড়ি থেকে শুরু হয়ে ২০ কিমি দৌড় শেষ হবে তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে। ক্রীড়া সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, দৌড়ে নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি রাত ১০টা। প্রথম পুরস্কার ১৪ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৯ হাজার টাকা।

মাফি শিলিগুড়ির ঘরে ৮ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার তিন প্রতিযোগী মিলে ৮ পদক এনেছে। পুরুষদের ৬৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে দিলীপকুমার পাল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। দিলীপ হোড় ৬০ ঊর্ধ্বদের লং জাম্পে প্রথম স্থানে থাকেন। দ্বিতীয় হয়েছেন ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে। দীপ্তি পাল ৬০ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ৬০০ মিটার হাঁটায় প্রথম স্থান পেয়েছেন। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে হন দ্বিতীয়।

বলাকা ক্লাবের ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের অকশন ব্রিজ রবিবার শুরু হয়েছে। প্রথমদিন জয় পেয়েছেন রামকৃষ্ণ রায়-সঞ্জু দে, অসীম রায়-মিলন রায়, সুবল অধিকারী-দেবাশিস কর, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়-ভোলা সাহা, সুদীপ চৌধুরী-বাবু বিশ্বাস, কানাই ধর-দিলীপ হালদার, প্রদীপ বসু-সৌরভ ভট্টাচার্য, প্রদীপ সিনহা-শ্যামল দাস, প্রদীপ রায়-শ্যামল দাস, সুভাষ পাল-মনোজ সরকার, সঞ্জয় দে-প্রদীপ দে, শুভঙ্কর বসাক-অরূপ মণ্ডল, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-চম্পক দাস ও ভাস্কর তরাই-এস দে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন লক্ষ্মী পাল, বাবলু পাল, বলাকার সভাপতি রাজু দাস, প্রতিযোগিতার সভাপতি নারায়ণ দত্ত প্রমুখ।

খেতাব জিতে উচ্ছ্বাস মনোজ সুপার স্টার দলের। ছবি : রামপ্রসাদ মোদক

চ্যাম্পিয়ন মনোজ সুপার স্টার

রাজগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : কুকুরজান অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৮ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল মনোজ সুপার স্টার। ফাইনালে তারা ২৫-১৭, ২৫-১৮, ২৫-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছে ভাঙ্গামালির প্রীতম সিক্স স্টারকে। প্রতিযোগিতার সেরা চ্যাম্পিয়নদের অনেক মণ্ডল। ট্রফি তুলে দেন কুকুরজান হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও আয়োজক কমিটির সম্পাদক শেখ শাজাহান সিরাজ প্রমুখ।

তিনটিতে প্রথম স্থান রাধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার কোচবিহারে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৭ জন অংশ নিয়ে ৫ জনই পদক নিয়ে ফিরেছে। তাদের মোট পয়েন্ট ৯১। পুরুষদের ষাটোর্ধ্ব বিভাগে নির্মলকান্তি মণ্ডল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। লং জাম্পে তিনি হয়েছেন দ্বিতীয়। মহিলাদের পঞ্চাশোর্ধ্ব বিভাগে প্রমীলা রায় লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পঁয়তাল্লিশ ঊর্ধ্ব বিভাগে রাধা সরকার প্রথম হয়েছেন ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় এবং লং জাম্পে। শিখা থাপা একই বয়স বিভাগের শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে দ্বিতীয় ও লং জাম্পে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। চল্লিশ ঊর্ধ্বদের শট পাটে তৃতীয় স্থান থাকেন লিপিকা রায়। ভেটেরান্স প্লেয়ার্সের সচিব স্বপনকুমার দে, অমল আচার্য প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন টাউন ক্লাব 'এ'

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের ৪ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব 'এ' দল। ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে টাউন ক্লাব 'বি' দলকে। টসে হেরে 'বি' দল ২০ ওভারে ৮১ রান করে। রাজদীপ দাসের শিকার ২০ রানে ৪ উইকেট। জবাবে 'এ' দল ১৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা রুদ্রজিৎ বণিক ৩৪ রান করে।

সুমিতের ৪ শিকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগার ৯ রানে হারিয়েছে চেতনা ক্লাবকে। জেওয়াইএমএ মাঠে মোহিতনগর প্রথমে ৩৩ ওভারে ১৬২ রানে অল আউট হয়। অগ্নিভ ভৌমিক সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন। অঙ্কিত কুমার দে ২৪ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে চেতনা ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রানে আটকে যায়। রঞ্জন রায়ের অবদান ৩৬ রান। সুমিত গোয়েল ২৪ রানে ৪ উইকেট নেন।

আজ সেমিতে অগ্রগামী-সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে প্রথম সেমিফাইনালে সোমবার মুখোমুখি হবে অগ্রগামী সংঘ ও সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব মুখোমুখি হবে সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমির। ফাইনাল ২৬ জানুয়ারি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা বিলিয়াম ঈশ্বরারী - কে 21.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 3 4 E 94324 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এক কোটি টাকা জেতার এত চমৎকার উপায় রেখেছেন। কয়েকটা দশ টাকা খরচ করেই এটি সম্ভব হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।